INTRODUCTION

I do not remember when I started writing poems first. However I still remember the day at the age of ten when my father appreciated my poem very highly. I could recall that poem for a long time but now most of it has got erased from my memory. I only remember the theme and what the poem was about. It was a poem about moonlight. I wrote it while sitting by the window and watching the moon. The dark night sky lighted by a full moon was playing flute in my mind. It was a musical and visual poem which aroused a sense of beauty.

Since then I had been writing poems. However nothing was stored of those writings. So most of them had disappeared for ever. I destroyed many of them in feeling agony against myself. My interests in poetry and artworks had negative effects on my school works which caused concern of my parents. I received much rebukes for not attending to school tasks. One day I decided to bring an end to this poetic life and tore all what I had written by then and threw them in the waste paper basket in order to be consumed by fire.

When my mother had discovered it she was terribly unhappy and tried to save as much of these writings as she could. She put together torn pieces and copied some of them with her own hands. Since then I forgot poetic life for a while and instead got absorbed in other matters - for example existentialism and dream to explore the mystery of the universe.

Soon after that I was overwhelmed by a paranormal phenomenon (psychological upheaval) which brought an end to writing poems and instead threw me in a weird spiritual world. It was a mess of paranormal on one side and existential nothingness and meaninglessness on the other side. Not much poems were produced during these years.

I started writing poems again a few years later. Through these poems I was trying to find an identity - who was me? The existential thoughts got entangled into a surreal world and created a peculiar literary mess. Some titles of these poems are

১. পায়ের উপর উদ্ভিদের মত ক্লান্তি জমে
২. আমার ভিতর জল্প্রপাত
৩. হাতগুলো আকাশ ছুঁতে বেড়ে যাচ্ছে
৪. ডুবে আছি আকাশ শরীরে
৫. ছিঁড়তে পারিনা সূর্যের মুখোশ
৬. গাড় রক্তে উল্কাপাত
৭. শূন্য ভাসে মুখের ভিতর
৮. দেহের প্রাচীন রক্তকোষ জীবাণুতে ভরা
৯. জালের মধ্যে কার রক্তমুখ জড়িয়ে যেতেছে
১০. আমি কে?
১১. পায়ের নীচে গোল পথ কোথায় পালাবো ?

১২. শূন্য অন্ধকারে অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ জড়ানো আছে
১৩. জ্বলে যেতে ইচ্ছে হয় দ্বার খোলা পেলে
১৪. নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা ভ্রূণের ভিতর

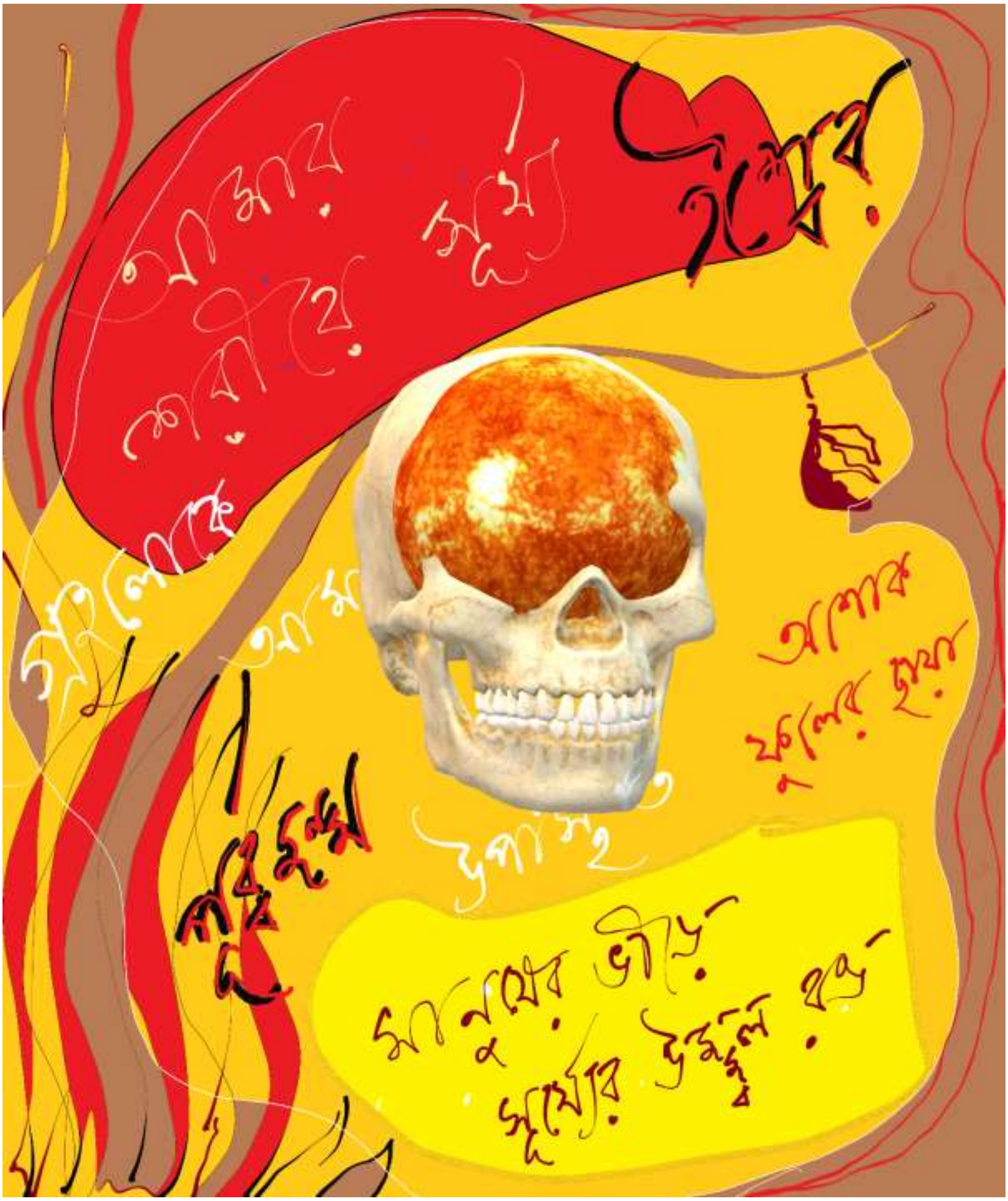

Between this tug of war between the spiritual- mystical and the existential meaninglessness and nothingness the cosmos, in which life was embedded, often surfaced in those poems.

During this period my mother suffered from both psychological and mental health problems which created an unhealthy atmosphere at home. At the sametime I was struggling with my inner search for identity and meaning of existence. The social-political situation was also highly disturbed due to Marxist agitation and chaotic functioning of the society .Therefore these years turned out to be a dark period of life which often gave birth to melancholy, loneliness and despair. A few poems from this time are

১ সময় জটিল নিজের ভিতর নামতে দেয় না

২ সময়টা ধরতেই দেখি সব উড়ে গেছে

৩ পিছলে যায় সব বিশ্বাস

৪ আমার শরীর সূর্য

৫ পৃথিবীটা ফাঁপা হয়ে মাথার উপর ঘুরছে চৌমাথার মোড়ে

৬ সমুদ্রের আলোয় ভিজে থাকি রোদে

৭ এই রোদটুকু শেষ হলে অন্ধকারে ফিরে যাবো

৮ খুলির উপর আকাশের উজ্জলতা

৯ হাতের তালুতে মানুষের আলোকিত জন্মভূমি

১০ মানুষের ভিড়ে সূর্যের উজ্জল রঙ

১১ অশোক ফুলের লাল ছায়া

১২ পূর্বজন্ম, সূর্য , ঈশ্বর গ্রহলোকে আমার উপস্থিতি

১৩ নিহারিকা জড়িয়ে আছে স্বপ্নের মতন

১৪ জ্বলন্ত আকাশ মাথা শুষে নেয়

১৫ কোন এক ছায়াপথে অজস্র নক্ষত্রের সাথে প্রতিদিন চলেছি

১৬ রক্তে জেগে ওঠে হাজার হাজার হীম পা

After arriving in Norway in 1971 the things changed and the poems received a new dimension. The presence of the mountains, seas, fjords and forests brought the nature close to my perception and inner feelings.

১ অফুরন্ত সূর্যের রোদ একাকীত্ব দূর করে

২ শরীরের নীচে আলোর কণা … অশরীরী

৩ ভাসমান সূর্য অফুরন্ত আনন্দ আনে

৪ এক উজ্জ্বল জ্বলন্ত ঘোড়ার ক্ষুরে অগ্নিকান্ড

৫ আকাশ আলোর ধ্বনি চারদিকে পর্বত নিয়ম

৬ সময় জ্বলছে আকাশ একলা

৭ চিল! অনন্ত ডানার চিল!

৮ মাথা তুললেই দেখতে পাই পাহাড় আকাশ উজ্জ্বল রোদে একঝাক কল্পনা

৯ রক্তাক্ত প্রবাহে মানুষের কাছে মানুষের উৎসর্গ

১০ বহুদূর যেতে হবে রক্তের নদী আশা দিয়ে বেঁধে

১১ সমুদ্রের কাছে পেয়েছি কল্পনা

১২ জীবন বিশাল গাছ অজস্র পাতায় কত শত মায়া!

১৩ অহরহ সমুদ্রের শব্দ পাই

১৪ বিস্ময়ের সূর্য ওঠে... আকাশ বর্শা ছোড়ে নির্মম কঠোর

১৫ আমার ভিতর পাখী সমুদ্রের জলটুকু নাড়ে

১৬ অজস্র পাতার ঝড়ে উজ্জ্বল প্রাণ প্রদক্ষিণ করে সমস্ত আকাশ

Then I got married in 1975 and started seeing others as a way to know myself. I wished to find meaning of life in ameliorating the sufferings of other human beings and participating in growth and development of others life. Therefore I started philosophizing about the possibilities of contributing to social change.

১ শব্দে , অক্ষরে, বর্ণে জোড়া কালের ইতিহাস

২ সবসময় একটাই যুদ্ধ হতাহতের সংখ্যা নেই

৩ হে আকাশ! মাঝি তুমি, গঙ্গার মাঝি

৪ হৃদয়কে বলি আছে ভবিষ্যৎ লড়ো নিজের সঙ্গে

৫ কলকাতা তোমার কংকালসার প্রাণে বন্দী মানবতা

৬ সব দণ্ডের অধিকার তুলে হাতে খণ্ড করবো শৃঙ্খল

৭ ভূমিকম্প, বিদ্রোহ, উত্তেজনা ... আগুন বুকে বিশ্ব জ্বলে

৮ আমার জন্মের মাটিতে রক্তপাতে নতুন সভ্যতা

৯ জীবন ঝলসায়

১০ গর্বে মাথা তোলে স্বাধীন মানুষ

This turning towards the family life and the social issues did not last long. The inner being drew me again away from the world where life revolved creating conflicts, passions, love and

hate. Again the other world came to dominate over other realities of life. Some poems from this time are

১ ঈশ্বর মানুষ সব এক

২ হয়ত ঈশ্বরের খোঁজ পাবো

৩ হে ঈশ্বর! তোমার অপেক্ষায় রই

৪ ভগ্ন দেবালয়ে ঈশ্বর পরিত্যক্ত

৫ ঈশ্বর বাতাসে চাঁদ হয়ে নামে

৬ তোমার মুখেতে ঈশ্বরের আলো দেখি

৭ জাগুক জাগুক জ্বলুক ঈশ্বর তোমার কপালে

৮ হে ঈশ্বর! তোমার মতনই কে যেন বাড়ায় হাত

৯ নিশ্চল মৃত যীশু ক্রুশবিদ্ধ

১০ আমিই ঈশ্বর, আমিই কবিতা

Next big turn came when we came to live in Bern in 1980. Now many changes occurred. From a normal life we entered a diplomatic life. We were given a Swiss Chalet overlooking the Alps to live. The chalet bordered an idyllic pastoral landscape animated by the bells of cows grazing nearby. Ånun, who became a source of great joy, was born in this environment. The garden around the chalet gave me the first opportunity for gardening and thus to come closer to the living nature. I also changed my research field from Nuclear Physics to Particle Physics and Cosmology. It was a kind of liberation from a previous world driven by circumstances and demands of a career, to something which I wished to live for. I found a room in the attic which became my atelier. I had also a study room where I could go back to the collections of books and research papers on cosmology and gravitational theory.

The beauty and serenity of nature around beckoned me to write a greater poetic work. But what? The inner Being whispered “write the story of journey with the invisible Poet and God”. So the idea of writing an epic “Man, God and Poet” rose in my mind. I started writing it in Bangla. Soon I abandoned it because I realized that I had not yet fully been able to conceive the story of the journey.

After that a series of poems rose in my mind which opened up the vision of a transcendental world. With it I felt renewed as a human being and lost the ties with the world of sensual pleasure. I felt more and more distant from happiness in social mingling and became a prisoner of the inner "Guide".

Sice then I had been writing both in English and Bangla. I wrote a series of poems and dialogues in English which was collected in “MAN AND GOD”. The epic in Bangla, which I had conceived at that time, did not realize until 2018.

The poems written in Bangla during 1980s - starting from Bern to the time of Ånun`s death in February 1990- are collected as “POEMS OF LIGHT”. One will find many of these poems here.

Before this break with the past I wrote a few nostalgic poems about my childhood memories in “ সূর্য হতে বলাকা “

সূর্য হতে বলাকা

সমুদ্রের কথা মনে পড়ে...

খাটিয়ায় শুয়ে

জামরূল গাছের মাথায় হাওয়ায় স্প ন্দনে

হৃদয় শুনেছে মুক্তি;

পাথরে, কাঁকড়ে লণ্ঠনের তাতে

হাওয়ার সূক্ষ্য আবর্তনে

বয়েছে অনেক রাত্রি. . .

আজ সমুদ্র,

তোমার কথা মনে পড়ে|

তারার আড়ালে

পিপাসার শুষ্ক কণ্ঠে নীলের শরীরে

জামরুল ফলের জলে

শব্দ খুঁজি অনন্ত আঁধারে. . .

পাতার হওয়ার শব্দে

ভাঙা কাঁটা ঘুরে

লণ্ঠনের নীচে

গল্প বলে. . .

অনেক প্রাচীন গল্প. . .

সমুদের স্বরে. . .

তারায় তারায় আঁধারে

খাটিয়ায় পিঠ পেতে
পুরাতন গ্রামের গলিতে
স্বপ্ন দেখি . . .

জামরুল গাছের ফলে
পাখনার আন্দোলনে তারা ওড়ে,
অন্ধকারে লণ্ঠনের নীচে
পাখা নিয়ে পিঁপড়ের মত
ইন্দ্রিয়ের ঘ্রাণ সব ছেড়ে যায়
মৃত্যুর এপাড়ে;

আজ সমুদ্র,
তোমার কথা মনে পড়ে|

দূরে ঝোপে
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা গ্রামের আঁধারে
তারার কম্প ন
শূন্যতায় শব্দ হয়ে ভাসে;
মিটমিটে আলো নিয়ে
খাটিয়ার পাশে
মাটি থেকে আলো ওঠে

ছোট্ট এই প্রাণীর শরীরে. . .
আকাশের অন্ধকারে
দূরবর্ত্তী তারা গভীরে
স্বপ্ন এসে উড়ে বসে,
খাটিয়ার দড়িতে,
রক্তে মোর
ঝিনঝিনে ব্যাথা যেন ঘোরে. . .

আজ সমুদ্র,
তোমার কথা মনে পড়ে ||

বার্ণ

১.৯.৮০

ঘোড়ার নাচ

দেখেছি ঘোড়ার নাচ
ফাল্গুনের রাতে. . .
মুখোশের ভেতর মুখোশে
লাল বালি পথে
দেখেছি ঘোড়ার নাচ
দেবতার সাথে|

খোলা গ্রাম পথে
ঢাকের আওয়াজ
পায়ে পায়ে, তালে তালে
বক্র হয়ে মাটির আঁধারে
গনগনে আঁচে
ফাল্গুনের ঘোড়া সব
রাতের আগুনে মুখ তুলে নাচে , ...

বাদ্য বাজে...
বাদ্য বাজে...
শৈশবের ঘন্টা বাজে...
সমুদের শব্দ বাজে...
খইয়ের মতন রাত্রি ছড়ায় আলোকে...
সমুদ্র, সময় সাথে দেবতার পায়ে
আমার শৈশব আজ
অন্ধকারে নাচে ,...

ফাল্গুনের রাতে
ঘোমটা টানা দীর্ঘ চোখে
লজ্জায় কাতর আকাশে
ষোড়শী বধুর মুখ স্বপ্ন হয়ে ভাসে...
রক্তপাতে. . .
অন্ধকারে. . .
ফাল্গুনের রাতে. . .
দেখেছি ঘোড়ার নাচ
সমুদ্রের মাঝে ||

বার্ণ

২.৯.৮০

অনন্তের মেয়ে

পদ্ম পাতায়, জলে
আলতো পায়ে এসেছিলে তুমি,
তোমার আঙ্গুলি
পুকুরের পাড়ে আলপনার গায়ে
বিচিত্র রেখায় বেঁধে জীবন মামুলি
বেদনা দিয়েছে প্রাণে,

আকাশের পবিত্র উৎসবে
তোমার চোখের তারার জলে
পুকুরের পাড়ে
আঙগুলির তলে
সময়ের শুভ্র আভরন
জোৎস্নার ভিতর দেখি
আকাশের তলে, ধানক্ষেতে,
হলুদ শীষের ভিতর খুলে
করে আন্দোলন ...

পদ্ম পাতায়, জলে
আলতা পড়া পায়ে, তুমি মেয়ে !
দূর্ব্বো ঘাসে
অলোক ব্রক্ষ্মান্ড তলে
ঈশ্বরের সবুজ প্রকাশে
তোমার আঙগুলি রক্ত দান করে,
সাজায় কাঁসার থালা পবিত্র প্রসাদে ...
তুমি মেয়ে!
তোমার কঙ্কণে
আমি শুনি সমুদ্রের ধ্বনী।

তোমার পায়ের আলতায়

অন্ধকারে ভুলে

সূর্য্য হ'তে কত রঙ ফিরে আসে ঘুরে ;

তোমার চালগুঁড়ি রঙের রেখায়

তোমার ধর্ম্ম, তোমার ঈশ্বরীক বারতা

জলের ভিতর গুলে

বুকে আসে . . .

পদ্ম পাতায়, জলে

তুমি মোর অনন্তের মেয়ে ৷৷

বার্ণ

৩.৯.৮০

সংলাপের যন্ত্রণা

তুমি প্রশ্ন করো,
আমি মিথ্যা বলি;
সংলাপের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে,
তারায়, নক্ষত্রে আমার আঁধারে
শিশু হয়ে কাঁদি;

তুমি বলতে বলো
হৃদয়ের সত্য...
চরম সত্য...
নির্মম হয়ে যা' বুকে বিঁধে আছে
তাকে খুলে নামতে ব'লো...
বৃশ্চিকের মত তারার আলোক যে শব্দ গেঁথে আছে
তাকে নেমে আসতে বলো...
রক্ত, মাংসে, প্রাণীণ শরীরে
শব্দের অন্ধকারে জ্বলতে বলো...
হে প্রিয়তম!
তুমি প্রশ্ন করো,
আমি মিথ্যা বলি;
শব্দের ভিতর শব্দে অন্ধকারে দেখি
হৃদয়ের সাথে নিজেরই ইচ্ছায়
প্রাণহীন খেলনা হয়ে পড়ে আছি একি!

যে সত্য মোর প্রিয়তম,

যে সত্য দগ্ধ করে আকাশ বাতাস

শূন্যতায় চলে যায়,

যে সত্য চেতনা গভীরে আমার

দেয় অনন্ত আঘাত

হে প্রিয়তম!

তাই শব্দ হয়ে আসেনাতো' বুকে!

রক্তে নির্মম সংঘাতে

কোষে কোষে তোমার জংঘায়

সমুদ্রে ও শব্দ হয়ে ফিরে যায় ... ফিরে যায়...

অনন্ত আলোকে...

... করো না জিজ্ঞাসা ...

পর্ব্বতের উপর যে আকাশ

সমুদ্রের তলে যে মৃত্তিকা

অনন্তের কপাল জুড়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে

তার কাছে আমার প্রতীক্ষা

শব্দ হয়ে ফেরে না তো' বুকে!

তুমি প্রশ্ন করো,

আমি মিথ্যা বলি;

সংলাপের যন্ত্রণায়

অন্ধকারে পাখী হয়ে ঘুরি|

বার্ণ

৪.৯.৮০

আত্মহত্যা

স্বপ্নের অন্ধকারে,

হে প্রিয়তম নারী!

আগুনের ভেতর তোমার আত্মহত্যা

বুকে আনে রাতের আঘাত |

তোমার কেশে কালো অন্ধকারে

তারার জ্বলন্ত বহ্নিতে

আমার প্রাণের ভালোবাসা

আকাশ থেকে হাত বাড়িয়ে

তোমায় তুলতে চায়,

সুন্দরী!

তোমার পিছনে দৌড়ে দৌড়ে

তোমায় ধরতে চায়,

আমার হৃদয়, তোমার আত্মহত্যা থেকে মুক্তি চায়|

স্বপ্নের ভেতর চীৎকার কওে

বুকের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বলতে চায়:

দিয়ো না, দিয়ো না এই আত্মহত্যার

নির্মম আঘাত|

হে প্রিয়তম নারী!

হে সুন্দরী!

অবজ্ঞাতে ফেলে যাওয়া

তোমার শাড়ীর আঁচলে
ঈশ্বরের মুখের দর্পণে
শৈশবের রক্ত মুঝি,
এই অন্ধকারে,
এই জ্বলন্ত পাথরে,
দিয়োনা দগ্ধ হতে
তোমার অদৃশ্য শরীরে,
আত্মহত্যা ক'রোনা
আমার ভালোবাসার অন্ধকারে
জ্বেলোনা রক্তে বহ্নি
এমন কঠোর আঘাতে।

হে নারী!
তুমি সুন্দরী!
আকাশে, বাতাসে, তোমার মুখের ছবি
দগ্ধ হয় ... দগ্ধ হয়...

তোমার আত্মহত্যায় পুড়ে যায়
আমার শরীর৷

বার্ণ

৬.৯.৮০

উপত্যকায়

নদী পার হয়ে উপত্যকায় , তারপর আরো উর্দ্ধে . . .
নীম্নে . . .

জানিনা কোথায় পাহাড়ী নদীর জলে স্বপ্ন গুলে যায়. . .
জলের বায়ুর উপর নিঃশ্বাস বয়ে আসে
আরো গভীরে কোথাও মাছেদের মত . . .তারপর?. . .

ক্লান্তি, ক্লান্তি. . .একটা বায়বীয় ক্লান্তি . . .
হৃদয় কোথাও বসতে চায় না, বেলুনের মত উড়ে যায়. .
উপত্যকায়!

মাছেদের মত নিয়তি জালের কাছে আকর্ষণ করে . . .
তারারা ঘুরে ঘুরে অপেক্ষাকৃত লঘু আকাশে চমৎকার
রাত বয়ে আনে. . .
চাঁদের সঙ্গে স্বপ্নের যোগাযোগ .
মৃত্যুর মত অসঙ্গত মনে হয় . . .তবু . . .
সব চমৎকার!

নিজেকে উৎশৃঙ্খল করতে ইচ্ছে করে না ,
শৃঙ্খলের মত নিয়মকেও মানতে পারিনা. . .
শুধু মানুষের চোখ বাক্য হীন আলাপের মত
নির্বোধ হৃদয়ে অনেক বক্তব্য আনে. . .
জানিনা. . . জানিনা. . .

নির্বোধ এই বুদ্ধিহীন হৃদয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করায়,

শান্তি আছে,

মিথ্যা অন্যদের প্ররোচনা করার জন্যে

বাক্য রচনা করতে হয়না,

সব নিজের নিয়মে মাছের মত. . .

তারার উপর তারার অসংখ্য আগুনে ঘোরে. . .

অবর্থ কিছু অনুসন্ধান করে . . .

হৃদয়ের নির্জন উপত্যকায়||

~~নিউ ইয়র্ক~~

২১.৩.৭৯

ঈশ্বরের অগ্নি হ'তে শোনো

ঈশ্বরের অগ্নি হ'তে শোনো. . .

সমুদ্রের বক্ষ বয়ে উজ্জ্বল বাক্যের অঙ্গারে

জলন্ত স্বপ্নের পাহাড়ে

জীবিত প্রাণের কাব্যে

সূর্য্যের শুভ্র হাতে সুন্দর আকাশে

নরম নদীর জলে
পাখনায় পাখনায়
মাছেদের জালে
রঙিন স্বপ্নের ফুলে
কালের অস্ফুস্ট কপালে
কবিতার শব্দ জ্বলা শোনো. . .

ঈশ্বরের অগ্নি হ'তে শোনো. . .
পাখীর শব্দে জাগা সহস্র সকালে
মুহুর্তের জলোচ্ছ্বাসে
শক্তির উত্তাপে
সমুদ্র শিয়রে
সূর্য্যের অক্লান্ত আঘাতে
আলোর কণার সংগীতে
নীলাভ স্ফটিকে
রঙের প্রবাল জ্বলা শোনো. . .

ঈশ্বরের অগ্নি হ'তে শোনো. . .
শান্তির শুদ্ধবুকে
মুক্তির ক্লান্তিহীন অজস্র পাখায়
যাত্রাবাহী সময়ের
চাকায় চাকায়

সূর্য্যের উজ্জ্বল বার্তায়
দন্ডে, দন্ডে , প্রহরে, প্রহরে
বিলুপ্ত কালের প্রতিধ্বনী শোনো. . .
সকালের স্মৃতির অগ্নিতে
প্রীয়তম প্রাণের প্রকাশে
দিগন্তের অন্তহীন বিশাল প্রসারে
কল্পনার স্বরধ্বনী
কবিতার বহ্নি হ'তে শোনো. . .

ঈশ্বরের অগ্নি হ'তে শোনো. . .
ভাগ্যহীন প্রণয়ীর বুকের লাভায়
রাতের রঙীন রাশিতে
মিলনের ভস্মবাহী সুরেতে, বাঁশিতে
ধ্বনির জ্বলন্ত শিখায়
সৃষ্টির ক্ষমাহীন
রক্ত জ্বলা শোনো. . .
তারাদের দীর্ঘ ব্যবধানে,
পাখীর পালকে বিদ্ধ
আলোর অমর শিকড়ে,
জন্মহীন মুক্তির বাতাসে
সূর্য্য ভেদ করে
দুর্দ্দান্ত আকাশে
গতিতে গতিতে

কবিতার রক্ত বন্যা শোনো. . .

ঈশ্বরের অগ্নি হ'তে শোনো. . .||

<u>বার্ণ</u>

৯.৬.৮০

বায়বীয় কবিতা

বায়বীয় কবিতা সব. . .

হৃদয় ধরেনা তারে

সূর্য্যের উজ্জ্বল প্রহরে

ভাঙা মাটি, খড়, ছাউনির বুকে

লাল খালি পথে

শৈশবের জ্বালা ধরে

শূন্যতার নিঃশব্দ শিকড়ে,

মনে পড়ে,

ব্যর্থতার বারতা আসে হাতের শিকলে,

পাখীর ডানার শব্দে ছায়ার আঁধারে

কত কোলাহলে

মুহূর্তের পরিচয় বুক বিদ্ধ করে!

ঘরের জানালায়

নিজের আশ্চর্য্য রঙে

ঘুরে ঘুরে আবর্তন করে

হাওয়ায়, বাতাসে,

গাছের পাতার নিঃছিদ্র ছায়ায়...........

শৈশব, আজ মনে পড়ে:

রঙিন পাখীর ডানা

আমার হাতের পালকে

সূর্য্যের গতির শব্দে

অজানা বিকেলে

মুক্ত হয়ে ওড়ে,

মহুয়া গাছের নীচে উজ্জ্বল হলুদ রেণুতে

প্রজাপতি পায়ে

নদী, জল, তারা,

অচেনা ফেনার শরীরে

বাষ্প হয়ে ওড়ে;

মুহূর্তের রক্ত বিন্দু আশ্চর্য্য প্রণয়ে

জলের কণার বুকে

ভেঙে ভেঙে

সাত রঙা আলো নিয়ে

চোখ ভরে নামে;

বায়বীয় কবিতা সব. . .

হৃদয়ের অছিদ্র বলয়ে

রক্ত হয়ে, তারা হয়ে, জল হয়ে

কল্পনার পাখী হয়ে,

নদী হয়ে,

নিয়মের বুক ঘুরে,

পাতা হয়ে,

হাওয়া হয়ে নামে||

বার্ণ

২৩.৭.৮০

আজ

মাছরঙা পাখী, ডানায় গভীর রঙ,

কৌতূহল কত!

গাছের গর্তের ভেতর চঞ্চু সঞ্চালন

নারকেল সুপুরির অদৃষ্ট নিয়ম

আকর্ষণ করেছিলো;

বেনেদের মেয়েটার সাথে

গাছের ভেতর জল দেখে

পাকা তাল শাঁসে

নিজের অস্থির হৃদয়

সমুদ্রে স্বাদ পেতে ছুটে ছিলো;

আজ,

বৃত্তের ভিতর বৃত্তে ঘুরে ঘুরে

দিনগুলো নামে

রক্তের জ্বলন্ত বলয়ে;

মনে পড়ে,

সুপুরির নীচে বেদনার দীর্ঘ হাত

উজ্জ্বল হলুদ পালকে

কঠিন ফলের বুকে

ছিঁড়ে খোঁজে স্বপ্ন রঙ,

বুকের ভিতর সুখে

অন্ধকার খুঁড়ে

ফুটোর ভিতর গড়ে রাত্রি

অলীক বিশ্বাসে;

আজ,

কত অবিশ্বাসে নিজের চোখের রঙ

পুড়ে যায় সূর্য্যের জ্বলন্ত উত্তাপে;

মনে পড়ে,

জীবিত মাছের চোখে বৃত্তাকারে

মৃত্যু ঘুরে বসেছিলো বুকে,

উজ্জ্বল ধারালো বঁটিতে

জলের প্রাণীর শরীরে রক্তপাত
কৌতুহলে
হাতের তালুতে
সূর্য্যের আলোর বক্ষে
ক্ষুধার আগুন জ্বলেছিলো কত!

আজ,
সমুদ্রের নোনা জলে
আকাশ গভীরে
পাখনায়, পাখনায়
নিয়মের নিদ্দৃষ্ট নৃত্যে
জন্ম মোর পান করে এই সৃষ্টি
অদৃশ্য চঞ্চুতে||

~~বার্ণ~~
২৪.৭.৮০

মাটি

ভুলিনি তোমায় মাটি

তোমার আকর্ষণে আজও হৃদয় **কাঁপে**

খোলামাঠে মেষপালকের সাথে

খেঁজুর বনের ভিতর

উত্তপ্ত বালুতে দু'হাতে স্বপ্নের বীজ

ছড়িয়ে মাটিতে

ভেঁড়ার গায়ের লোমে হাত পেতে

তোমার উত্তাপ

বক্ষজুড়ে নিয়েছি একদিন;

যেখানে পুষ্টীময়ী তোমার শরীরে

আমার রক্তের বীজ

গাছ হয়ে শাখায় শাখায়

ধরেছে আলোর বুক:

খেঁজুর গাছের নীচে

রক্তপাতে আহত আঙ্গুলে

সেখানে মুছেচি স্বপ্নের রঙ ঝোপের আড়ালে;

হে মাটি!

তোমার আশ্চর্য্য কপালে

সুন্দরী সিদুঁর স্বপ্ন আজও ওড়ে,

হাতের আঙ্গুলে হারিয়ে যায়

তোমার মুখের উজ্জ্বল আর্তনাদ;

দানবীর স্ফীত স্তনে

শিশুর মত ঈশ্বর শরীরে

দুগ্ধ পান করে দেখি

আজও রাত্রি

ঝুলনের দিনে মনে পড়ে................

তোমার আশ্চর্য্য মুখ গাছের আড়ালে তোলে.....

কুমোরের কল্পনার চোখ

স্ফীত হতে স্বপ্নের রঙিন পর্দায়;

স্ফীততর হয়ে ওঠে

হে মাটি!

তোমায় ভুলিনি আমি

তোমার বার্তায়

বুকে মোর স্বপ্ন যেন পাখী হয়ে

নেমে আসে

সূর্য্যের বাসায়।

~~বার্ণ~~

২৫.৭.৮০

কান্না আসে

কান্না আসে...

যন্ত্রণা তোমার বুকের আঁধারে

ফুলের পাপড়ির মত

নিয়মের রেনু সঞ্চালনে

বাতাসে বাতাসে

আলোর কণার বুকে

অশ্রু হয়ে আসে;

কান্না আসে. . .

রক্তের ভিতর গভীরে

ঈশ্বর, সূর্য্য অথবা সহস্র প্রাণীর শরীরে

আমার বুকের বীণা সুর খোঁজে. . .

অনন্ত পাখায় আকাশে

রাত হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছা করে

অদৃশ্য বাতাসে;

কান্না আসে, . . .

গভীর জলের ভিতর মুক্তোর উজ্জ্বল শরীরে

হৃদয়ের বাক্য সব ভেসে আসে

গলিত পাথরে;

পাখীর চঞ্চল দু’ পায়ে

সমুদ্রের আর্তনাদে

হৃদয় তোমার রক্তে জ্বালা আসে

রক্তের **পল্লবে**

নদী, তারা

তড়িৎ বিক্রমে

জন্মের কম্প ন আসে,

অসাড় শরীরে কান্না আসে;

সমুদ্র সফেন কান্নায়

গাঢ় বুদবুদে

উত্তাপে আগুনে নগ্ন হয়ে আসে;

হে কবি!

আমার শরীরে তোমার অঙ্গুলির স্প র্শ আসে;

ফুলের পেলব রেণুতে

রক্তের কাব্য খুঁজি,

অশ্রুর ভেতর অশ্রুতে

স্বপ্ন হয়ে নেমে আসি

জ্বলন্ত পাখায়;

মৌমাছির মত খুঁজি

প্রাণের বাসায়. . .

হৃদয় তোমার রক্তে,

নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আর্তনাদে

বক্ষ বক্ষে উড়ে যাই. . . .

হে কবি!

তোমার ভাষায়

অশ্রু আসে,

হৃদয়ের বন্ধ বুকে

কান্না আসে

অনন্ত পাখায়||

বার্ন

৩১.৭.৮০

সজনের ডালে রক্ত

রাতের তারার আঘাতে

হৃদয় তোমার রক্তপাত, আজ মনে পড়ে,

সমুদ্রের ধারে এক অচেনা গলিতে

সজনের ডালের গায়ে

রক্তবিন্দু চাঁদের আড়ালে

গলেছে অনেক রাত. . .

অন্ধকারে তীব্রস্বরে জানালার ওপাড়ে

সময় তোমার বক্ষ স্মৃতির পাখায়

আর্তনাদ করে গেছে,

পেঁচার মত নিশ্চিন্তে আঁড়ালে

রক্ত বয়ে নেমে গেছে রাত. . .

আজ, অন্ধকার, তোমায় মনে পড়ে|

দিবাহীন সমুদ্রের পাড়ে

বালুকার স্তরে

সূর্য্যক্ষয়ে তোমার আঘাত

খালি পায়ে গলির কাঁকড়ে

এসেছে বেদনা হয়ে. . .

প্রতিবেশী মানুষের উন্মাদ চীৎকারে

সজনের ডালে রক্ত বিন্দু বিন্দু ঝড়ে. . .

হে অন্ধকার!

নারকেল, সুপরির ডালে

উন্মুক্ত হাওয়ায়

রাতের তারার আঘাতে

সেই রক্তপাত

আজ মনে পড়ে,

হে রাত!

জানালার গরাদে আজ স্মৃতির প্রপাত;

শূন্যতার সমুদ্রের তলে

পেঁচার আওয়াজ

নিষ্ঠুর বয়স্ক চোখে রাতের উল্লাস,

তারাদের আবর্তনে

সমুদ্র ফেনার জলে

আমার নিঃশ্বাসে

বুদ্ বুদ্ হয়ে ঘোরে. . .

তোমার কঠিন আঘাত||

বার্ন

৪.৮.৮০

কাক

কাক দেখে একদিন কত উত্তেজনা !
রোদের আঙিনায়
. . . কা. . .কা . . .কা . . .

হৃদয়ের শূন্য খোলে
তীব্রস্বরে আজও বাজে;
অমোঘ নিয়মে

শৈশব আবর্তন করে কাক
বারবার ফিরে এসে
নিখুঁত চঞ্চুতে
শূন্যর ফাঁপা বুকে
নীল চোখে মৃত্যু খুঁজে ফেরে;

মনে পড়ে,
বাসনের তলায় ঠোঁটের আঘাতে
ছুটে গেছি বারান্দায়
ঝিয়েদের মেয়ে সেথা
কাঁসায় কাঁকড় ঘষে শব্দ করে . . .

ধাতুর উজ্জ্বল শক্তিতে

হাতে সূর্য্য নিয়ে ঘোরে. . .

আঙুলের তলায় রক্তে

বুকের উত্তাপে

কাক

কা . . . কা . . . কা. . . করে|

মনে পড়ে,

প্রতিবেশী ছেলেটার সাথে

ছাদের উপরে

রোদের উজ্জ্বল ফাঁপা বলের ভিতর

জাল নিয়ে খেলেছি কত!

কাকের ডানার ফাঁসে রক্তপাতে

নিষ্ঠুর চীৎকারে

সূর্য্যের বেদনা ধরে

হৃদয়ের অন্ধ অন্ধকারে

পাখনার ঝাপটে

মুক্তির নির্মম শব্দ

শুনেছি বুকের আকাশে;

মনে পড়ে.............

কাক

তোমার রক্তের আঙুরে

শব্দের শক্তি নিয়ে বয়ে গেছে কাল. . .

কা . . .কা . . .কা. . .করে

আজও যেন ছেলেটার সাথে

সূর্য্যের সোনালী স্বরে

রক্তের ঝাপটে

হাতে নিয়ে খেলনার জাল

কাকের পিছনে ছুটি. . .

কা. . .কা . . . কা. . . . ||

হৃদয়ে বিশ্বাস ছিলো

মাটিতে, পাতায়, ঈশ্বর

সমুদ্রের স্বাদ নিতে ঘুরেছি কত!

হৃদয়ে বিশ্বাস ছিলো

তাই দেবদারু তলে

নতজানু হয়ে তোমার কপালে

নিজের শক্তির মূর্ত্তি
অনন্ত সাহসে সংগ্রহ করেছি আমি. . .

পাখীর মৃত্যুতে কেঁদেছি কত!
পতঙ্গেঁর শীরে
অনু পরিমাণ আলোর শরীরে
অন্ধকারে ভেসেছি কত!
শরীরে, শরীরে কল্পনায় দগ্ধ হয়ে
সূর্য্যের উত্তাপে
বালক বক্ষে
মাটি, ঘ্রাণ নিয়েছি কত !

হৃদয়ে বিশ্বাস ছিলো
তাই
মাটিতে, কাঁকড়ে, পাথরের বুকে
নিজের পায়ের ছাপে
পর্দাপণ করে
মেপেছি শূন্যের রঙ

নিজের কপালে;
হাওয়ায়, আঁধারে,
ফুলের পাপড়িতে
ছাউনির নীচে

অন্ধকারে ঢুকে
বেড়ালের মত . . .
পাখীর মতন স্বপ্ন নিয়ে উড়ে গেছি,
ফেলে গেছি চাঁদের আড়ালে
জোৎস্নার আকণ্ঠ বিষ
শুভ্র শুদ্ধ অলীক পাথরে|

হৃদয়ে বিশ্বাস ছিলো
তাই
জেলেদের সাথে
মাটি, তোমার অন্ধকারে
সমুদ্রের জলে
মেপেছি জলের শক্তি,
মাছের পাখনায় রঙ নিয়ে
উড়ে গেছি
বালুচরে
পরিত্যক্ত হলুদ কাঁকড়ে||

বার্ন

৬.৮.৮০

খুঁজে পাইনা স্বপ্নের পালক

বক্ষে যত সারস্বত সত্য ছিলো
আজ প্রবঞ্চনা মনে হয়,
তোমার পায়ের নীচে
একদিন শিশুর মত হাত বাড়িয়ে
ছায়া ধরতে না পারার আক্ষেপ
আজ শূন্যতায় বেড়ে ওঠে,
বুকের কংকালে হাত দিয়ে
ধরতে পারিনা সমুদ্রের জল;

হে জীবন!
তোমায় ধরতে পারিনা,
কল্পনার জাল বক্ষতলে ডুবে যায়,
অপদার্থ শূন্যতার ভার
হাওয়ায় হাওয়ায়
        ভাঙা নৌকার নাঙরে
        কত দূর চলে যায়!

ধরতে পারিনা,
ধরতে পারিনা, তোমায়, অদৃশ্য ছায়ায়,
তোমার কপালে বৃশ্চিকের মত রাতে

আজ আমার বক্ষে সুন্দরীর প্রেমের বিড়ম্বনা. . .
কল্পনার অদৃশ্য জালে
আমিই আজ একটা মাছ হয়ে
ঘুরে ঘুরে তোমায় খুঁজি;
তুমি অন্ধকারে,
আমার ভিতর স্ফটিকের মত,
আমার প্রীয়তমা নারীর মত,
দৃষ্টির শূন্যতায় কোথায় হারিয়ে যাও?
হে জীবন!
তোমার সমুদ্রের জলে
বিষন্ন চাকার ঘূর্ণিতে
ফেনায় ফেনায়, মাছের পাখনায়
বুদ্‌বুদের মত ধরতে পারিনা
শূন্যতায় সাতরঙা বল. . .
হাওয়ায় হাওয়ায় আর্তনাদে
একদল পেনগুইনের মত
আলো আর অন্ধকারে
ভাঙা নৌকার বুকে
খুঁজে পাইনা
আমার স্বপ্নের পালক||

বার্ন

১৮.৮.৮০

পরিহাস

মাঝে মাঝে অন্ধকারে ঘুম থেকে উঠে
নিজেরই অজান্তে কাকে যেন পরিহাস করি,
ঘরের দেওয়ালে অবাস্তব চিত্রের মত
নিজের অবোধ্য যন্ত্রণা
আধখানা হয়ে ঝোলে. . .

বুকের পাঁজরে ব্যবহৃত অন্য আধখানা
কি ভীষণ ব্যথা দেয়!

মাঝে মাঝে অন্ধকারে
হাওয়ার ভিতরে
        শব্দ,বর্ণ খুঁজি. . .
   হয়তবা ঈশ্বর সেথা . . .
জানালার ওপাড়ে আকাশের দীর্ঘবুকে
        নীল নদী বয়ে
বিছানার শূন্যতায় সাঁতরিয়ে
        স্বপ্ন পাড় হয়. . .

     মাঝে মাঝে
কণিকার মত অসহায় এক অদৃশ্য বিন্দুতে

বন্ধ হয়ে আলো খুঁজি,
হাওয়া, জল অনুর ভিতর হাঁতরাই
বিধাতার নির্দিষ্ট নিয়মে
স্বপ্নের আকাশ. . .

নিজের চোখের জলে
জ্বালাময়ী শূন্যতার বুকে
মাঝে মাঝে
ফাঁপা বলের আঁধারে
চোখের তারায় ঘুরে. . .
ঘুম থেকে উঠে
জানালার কার্নিশে
পাখা মেলে শূন্যতার সাথে
দূর হতে
নিজের বুকের পাড়ে
জেগে আছে অজ্ঞাত সকাল. . .

অবাস্তব চিত্রের ভিতর
ভাঙা কাঁচের আড়ালে

নিজের আহত দেহে
চুঁয়ে চুঁয়ে নেমে গেছে
ঈশ্বরের নির্মম আঘাত. . .

“আমি আছি”

একি পরিহাস?

বার্ণ

১৯.৮.৮০

এস্কালেটার থামেনা কোথাও

ঘুম?

এত ঘুম নয়!

দোকানের সরঞ্জামে

ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ভিতর আলো নড়ে,

নিয়ন আলোয় চক্ষু স্থীর করে

আলোড়ন দেখি,

দু’পায়ে ভর দিয়ে পশুর মত কতলোক

দিক্ বিদিকে যায়. . .

হাতের চামড়ায় বহু বছরের পুরনো হাতিয়ার

লক্ষ্যভেদ করে:

দোকানের ভিতর স্নায়ুতে

লক্ষকোটি বছরের প্রাচীণ ফুসফুসে
বিদ্ধ জন্তুর বুকে বাষ্প সঞ্চালন হয়. . .

ঘুম?
এত ঘুম নয়!
এস্কালেটার দিয়ে উঠতে থাকি. . .
এক. . দুই. . .তিন. . চার. . .
থামেনা কোথাও. . .
নামতে থাকি. . .
এক. . দুই. . .তিন. . চার. . .
থামেনা কোথাও. .
হাওয়ায় হাওয়ায় যন্ত্রণা
বাষ্প হয়ে ওড়ে . . .
এরই মধ্যে
রক্তের মধ্য বিন্দু দিয়ে
পায়ের পেশীতে
সমুদ্র, আকাশে
উড়ে যায়. . . উড়ে যায়. . .;
ঘুম?
এত ঘুম নয়!
চোখের আড়ালে বস্তুর নিয়ম
হারিয়ে যায়. . .
ভস্ম হয়ে উড়ে যায়. . .

ব্রক্ষান্ডের জ্বলন্ত ইতিহাস

সুন্দরীর বুকের রঙীন পাখায়

ভালোবাসা নিয়ে যায়. . .

চূনী, পান্নায় সাজানো মাথায়

আকাশ তারার স্বপ্ন

দেখতে দেখতে হারিয়ে যায়. . .

বাষ্প হয়ে,

ঘূর্ণি হয়ে,

শূন্য হয়ে ঘুরে যায় . . .

এস্কালেটার থামেনা কোথাও ||

বার্ন

২০.৮.৮০

মুক্তির দীর্ঘব্যথা

ব্যথা আসে. . .

দীর্ঘ ব্যথা . . .

আকাশের বহুদূরে উড়ে উড়ে ব্যথা আসে

বেদনার শূন্যতায় গাঢ় হয়ে

ভারহীন বুকে,

সূর্য্যের অমর শরীরে ব্যথা আসে. . .

অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের মত তারাদের নীচে

আলোর মোহরে

পাখাটুকু দগ্ধ করে জোৎস্নার উত্তাপে

ব্যথা আসে. . .

. . . .শূন্যতার দীর্ঘব্যথা . . . .

আকাশ ভ্রমণ করে ফিরে আসে

কালের কংকালে

ছায়ায় ছায়ায়

রূপসী পাখীর চোখে

মুক্ত হয়ে উড়ে আসে . . .

অচেনা দৈব্যের হাতে

পুড়ে জ্বলে আসে . . .

আমার ব্যর্থ আবিষ্কারে

ব্যথা আসে. . .

গভীরে. . . .

রক্তে . . .

অন্ধকারে . . .

চোখের পাতায় . . .

শূন্যতা প্রাচীন হয়ে বেড়ে আসে, . . .

দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে হতে থামেনা কোথাও . . .

ব্রক্ষ্মান্ডের রঙ হাতের ভিতর ভস্ম হয়ে

কুন্ডুলী পাকায় . . .

তারপর চেতনার অক্ষয় অসীমে

কোথা ডুবে যায়!

ব্যথা আসে . . .

সমুদ্র পাড়ের শব্দে

ব্যথা আসে . . .

নিজের আবৃত কবিতার

শব্দের শূন্যতায়

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে

বুকের পাঁজরে

হৃদয়ের অসীম পাখায়

সীমাহীন সময়ের জ্বলন্ত শাখায়

উড়ে উড়ে

ব্যথা আসে . . .

ব্যথা আসে . . .

দীর্ঘ ব্যথা . . .

মুক্তির পাখায় ||

~~বার্ন~~

২১.৮.৮০

তুমি অনন্ত আঁধার

তোমায় দেখেছি মাটি. . .
শান্ত বনের ছায়ায়
দূরে
অজানার বক্ষতুলে পাখীর ডানায়
ধরতে দেখেছি খুলে,
সূর্য্যের প্রকাশ. . .
বনের ভিতর লুকোনো শাখায়
মৌমাছির মত ঘুরে জলের বিন্দুতে
বাষ্প হয়ে উড়তে দেখেছি আমি
তোমার বুকে
সূর্য্যের আদিম উত্তাপ. . .

হে মাটি!

অরণ্যের ভিতর ক্ষুদ্র জলাশয়ে
বকের মত সন্তপর্ণে পদার্পণ করে
তোমার পায়ের ছাপে
                বুকের কাদায়
                দেখেছি আমি সূর্য্যের আঁধার . . .
অচেনা স্বপ্নের মত
        তোমায় দেখেছি আমি,
রুপোর চাকায় ঘুরে দিন আর রাত
কাঁকড়, বালির ভিতর রেখে গেছে দাগ . . .
ভূমির ভিতর গর্ত্তে
     ব্রহ্মান্ডের আবর্তনে
        তোমার উত্তাপে
        গাছের শিকড়ে, প্রাণে, জ্বলন্ত শাখায়
        সূর্য্য, সময়, শক্তি
         আমার আড়ষ্ট চোখে স্বপ্ন আনে,
        বেদনার অন্দকারে বক হয়ে
        চঞ্চু মোর কাদায় কাদায়
          ব্রহ্মান্ডের তলদেশে সীমা খোঁজে আজ|
হে মাটি!
সূর্য্য হতে. . .
জল হতে. . .
        বকের চঞ্চুতে . . .
        অরণ্য ছায়ায় . . .

তোমায় দেখেছি আমি

জলাশয়ে বিন্দু বিন্দু হয়ে . . .

কাঁকড় বালির ভিতর

ডুবে যেতে

তুমি অনন্ত আঁধার||

বার্ন

২৬.৮.৮০

মূর্ত্তি

অন্ধকারে তোমায় দেখেছি মূর্ত্তি . . .

জানালার পাশে উজ্জ্বল প্রভাতে

তোমায় হাতের কঙ্কনে

শুনেছি তুমি এসেছো হেথায়;

শিশুর মতন শুয়ে

মিটমিটে চোখে

তোমার পায়ের শব্দে ভয়ে পেয়ে

নিজের ছোট্ট অহংকারে

বিছানায় মুখ গুঁজে
কেঁদেছি অগাধ. . .
তোমায় দেখেছি মূর্ত্তি . . .
তোমার হাতের বালায়
ঘুরে ঘুরে খেলেছি রাত্রি,
তোমার ঘোমটার অগাধ হাওয়ায়
শূন্যতায় ল্যাজ নেড়ে
রঙীন মাছের মত আমার বাল্যকাল
স্বপ্নের জারে / জালে
কল্পনার মোহ নিয়ে ঘুরেছে বারবার. . .

তোমায় দেখেছি মূর্ত্তি . . .
হৃদয়ের কাছে
বহুকাছে. . .
তোমার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে
জানালা খুলে দেখেছি তোমায় . . .
আমার বিছানায়
একফালি রোদের ভিতর অদৃশ্য ছায়ায়
স্বপ্ন মোর ছিন্ন ক'রে রক্ত বেদনায়
সূর্য্য হ'তে দেখেছি তোমায়. . .
অবাধ্য শিশুর মত
উপেক্ষা কওে তোমার অদৃষ্ট আঘাত
অন্ধকার বিছানায় মুখ গুঁজে

অরতে চেয়েছি আমি
সমুদ্রেও বুকে জ্বলন্ত প্রভাত |

হে মূর্ত্তি !
তোমার পায়ে অগ্নোৎপাতে আকাশ প্রখর,
তোমার ছায়ার নগ্ন অন্ধকারে
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস,
তোমার রক্তে, পেশীতে আমার জন্মের উল্কাপাত
বক্ষভেদ করে
কাছে আসে . . .
হৃদয়ের বহুকাছে . . .
জানালার পাশে উজ্জ্বল প্রভাতে
ভয়ার্ত শিশুর মত
চোখে আসে তোমার আঘাত||

বার্ন

২৭.৮.৮০

হৃদয়ের অগ্নিকান্ডে এসেছে সময়

হে মনূষ্যজাতি!
প্রবঞ্চনা নয় ;
হৃদয়ের অগ্নিকান্ডে এসেছে সময় ;
উজ্জ্বল জ্বলন্ত প্রাণে পাহাড়ে, আকাশে
ছিন্ন ভিন্ন মেঘের আড়ালে
সূর্য্য রশ্মি বয় ;
রঙের সুন্দর বাহারে
মুহুর্তে মর্ম্মর মূর্ত্তির কপালে
কল্পনার টিপ হয়ে
জেগে ওঠে সমুদ্র, সময়;

হে মনূষ্যজাতি!
আমার হৃদয়ে গভীর আঘাত
পাথরের মত পাহাড়ে পাহাড়ে উত্থিত,
বেদনার আলোর সঞ্চারে
অন্ধকার সমুদ্র শরীরে
স্ফুলিঙ্গেঁর ঝর্ণা নিয়ে বয়;
কল্পনার দীর্ঘতরু সূর্য্যের শক্তিতে
মাটির গভীরে
মুক্তির দুর্জয় গতিতে

সমুদ্রের, শব্দে, প্রাণে উথাল পাথাল!

হে মনূষ্যজাতি!

আমার পাখনায় পাখনায়

রাতের রঙিন রশ্মিতে

গোলারকার সূর্য্যের শরীরে

নীলের সৃষ্টিতে

বাতাসে বাতাসে

অনন্তের ধ্বনী হয়ে বয়;

হে মনূষ্যজাতি!

প্রবঞ্চনা নয় ;

হৃদয়ের অগ্নিকান্ডে এসেছে সময় ||

বার্ন

১০.৬.৮০

সমুদ্র চঞ্চল

তোমাদের জন্য আমি সমুদ্রের কাছে করেছি প্রার্থনা . . .
সূর্য্যোদয় হতে সন্ধ্যার বাতাসে মুক্তির অলীক গন্ধ
মুখরিত পাখীদের পথে
আমার তোমার বুকে বার্তা আনে:
সমুদ্র চঞ্চল|
তোমাদের হয়ে আমি সমুদ্রের কাছে . . .
রাতের অসংখ্য শিখায় নক্ষত্র শরীরে
সমুদ্রের শান্তিতে দগ্ধ হ'তে দেখি,
তোমার আমার বুকে মুক্তিহীন বাতাস
রাতের আঁধারে
সমুদ্রের বক্ষতলে প্রাণ খোঁজে. . .প্রাণ খোঁজে . . . প্রাণ খোঁজে . . .
একি!
তোমাদের হয়ে আমি চঞ্চল সমুদ্র শীরায়
মুক্তির ফেনার শব্দে গাঢ় রাত মুছে যেতে দেখি ;
আমার তোমার বুকে উ রক্তে সূর্য্যোদয়
আজ নয়, কাল নয় . . .নিশ্চয়ই ভবিষ্যত মুক্ত করে
আমাদেও বলে যাবে
আমরা অজয় অমর অক্ষত শাশ্বত স্বাধীন!

তোমাদের হয়ে আমি সমুদ্রের বুকে শুনি রাত্রি দিন

মুহুর্ত্তেও আর্তনাদ, কোলাহল,

নিশ্চল নিথর পাথর ভেঙ্গেঁ

যেখানে পৃথিবীর উর্ব্যর মৃত্তিকা স্বাধীন

সেখানে তোমার, আমার হাতের কব্জায়

শক্তিতে আছে: আমরা নই পরাধীন|

ট্রনটেম

২৮.৭.৭৯

রবিবার

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে . . .

নিস্তব্ধ ঘোলাটে সকাল!

সমুদ্র হারিয়ে গিয়েছে চোখে

শুধু এক ঘরছাড়া পাখী

নিশ্চল জঙ্গঁলের উপর আকাশের হীম শীতে

উড়ে উড়ে বলে : আজ রবিবার |

দূরে এক বন্ধ কক্ষে দেখি চলাফেরা

হয়ত মানবী কোন;

জানালার এপাড়ে নিশুথী সময় বুকে

কোন এক মাতা
হয়ত সমুদ্র হবে!!

রাস্তায় জল দেখি;
সমুদ্রে পোকার মত
কতগুলো এ পাড়ার গাড়ী
বরফেতে শুয়ে থাকে
এরই মধ্যে দু'একটা লোক
মাথা নেড়ে চলে
অবিশ্বাস্য ঘটনার মত|
আজ রবিবার:
এখনও ভাঙেনি ঘুম
মানুষেরা স্বপ্ন দেখে
বিছানার কোমল গরমে
সমুদ্রের শব্দ শোনে
পরিচিত মানুষের বুকে
মুখ পেতে গল্প বলে:
হয় প্রেম, হয় শিশু,
না হয় শৈশব, বার্দ্ধক্য, যৌবন -
সময় ঘড়ির কাঁটায় গলে স্মৃতির শয্যায়|
এমনি শীতে হীম
বৃষ্টি ভেজা ঘোলাটে সকালে
সমুদ্রের পাশে

আকাশ উলঙ্গঁ দেখি, . . .

সূর্য্যে ডোবে আমার পরিধি|

মানব মানবী

বন্ধ কক্ষে শয্যার ভিতর

স্বপ্ন দেখে, গল্প বলে,

হৃদয়ের আবর্তনে নীল হয়ে গলে. . .

আজ রবিবার ||

~~ট্রেনঢেম~~

২.২.৭৫

মৃত যীশু

শহর চত্বরে

বারংবার চোখেপড়ে

নিশ্চল মৃত যীশু . . .ক্রুশবিদ্ধ,

কাঠামোর উপরে. . .

উন্মুক্ত আকাশ পাহাড় তুষার ঘিরে

উজ্জ্বল আলোর কণা বুকে ধরে. . .

রঙ দিয়ে আঁকা রক্তে

ঈশ্বরের এই বিবরণ

সংবেদনশীল শরীরে জিজ্ঞাসা জাগায়:

ঈশ্বর কোথায়?

রাস্তার পাথরে,

পায়ের তালুতে,

রোদের উত্তাপে,ঘামে, চলার গতিতে,

হাওয়ার চাকায়

পিছিয়ে যায় ইতিহাস. . .

চমৎকার দৃশ্যের পর দৃশ্যে

হাত দিয়ে ধরতে পারিনা

পাথর, আকাশ, আলোয় এই বিবৃত বিশাল;

তাই ভাল লাগে

আনাচে কানাচে আলোর কণার

আঙ্গুলি পরিমাণ আলপনার ভিতর

অনন্তেও অদৃশ্য পাখনায়;

ভাল লাগে

পাথরে সাজানো ফুটোর ভিতর

রঙিন কাঁচে জোড়া ছবি হয়ে

দেওয়ালেতে সূর্য্য স্প র্শ করে

বসে আলোচনা. . .

তার মুখোমুখি

পাহাড়, আকাশ, এই উত্তেজনা|

বিশ্বাস করিনা কিছু
তবু
ভালোবাসি পরিত্যক্ত গলিতে গলিতে
রঙিন পুতুলের সাথে
নিজের ব্যবধান
দেওয়ালে দেওয়ালে
প্রাচীন ইতিহাসে
চিহ্ন দিয়ে জুড়ে
নিজের অবোধ্য অভিমানে
ধরে রাখতে ঈশ্বরের মাঝে||

বার্ন
১৩.৪.৮০

অন্ধকার

অন্ধকার! অন্ধকার!
তোমায় ধরতে চাই
এই ফুটোর ভিতর,
এই রক্তের জীবাণুর ভিতর
তোমার নিষ্পন্দ হাত ধরতে চাই;

এই অত্যাচারের মাঝে,

এই নগ্ন সমুদ্রের বুকে,

        তোমার জীর্ণ হাত,

        তোমার শুষ্ক নাভী,

        তোমার উজ্জ্বল প্রখর চোখ,

        সমুদ্র ফেণার উপর ধরতে চাই,

হে অন্ধকার!

আমার ভিতর গর্জন করে বলতে চাই:

তোমার সমুদ্রে যারা অনাহারে মৃত

তাদের বুকের কংকালে

জন্মদাতা জননীর বক্ষভেদ করে

                রক্ত হতে আসুক আলোক|

অন্ধকার! অন্ধকার!

ছিন্ন করো রাত,

বায়ুর ভিতর প্রাণে স্বপ্ন আলো

                        অমর অসাধ;

স্তব্ধ করো ! স্তব্ধ করো !

জন্ম হ'তে এই খাদের ভিতর

সমুদ্র জলের প্রপাত|

পথের জঞ্জালে . . .

পাখনা নিয়ে মাছি হয়ে যারা ঘোরে,

তোমার জ্বলন্ত বুদ্‌বুদে

এই প্রাণ দগ্ধ করো. . . দগ্ধ করো. . .

সময়ের সহস্র লাভায়

মুক্ত করো . . .

জীর্ণ হাতের পাঁজরায়

সূর্য্যের বল দিয়ে খেলা করো

হে অন্ধকার!

ছড়িয়ে দাও, ছড়িয়ে দাও

আলোর নিঃশব্দ সংগীতে

তোমার আকাশ|

হে অন্ধকার!

যন্ত্রণায় চোখে যাদের বুকের স্বপ্ন

রক্তপাতে ঝড়ে. . .

যাদের কণ্ঠের কংকালে

আমার কাব্যের শব্দ লুপ্ত

হয়ে যায়,

যাদের নির্মম আঘাতে

আমার বুকের পাঁজরায়

সমুদ্র শব্দ হয়ে আসে,

তাদের সম্মুখে

দেখিয়ো না, দেখিয়ো না . . .

তোমার নাভীর

এই নগ্ন ক্ষুধার আঁধার।

জন্মের কারাগারে যারা

কংকালের মত করে যে চীৎকার

রাস্তার ফুটপাথে

তাদের বুকের উপর হেঁটোনা, হেঁটোনা . . .

তাদের স্বপ্নের ফুলে

দিয়োনা, দিয়োনা এমন বিষাক্ত বাতাস।

যাদের জন্ম মাটির উপর

পাখনা নিয়ে পতঙ্গের মত ওড়ে,

তাদের কপালে তোমার অদৃশ্য হাতে

ছিঁড়োনা . . . ছিঁড়োনা . . .

পাখনায় যেটুকু রয়েছে স্বপ্ন

. . . বন্ধ ক'রো না এই অনন্ত আকাশ . . .।

যে মাটি সূর্য্য হ'তে নামে,

যার বুকে শব্দ হয়ে অন্ধকারে

হৃদয় আমার জ্বলজ্বল করে,

সেই মাটির উপরে

প্রাণের জীর্ণ চামড়ায়

চন্দনের রঙ দিয়ে

যে চোখের পালকে

সূর্য্য তার রেখা আঁকে

অনন্ত আলোকে

হে অন্ধকার!

শব্দ হতে,

শূন্য হতে,

ফিরিয়ে দিয়োনা তারে . . .

আমার বুকে আসুক তাদের

স্বপ্নের বাতাস||

বার্ন

৭.৯.৮০

এসো বন্ধু

এসো বন্ধু!

আলো থেকে ওঠো . . .

এসো, এই স্বপ্ন হতে দূরে সূর্য্যের শরীরে

তোমায় বহন করি

আমার রক্তের গভীরে|

এসো বন্ধু !

সমুদ্র, সময় সাথে এশাকার হয়ে,

রশ্মির ভিতর রঙে, অলংকার পায়ে,

মুক্ত হতে, মর্ম্মর পর্ব্বতে

জোৎস্নায় ধুয়ে, এসো,

আমার পবিত্র সংগীতে|

এসো বন্ধু !

শক্তি হ'তে এসো,

শব্দ হ'তে এসো,

শূন্য হ'তে পাখনা নিয়ে

আলোর গতিতে

ফুলের পাপড়িতে কল্পনার রঙ বয়ে

মাটির ভিতর উদ্ভিদের কান্ড হ'তে এসো;

এসো, সূর্য্য হ'তে এসো,

বায়ুর ভিতর বন্ধনে

পরমাণু গায়ে আলোর সহস্র শাখায়

জড়ায়ে জড়ায়ে

এসো রক্ত হতে,

শব্দ হতে,

দেবদেবী হয়ে . . .

আমার চোখের তারায়

নিয়মের নির্মম আঁধারে ভেঙে

নক্ষত্রের বক্ষ হতে এসো||

বার্ন

৯.৯.৮০

বাবু পয়সা দেবে?

ভিখারী বলেছে :

বাবু পয়সা দেবে?

শব্দের কান্নায় হৃদয় গিয়েছে গলে

নিজের চোখের আড়ালে

ব্যর্থ পঙ্গু হাতে মুছে নোনা জল

ভিখারীর হাতের তালুতে

নিজের অদৃশ্য হাত কেঁপে কেঁপে

খুঁজে যায় বল;

পায়ের পেশীতে মৃত্তিকার অগ্নি ওঠে

সূর্য্য কথা কয় . . .

রাত্রি হতে সকালের রঙ রক্তময় . . .

বেদনার বিভীষিকা ঘাড়ে

সূর্য্য হতে নক্ষত্রের তীরে

মানুষের এই পাপ আজও কেন বয়?

ভিখারী বলেছে :

বাবু পয়সা দেবে?

আমার হাতের তলায়

ছায়ার মত দাঁড়ায়ে আড়ালে

তোমার নিষ্প ন্দ চোখে

বেদনার অন্ধকারে দূরে . . . বহুদূরে . . .

নিশ্চিদ্র সময়ে

রক্ত হতে, সূর্য্য হতে

হৃদয়েতে প্রতিধ্বনী হয় . . . ।

ভিখারী বলেছে :

বাবু পয়সা দেবে?

নির্মম হৃদয়ে

ব্যর্থ করেছি যারে

দিন হ'তে দিনান্তরে

সময় বুদ্‌বুদে হয়ে

সে যে ঘুরেছে মোরে,

সূর্য্য হ'তে নক্ষত্রের তীরে

উল্কা হয়ে জ্বলে গেছে

আমার গভীওে।

বার্ন

৯.৯.৮০

একমুঠি দান

প্রতিদিন দরজায় কড়া নেড়ে
চেয়ে গেছো একমুঠি দান,
আমার হাতের মুঠোয়ে তোমার জন্য
এনেছি ভালবাসা
করেছি প্রমাণ
আমার রক্তে রয়েছো তুমি
সমান, সমান . . .
তোমার শুষ্ক চোখে
অশ্রুপাতে ঝড়ে গেছে
অনন্তের গান|

হে প্রাণ!
তোমার ঐ রক্তহীন চোখের সম্মুখে
আমি দাঁড়ায়ে ওয়েছি আজো,
নগ্ন গায়ে শিশুর মত
চন্দনের টিপ হাতে
ভালবাসা বুকে নিয়ে
জড়াতে চেয়েছি তোমায়|

প্রতিদিন দরজায় কড়া নেড়ে

ক্ষুধা পেটে অগ্নি হতে এসেছো আমার সম্মুখে
শুনায়েছো অন্তর দগ্ধ করা গান;
দূর্ব্বল শরীওে তোমার দেখিয়াছো
আমার নির্মম শক্তির প্রমাণ. . . .
ক্ষতের ভিতর পুঁজ হয়ে তাই ঝড়ে
আজ মনুষ্য সম্মান|

হে প্রাণ!
আমার এই একমুঠি দান,
শিশুর মত হাতে নিয়ে আজও ঘুরি,
তোমার বুকের সম্মুখে
আজোও মোর কলঙ্কিত হাতে অশ্রু ধরি,
তোমার জ্বালায় রক্তের পাখনায়
ধ্বনী হয়ে, শব্দ হয়ে উড়ি;

এই মনূষ্য জাতির সম্মান
বল হয়ে, বজ্র হয়ে, বায়ুর গতিতে,
আমার পায়ের তলায়
মৃত্তিকা হতে উত্থিত শক্তিতে
দিক তোমার রক্তহীন চোখে
এই সূর্য্যের প্রমাণ||

বার্ন

১০.৯.৮০

চাষী, শ্রমিক ভাই

এসো চাষী, আমার ভাই
এসো শ্রমিক, আমার ভাই
এসো তোমাদের কাঁধের লাঙলে
এই উব্বর মাটির বুকে
প্রাণের স্বাধীন বীজ বুনি,
এসো, তোমাদের খালি হাতের শক্তিতে
সভ্যতার নতুন তোড়ন গড়ি;

উত্তপ্ত লোহার মতন যে যন্ত্রণা
প্রতিদিন শরীরে বয়ে নামে
সেই যন্ত্রণার গলিত ধাতুতে
বারুদের মত
            এসো
                বিস্ফোরণ করি|

এসো চাষী, আমার ভাই
এসো শ্রমিক, আমার ভাই
দরজায় দরজায় নগ্ন নির্জ্জন নিষ্ঠুর অনাহার
বুকে তুলে
এসো

হাত দিয়ে আকাশ খুলে দেখি
আমার তোমার বুকে দোলে
রক্তের রঙে
        সূর্য্যের স্বাধীন আলোর
                রঙিন অলঙ্কার|
এসো চাষী, আমার ভাই
এসো শ্রমিক, আমার ভাই
এসো, সভ্যতার বুকে দাঁড়িয়ে
সমুদ্রের শব্দ শুনি:
পাথরের বুকে ভেঙে
জলের আঘাত
সফেন ফেণার গর্জনে ধুয়ে দেয় রাত,
নক্ষত্র নিয়মে

বুকে আনে বাক্যহীন উজ্জ্বল উত্তাপ|
এসো,তোমার আমার হাতের
সুপ্ত অন্ধকার
রক্ত দিয়ে মুছে তুলি,
ফিরিয়ে দিই, ফিরিয়ে দিই
                সভ্যতার নিষ্ঠুর আঘাত|

এসো বন্ধু!
তোমার আমার ঘরের দরজায়

প্রহরীর মত যে অত্যাচার
ক্ষুধা আর রোগে
উত্তপ্ত বালুর মত গায়ে জ্বলে,
যে অন্ধকার তারাদের বিস্ফরোণে
শৈশবের স্মৃতি হতে গুঁড়ি গুঁড়ি ওড়ে,
যে রাতের কংকালে
কল্পনার স্রোতে ভেসে আসে,
এসো এই কালের দরজায়
সূর্য্যের শক্তি দিয়ে গড়ে তুলি
স্বর্ণমূর্ত্তি তোমার সত্ত্বায়॥

বার্ন
২০.৪.৮০

কলকাতা

কলকাতা ! আমার কংকালসার কলকাতা!
রাতের তারা নিভে যায়,
আকাশ মৃত্যুর মত জড়িয়ে ধরে,

এর মধ্যে সূর্য্য কেন নিয়তির মত স্থীর ?
এর মধ্যে জননীর বুকে কেন
        শিশুর রক্তাক্ত ক্ষুধার আগুন
বজ্র হয়ে জ্বলে নাকো,
আনেনা হৃদয়ে, বুকে, ব্যাকুল জিজ্ঞাসা,
                        স্বাধীন অস্থীর ?

কলকাতা ! কলকাতা !
দেখো, দেখো ঐ জননীর বুকে
একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত জুড়ে
        মনুষ্যের শব্দ ভাসে হৃদয় আগুনে,
        দুর্ভিক্ষে, অনাহারে
        ক্ষুধার উত্তাপে
        মাটি থেকে শক্তি ওঠে,
        মেঘে জমে বৈশাখ আকাশে
        বিদ্যুৎ শাসনে,
                সমুদ্রের স্বরে অমর বাতাসে
                        বিদ্রোহ সংগীতে|
হে কলকাতা !
        পূজোর উৎসবে যে বাদ্য বাজে
        যে দেবীর মূর্ত্তির সম্মুখে
        নতজানু হয়ে পুষ্পে র ভিতর তোমার প্রার্থনা
                একই শব্দ বলে বহুকাল . . .

এসো আজ সেই মূর্ত্তির ভিতর
দশভূজা হয়ে
স্বর্গ হতে জানাই তোমার বুকে
মানুষের পবিত্র প্রকাশ,
বাদ্যের ভিতর বাদ্যে
বজ্র হয়ে এসো
শোনো, শোনো
সূর্য্যের জ্বলন্ত শব্দে
কথা বলে
ঈশ্বর , আকাশ . . .

হে কলকাতা !
তোমার বুকে বন্দী মানবতা,
শৃঙ্খলে, শৃঙ্খলে, রক্তের উত্তাপে, শোকে,
তোমার জীর্ণ চামড়ায়
যে মানুষ বোবা, মূর্খ, মৃত মুখে
চীৎকার করে শোনায় খাদ্যের অভাব,
যে মানুষ যন্ত্রণায় চোখ তুলে
তোমার বুকে বারংবার অশ্রুপাত করে
কলকাতা !
শোনো, শোনো
সে মানুষ আজ সূর্য্য হতে ওঠে,
ভবিষ্যত হতে ছোঁয়

তোমার জ্বল জ্বলে রক্তাক্ত কপালে,
আবর্জনা, অন্ধকারে, বিষাক্ত বাষ্পে র ভিতওে
গঙ্গাঁর জলের ওপাড়ে
দেখে তার জ্যোতির্ম্ময় রাত||

বার্ন

১১.৯.৮০

(কলকাতা’৭৭)

হরিবোল

সামনেই চোখে পড়ে
ধ্যাপসা, পচা, দুর্গন্ধের শহরে
যাত্রাগানে, সিনেমা পোস্টারে
নোংরা গায়ে এক গাদা মেয়ে
অশ্লীল ভঙ্গীতে আমায় ভ্যাংচায়;
ছোট্ট হাতে শিশু চায়:
        বাবু পয়সা দেবে ?
        বাবু পয়সা দেবে ?

চোখে তার মাছি হয়ে রক্ত পায়ে

জন্মহতে

ক্ষুধা সব উড়ে আসে,

ফুটপাতে বিছানায়

কান্না তার জমে যায়,

তারা সব ঘুরে যায়,

বুক তার পিষে যায়

অন্ধকার শীতল চাকায় ;

কেউ রিক্সা টানে, কেউ ভিক্ষা করে,

কেউ আবর্জনা থেকে কাগজ কুড়ায়,

কেউ পোড়া কয়লায় খাদ্য খোঁজে . . .

ট্রামে, বাসে ঝনঝনে শব্দের চাকায়

নাড়ীর বেদনায় রক্ত তার ক্ষুধা হয়ে গলে যায়

চাঁদখানা ঝলসিয়ে নেমে আসে তাদের মাথায়;

মাঝে মাঝে দমকল কোথা ছোটে,

হয়তবা বাস্তবের বক্ষ পোড়ে!

শহরের অগ্নিকান্ডে রাতের বাতাসে

নক্ষত্রের তীরে

ধোঁয়া হয়ে, চাঁদ হয়ে দুঃস্বপ্নের পাড়ে

রাত্রি হতে মৃত্যু নামে

শিশুর শীতল কাঁথায়;

উত্তেজনা সর্ব্বদাই

চারদিকে অন্ধকারে ঘড় ঘড় করে. . .

ঠ্যালার গাড়ীতে ঘাড় পেতে

সারারাত ধওে একদল মুটে

ছোটে . . . ছোটে . . . ছোটে . . .

অন্যদিকে

চীৎকারে, উল্লাসে, মারোয়াড়ী ছেলে

মদের আমোদে গল্প বলে . . .

গল্প বলে . . .

নোংরা ন্যাংটো মেয়ে চোখে তার

অন্ধকারে গলে . . .

কোথাও ছাউনির নীচে

পান, বিড়ি, সিগারেটের খোলে

ডাবওলা ঝিমায় রাতের বাতাসে,

দারোয়ান খিস্তি করে:

মদ্যপান করে

লোক ছোটে . . . শব ছোটে . .

রাত্রি চিঁড়ে শব্দ করে -

        বলে হরিবোল . . .

                হরিবোল|

                        কলকাতা ৩/১/৭৭

                        বার্ন ১২/৯/৮০

ছোট্ট নদী, শান্তি চায়

আমি কাঁদি,

শোনেনা তো কেউ;

পাতায়,পাতায়,সূর্য্য ছায়ায় অরণ্যের চোখে

ছোট্ট নদী বয়ে যায়

        কলধ্বনী ক'রে দুঃখ মোর নিয়ে যায় . . .

শোনেনা তো' কেউ !

বন্ধু, তোমায় খুঁজেছি হেথা

অরণ্যের বুকে দূরে . . . দূরে . . .বহুদূরে . . .

আমারই সম্মুখে

মর্ম্মর পাথরে

তোমার পায়ের ছাঁচে

পেশীর আঘাতে

ভয়ার্ত ক্রন্দনে করেছি চীৎকার

সূর্য্য হতে চিড়ে গেছি

শব্দ হতে শূন্যের পাখনায়

দুঃখ নিয়ে উড়ে গেছি

শান্তি নিয়ে চলে গেছি পাতায় পাতায়।

নিঃশব্দ হাওয়ার ক্রন্দন

স্প র্শ ক'রে জ্বলন্ত আকাশ

হৃদয়ের অন্ধকারে এই শব্দে

নোনা জলে, রক্তের বিস্বাদে

হাতের মুঠোয় ধরে জন্মান্তের স্বাদ

রাত্রি হতে ডুবে গেছে

ভুলে গেছে

পর্ব্বত মাথায় অগ্ন্যুৎপাতে

গলে নামে রাশ;

জানালার পাশের গলিতে

মোটরের শব্দ হয় . . .

নির্জ্জনতা বেড়ে যায় . . .

বেশ্যা শরীর খুলে দেখায় আমায়,

সময়ের কাঁটায়
চুপ করে এসে বসে পায়রার মতন গলায়
অন্ধকার
রুপসীরে ডেকে যায়
কার্ণিশের ফাঁকে পাখার ঝাপটে
মৈথুনের তাতে
রক্ত হতে ঝড়ে যায়
শূন্যের আঘাত|

বন্ধু, তোমার মর্ম্মর মূর্ত্তির বুকে
স্মৃতি মোর ভালবাসা চায়,
রক্তের প্রসন্ন স্রোতে
স্নিগ্ধ হয়ে তোমার চোখের তারায়
সবুজ অরণ্য জুড়ে ছোট্ট নদী
বুকে মোর ঝর্ণার পাখায়
পাখী হয়ে উড়ে আসে
সবুজ শাখায়,
বুক পেতে নগ্ন দেহে তোমার আত্মায়
শান্তি চায়, শান্তি চায় ||

বার্ন
১৩.৯.৮০

মাতৃমূর্ত্তি

তোমার কথা মনে পড়লেই
সূর্য্য, দিন, সময়, সংসার
আরক্ত হয়ে ওঠে . . .
শব্দের বেদনায়
হাতের ভিতর কল্পনার রঙ ধুয়ে
রক্ত হতে বন্ধ জল নামে . . .
বক্ষে মোর নৃত্য হয় . . .
কবিতা জন্মায় . . .
সমুদ্র, তারায়, চঞ্চল রাত্রির শিরায়
জন্ম মোর স্মৃতির পিপাসায়
অগ্নি হয়ে ওঠে;

কোথাও হারায়নি আমি,
বাল্যকাল হতে যে স্মৃতি ছুঁয়েছে কপাল
যে হাত কোলে করে দিয়েছে রক্ত হৃদয়ের
অন্তর্গত ক্ষতে,
যে নারী আমার শিয়রে
দাড়িয়ে থেকেছে চিরকাল,
যার প্রতীক্ষায় রুগ্নদেহে আকাশ দরজায়
তারা বাজী কওে চলে গেছে রাত

সেই হাত ধরে দূর্যোগের অন্ধকারে

অক্ষরে, অক্ষরে, সমুদ্র স্বাক্ষরে

নিশ্চিন্তে করেছি পাঠ . . .

সন্ধীহীন অনন্তের তাসে খেলাঘরে ভেঙে গেছি

জ্বলে গেছি অনন্ত বাতাসে|

তারাদের উজ্জ্বল প্রপাতে স্নিগ্ধ হয়ে যার মুখ

ভস্ম করে রাত

দেখিয়েছে স্বপ্নের পরাপারে মাতৃমূর্ত্তি

অক্ষয়, অব্যয়, অপার

আমার ভিতর কবিতা হয়ে

শব্দহীন অশ্রুর অক্ষরে

দেখি

বেদনার স্ফুলিঙ্গেঁ তার অমর বাহার||

বার্ন

১৫/৯/৮০

(ট্রেনটেম ২৩/১/৭৭)

পাখী

বিষন্ন হৃদয় খোঁজে শব্দের আশ্রয়,
সমুদ্রের ঢেউ থেকে স্মৃতির পাহাড়ে
ফেণার মতন স্বচ্ছ সরল বুদ্ বুদে্ রক্তের বাহার
জ্বলে আর নেভে. . .
শব্দ যেন বুক ফেটে আসে,
ফিরে যায়|
জলের নোনতা স্বাদে
জিভে খুঁজি নিজ রক্তে সমুদ্রের পরিচয়|

হৃদঢ শুনতে চায়
জীবন মৃত্যুর সত্য,
অহঃরহ নিঃসঙ্গ কপালে
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকের বিপুল চত্বরে
প্রতিদিন বেড়ে উঠি,
শব্দে, শূন্যে, সংশয়ে, স্বপ্নে
ধীরে ধীরে পাথরের মত থেমে আসি
বুকের গহ্বরে;
রক্তের অক্ষরে যে চিঠি লিখেছি আঁধারে
গড়তে/ পড়তে পারিনা আজ,
ভুলে যাই রক্ত তার দেনা মোর বিকিয়েছে

নিজের স্বাক্ষরে|

আমি মৃত্যু শুনি, জন্ম শুনি,
জ্বলন্ত আগুনে
শব্দের কড়কড়ে ধ্বনী নিয়ে
পুড়ে যায, জ্বলে যায়,
অন্ধকারে সাদা হয়ে উড়ে যায়
          পাখী!
মোর মুক্তি তোমার পাখায়|
স্মৃতির কাগজে মোর ব্যক্তিত্বের নিষ্ঠুর খবর
কালো ফটো হয়ে উঠে যায়;

হে পাখী!
সমুদ্র পাড়ে তোমার পিপাসা নিয়ে
সাদা কালো রঙের ছায়ায়
অন্ধ হয়ে ফিরে যায় আমার জীবন;
আমি বেঁচে আছি
এই চিহ্ন ধুয়ে ধুয়ে
বালি হয়ে চলে যায়
দূর হতে দূরান্তরে
অনন্তেরে ছুঁয়ে যায় আমার মাথায়||

~~ট্রেনচেম ১৯.৩.৭৭~~

বার্ন ১৬.৯.৮০

খুঁজেছি আকাশ

সমুদ্র, আকাশ, মাতা!
শব্দহীন অভিশাপ নিস্প ন্দ করেছে বিশ্ব;
জ্বলন্ত নিহারীকা আকস্মাৎ হতেছে শীতল !!
নিরুত্তর, নিস্তেজ, তুমি কাল!
ক্ষুদিত বুকের আড়ালে নক্ষত্রের পথে
মানুষের সাথে মোর ব্যবধান
হৃদয়ের শব্দ দিয়ে জোড়াতে পারিনা
অক্ষরে অক্ষরে;
সত্য, মিথ্যা, জয়, পরাজয়, নিন্দা, অপরাধ
নিশ্চিন্তে বিঁধে থাকে বুকে,
পরিচয়হীন, নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিত্বে আমার
কর্মহীন, শ-থ শুশুকের মত
চেয়ে থাকে সমুদ্র গভীরে|

নিজেকে চিনিনা আমি,
চিনিনা কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বর,
ঘরের আড়ালে এক পরিত্যক্ত জীব বুকে
অহঃরহ রক্তপাত করি,
দেবতা আছে কি নেই
এ বাতুল জিজ্ঞাসা

পারেনা থামাতে মোর উষ্ণ অবিশ্বাস|
সর্ব্বদা, তুমি মাতা !
ঘোমটার নীচে অস্প ষ্ট আশায়
শাসন করেছো মোরে ক্রোধ উষ্ণচোখে,
অহংকার দূরে গেছি,
পরক্ষণে শিশুর মতন ছুটে
তোমার আড়াশে
উত্তেজনা, কলহ, বিষাদ, কান্নায়
বিষন্ন প্রাণের আঙ্গিনায়
মুখ গুঁজে খুঁজেছে স্বপ্ন,
খুঁজেছে আকাশ||

~~ট্রনহেম ৩০.১.~~৭৭
বার্ন ১৬.৯.৮০

গতি আনো

ভূমিকম্প , বিদ্রোহ, উত্তেজনা, যুদ্ধের কসরতে
হে মানুষ! তোমার বলি ;
তবুও কেন মেটেনা প্রাণ!
তবু কেন কণিকাকে ধ্বংস করে নিয়ে আসো

অনিবার্য্য শক্তির প্রমাণ?
লক্ষ কোটি রাতের ওপাড়ে বিারীকার জল্বন্ত শিরায়
উত্তপ্ত আগুন বুকে বিশ্ব জ্বলে;
রাতের আঁধারে তারায় তারায় ছত্রাকার হয়ে
শূন্য ছোটে,
পূর্ণিমার চাঁদ আঁকা পটে
সুন্দরের চক্ষু তুলে
ঈশ্বরের দৃষ্টি সেথা স্বপ্ন হতে ওঠে;
অন্তরের ব্যাকুল বাতাসে, হৃদয়ের অন্ধকার কূপে
বন্ধ হয়ে পাগলের বিকট চীৎকারে
শূন্য হতে, রক্ত হতে
শব্দ মোর নিয়তির বক্ষ জুড়ে ফাটে;

হে মানবজাতি!
আমার রক্তের লিখন, আমার চীৎকার
জন্ম হতে বেড়ে যায়, ছেয়ে যায় অনন্ত কপাল;
ঈশ্বর কল্পনা গ্রাস কওে,
ভালবাসা, স্বপ্ন , ক্রোধ/ক্ষোধ, ক্ষুধা
আমার কথার শূন্যে
জালের ভিতর আক্রমণ করে,
বোলতার মত খোঁজে প্রাণে
একফোঁটা সুধা|
চীৎকার করে বলি: আমি আছি ;

তবু বাড়াতে পারিনা হাত,
ধরতে পারিনা এই নিহারীকা ছায়ার ভিতর
নিজের আশ্চর্য্য সুখ;
পদার্থহীন অব্যয় সংখ্যার মত
বুদ্ধির ওপাড়ে
কে যেন আছে. . .
কোষের ভিতর কণিকার অসংখ্য সংযোজন বিয়োজনে
ঘাম হয়ে আমার কপালে রক্ত তার নামে;
নিঃশ্বব্দ ঘরের দেওয়ালে মাথা পেতে
বুকে তার শিশু যেন জন্ম নিয়ে কাঁদে|

ভয়! ঘাহাকার ! ব্যর্থ কলরব!
অরণ্য দিশেহারা ক্ষুধিত পশুর দাঁতে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজের কপালে
ভ্রুণের ভিতর জমা রক্তের শিরায়
হারানো জন্মের স্বাদ
বক্ষপাড়ে খুঁজি
ডুব দিয়ে তৃপ্তি পেতে ঝাঁপ দিই . . .
সমুদ্র কানায়|
হে মানবজাতি!
আমার ভিতর ঈশ্বরের প্রতি হিংসা
হাতের আঙুলে রক্তে এসে থেমে যায়,
শক্তি যেন ফুরিয়ে যায়,

অক্ষর হারিয়ে যায়,
ব্যর্থ ক্ষোধে সমুদ্রতে ছুটে যায় . . .
তোমার হাতের মুঠোয়
জ্বলন্ত বিশ্বের পিপাসায় . . .
তোমার বক্ষের
        উপেক্ষায় শূন্যতার ভাষা|
হে মাতা!
তোমার গর্ভের উত্তাপ এই নক্ষত্রের বুকে
আমায় নিষ্ঠুরে সংহার করে,
তোমার দেহের কোষে বেড়ে বেড়ে
জ্বলন্ত শিখায় অনন্তকে গ্রাস করে,
ক্ষুধায়, ভালবাসায় ক্রীতদাস করে
ঈশ্বরের সাথে নিয়মের জন্ম দেয়
                শরীরে আমার|
হে মানবজাতি!
পৃথিবীর মাটির উপর
নিজের দেহের ভারে ক্লান্ত হয়ে
আড়ালে ক’রোনা আমায়;
শব্দ দাও, শব্দ দাও;
সংগীতের ভিতর ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এই ব্যর্থ বুকে কথা দাও,
ছায়ায় হতে মুক্তি দাও,
বাজনা হতে, শোনাও, শোনাও . . .

নৃত্যের নূপুর পায়ে

গতি আনো . . . . গতি আনো . . .

আমার স্বত্ত্বায়||

ট্রনডেম ২.৪.৭৭ / বার্ন ১৭.৯.৮০

সৃষ্টির অহংকার

পদার্থের নিশ্চল নিয়ম

ক্ষুধিত অন্তরে

বিদ্যার বিস্তৃত শিখায়|

স্বপ্নে, অন্ধকার সমাধির ভিতর সর্ব্বকালের কবিতা হয়ে

বায়বীয় নিসঙ্গঁতায় বৃদ্ধি পায়............

বন্ধন বেড়ে বেড়ে

স্মৃতি, সাধ, সমুদ্র ছাড়িয়ে যায়....................

সকাল হলে, যে সূর্য্য, নদীর মত ঘরে ঢোকে,

যে ক্রোধ, যে অবিশ্বাস, যে জীবনের প্রতি বিস্বাদ

মুহুর্ত্তের রাংতায় মুড়ে রাখি অদৃষ্টের হাতে

ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে,

বারং বার কণ্ঠের আড়ালে শব্দ খোঁজে

কাব্যহীন কালের কপালে, রক্তহীন, বুভুক্ষু, নিষ্প্রাণ নিয়ম|

নিয়তির চিহ্ন গায়ে নিয়ে আসে
কবিতার সাথেই মোর ব্যবধান|

বিশ্বাস, অবিশ্বাস, চিহ্ন হতে চিহ্নে
চারদিকে চরম প্রতীক্ষার মত চিরকাল আছে.............
আমার সময়, আমার প্রতীক্ষা, আমার প্রেম,
আমার ক্ষুধা, নিমের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে
আমার উপর নিদারুন অত্যাচার|

নিঃসঙ্গঁতা এসেই জন্মায়..................
মানুষের সঙ্গঁ পেলে সমুদ্রের উষ্ণ কলরবে
ক্ষতে মোর শব্দ তার বন্ধ হয়ে যায়|

নিয়ম নয়, প্রশ্ন নয়, পদার্থ নয়!
নির্ব্বাক রক্তের ভিতর অন্ধকারে
চাঁদ, সূর্য্য, আকাশ, তারায় মিলিত হয়ে
মীমাংসাহীন.................

যে রাত, যে সূর্য্য, যে নদী, যে বায়ু, যে আলো,

যে প্রাণ সবুজ গাছের পাতায় আমার আড়ালে

নিয়ম ভঙ্গঁ করে নিয়ে আসে

ঈশ্বর-কবিতা|

এই রাত, এই সূর্য্য, এই নদী, এই বায়ু, এই আলো

আমার ধমনীতে বয়ে আনে

সৃষ্টি|

তোমার অহংকার||

ট্রনঢেম ৩০.৪.৭৭

~~বার্ণ~~

১৯.৯.৮০

শব্দ

শব্দের ভিতর শব্দ যোগ দিয়ে

লজ্জা পাই . . .

কবিতা আসেনা সেথায়;

হৃদয় হাওয়ায় হল-া করে

হুলে-াড়ে ছেলের মত চলে যাই

মৃত শব্দ নিয়ে;

শব্দ হতে শব্দের আড়ালে

স্ফুলিঙ্গের মত উড়ে গিয়ে

অন্ধ হয়ে অন্ধকারে ফিরে আসি

প্রতিটা কথায় চেতনা ভেঙ্গে গিয়ে

বুদ্ বুদ্ বেদনায় বাষ্প হয়ে

শব্দের শূন্যতায়

এক প্রান্ত থেকে হৃদয়ের অন্যপ্রান্তে জুড়ে

শব্দ চাই . . . শব্দ চাই . . .

এক তারপর দুই . . . তারপর . . . তারপর . . .

তারপর ব্যাকরণ ব্যর্থ করে . . .

আমার প্রঞ্জায় জ্বলে যায়,

ভেঙে যায়, ছত্রাকার হয়ে যায়

পাহাড়, পর্ব্বত, নদী মেঘ

শূন্যতায় আমার বুকে

প্রমত্ত নাচ নেচে খালি পায়

ছন্দের ভিতর ছন্দে

ঝলকানো শব্দের চাকায়

চমৎকার হয়ে বুকে যেন বয়ে যায়!

জ্বলন্ত পাখায়

উড়ে যায় সত্য হতে মাথায়

উজ্জ্বল মানিক্য তলে

শব্দের অমর বারতায়

ভেঙ্গে ভেঙ্গে কথায় কথায় ফেটে ফুটে
বাজীর মতন জ্বলে পুড়ে
অন্ধকারে আমার মাথায়
দৈব্যবাণী করে যায় . . .
কোকিলের মত কুহু কুহু করে
শব্দ হতে ছিঁড়ে যায়
সূর্য্য হতে আমার বাতাস|

শব্দের অন্ধকারে
মস্তিষ্কের জীবাণুতে বন্ধনে আমার
বাক্য,ব্যকরণ, অর্থে অনর্থময়
কলমের ভিতর করে নির্মম আঘাত;
আঙুলের ফাঁকে
শব্দের ব্যর্থ ব্যকুলতা
অর্থহীন, আমার কবিতায়
জন্তুও মত প্রচন্ড চীৎকারে
শব্দ হতে অনন্তের শক্তি নিয়ে
রক্তপাত করে||

~~বার্ন~~

১৯.৯.৮০

আমি ঈশ্বর, আমিই কবিতা

নিজের দেহে এই আশ্চর্য্য জন্মের উপস্থিতি

আকাশ ছাড়িয়ে চলে যায়. . .

অনন্তের সাথে কথোপকথন করতে করতে

ঈশ্বরের মত ছেয়ে যায় . . .

জিজ্ঞাসা করি: আমি কে?

আমি কোথায়?

গাছের কান্ড হতে হাত বাড়িয়ে,

আকাশ হতে শিশুর মত সূর্য্যকে

মুঠোয়ে ধরতে চাই,

সমুদ্রকে বুকে টেনে যতদূরে ওঠা যায়

উঠতে চাই,

শাখায় শাখায় ফলফুল ছড়িয়ে

অনন্ত!

তোমার বুকে আমি সুন্দরীর মত সাজতে চাই,

বৃক্ষের শরীরে এই দেবালয়ে

বৃষ্টি হয়ে কাঁদতে চাই,

তোমার বুকে পাখী হয়ে উড়তে চাই,

ঈশ্বর!

তোমার পায়ে ভর দিয়ে

এই আকাশ পর্ব্বত ছাড়িয়ে

অনন্তকে ভেদ করে নিজের শরীরে ছায়াপাথে

বায়ুকণা হয়ে এই ব্রাক্ষ্মান্ডের কবিতায়

নিঃশব্দে সাড়া দিয়ে বলতে চাই:

আমি হেথায় . . . আমি হেথায় . . .

আহত, দুঃখিত, আনন্দিত হয়ে

আমার নিঃশ্বাসে সমুদ্র উত্থিত হয় . . .

বলাকার মত,

হে মানুষ!

আমি তোমার মধ্যে উড়ে যাই

চোখের তারায় মনি মুক্তায় খচিত

তোমাদের অলঙ্কারে নিয়ে রক্তে তলদেশে

ডুব দিয়ে চলে যাই . . .

মহানগরীর বুকে

কালো কণ্ঠ হতে

গান আসে . . .

চুপ করে শুনি,

অবোধ্য আকাশ কানে কানে বলে:

এরা কাঁদে, না , গান গায়?

তোমাদের গান, তোমাদের ভালবাসা

শব্দের ভিতর ঈশ্বররীক ব্যথায়

আকাশ হতে ছিনিয়ে নিয়ে

তোমাদের ছবি, প্রেম, অলঙ্কার

আমায় কাঁদায়;

অনন্তে মুক্ত হয়ে বলি:

আমি ঈশ্বর, আমিই কবিতা|

আমার পায়ের নীচে এই ভূমির উপর

আকাশ অনন্তকে ধারণ করে

গাছের ফলের বিন্দুতে, সরীসৃপের মত অন্ধকারে

আমার হাত অনন্তের বীজ খোঁজে,

মাটির বিন্দুতে বায়ুর সংঘাতে

পায়ের আঙুলি হতে জ্যোতিষ্কের তীরে

আমার রক্তে আজ

সূর্য্যের তেজ প্রবাহমান . . .

এই মাটি! এই পাহাড়! এই অপরিচিত মানুষের দরে

হৃদয় গাছের আড়ালে লুকিয়ে,

সবুজ পাতার গন্ধে বুঁদ হয়ে, ভেজা মেঘে,

শিশিরের ভিতর পাখীর পায়ের নীচে

একলা অপেক্ষা করে. . .

শাখায়, শাখায় ফুর ফুর করে উড়ে যায়,

আকাশ আচ্ছন্ন করে, নিহারীকায় জ্বলে যায়,

সীমাহীনের ভিতর চীৎকার করতে করতে

আমায় কি যেন বলে যায়: . . .

অনন্তর বেদনায় ফল হয়ে পাকা আপেলের ডালে

সূর্য্যের রঙ মেখে

শূন্যতার নাভী হতে ঝোলে.. ..

ভিজে মাটির ভিতর পোকা হয়ে গর্ত্তে খোঁড়ে

সমুদ্রতে ফিরে যাবে বলে . . .

হে নিস্তব্দতা!

আমায় ছাড়িয়ে যাও,

অনন্তের পরিধি বুক থেকে সরিয়ে দাও,

আমার ভিতর ব্রক্ষ্মান্ডের জন্ম দাও. . .

কথা দাও. . .

মানুষের মুখে, আমার কবিতায়

ঈশ্বরীক শক্তি দাও. . .

রক্ত হতে নেমে

এই মানুষের পায়ে

নতজানু হয়ে কাঁদতে দাও . . . কাঁদতে দাও . . .

সমুদ্রকে ছুঁতে দাও. . .

অনন্তকে মুক্তি দাও. . .

তোমার দুয়ারে বন্দী মানবতায়

রক্ত হতে বীজ হয়ে

বিদ্রোহের জন্ম দাও. . .

অনন্তকে স্বপ্ন নিয়ে যেতে দাও. . . যেতে দাও. . .

মহাকাশ জুড়ে||

বার্ন

২২.৯.৮০

ইস্কুলের পথে

ইস্কুলের পথে, গলির ভিতর ঝোপে

পাখীর ডানার রঙে ছোটাছুটি করে

অন্তর আমার পাখীদের সাথে

অন্ধকারে খাদ্য খোঁজে,

আকাশের ফুঁটো দিয়ে ভারহীন শূন্যতায়

পাতার আড়ালে আমার ইচ্ছায় মুক্তি হয়ে জ্বলে,

সমুদ্র, সকালে, সূর্য্য হতে কথার আড়ালে
আরক্ত বিদ্রোহের বীজ নিয়ে পুড়ে যায়
ফলেতে, অঙ্কুরে;
নারকেল গাছের মাথায় রোদে পাকা ফলে,
শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে,
ছাউনির নীচে জলের ভিতর ছায়ায়
খালি গায়ে ষোড়শী বুকে,
তেঁতুল পাতার ঝোপে বাক্যহীন কালের নুপূরে
আলোর ঝর্ণার বুকে
পাতায়, হাওয়ায়, আঁধারে
আমার চিত্ত্বের শব্দে অনন্তের উন্মুক্ত দুয়ারে
সূর্য্যের সংগীত নিয়ে বয়ে যায় সমুদ্রের সাথে;

গ্রামের ভিতর অনেক অচেনা পথে
চাষীদের সাথে,
পথে হেঁটে হারিয়ে যাই. . .
হঠাৎ কোথায় দেওয়ালে কৃষ্ণকায় হাত এসে
আমার শরীরে পতঙ্গের মত ছেয়ে যায়
আকাশ, বাতাস. . .

ছোট মোর প্রেমিকার মুখে,
আরক্ত লজ্জায় কাতর পায়ের তলায়
মাটির গভীরে রঙে সূর্য্য হতে অগ্নি বয়ে আসে,
মাটির কলসে সুন্দরীর হাতে নগ্ন হয়ে জড়িয়ে যায়
আমার অন্তরের সহস্র সকাল;
সূর্য্যেদয়ে এই পথে লজ্জা আঁকা মুখে
অভ্রের মতন সূর্য্যের জ্বলন্ত প্রহারে
যে নারী ঝড়ে
        তার বুকে
পালিয়ে যাই, পালিয়ে যাই, অন্ধকারে দূরে . . .
নারকেল গাছের জলে,শূন্যতার অদৃশ্য ফাঁপরে,

কাঠবেড়ালীর মত অনন্ত দেওয়ালে
শব্দ দেখি, শূন্য দেখি
                জ্বলে যায় বুকে;

অশ্বত্থের তলে দুরন্ত বালকের মত ইঁট দিয়ে
লক্ষ্যভেদ করে
টিয়ার, মৃত্যুতে দুঃখ হয়
পাকা ফলে সূর্য্যের শরীরে

অনন্তের জন্ম হয়

কাল বহ্নি ঘুরে॥

বার্ন

২৯.৯.৮০

শান্তি , রক্ত, আলো নিয়ে ফিরবো

বিদ্রোহ করবো ভেবেছিলাম
হৃদয়ে আকুল হয়ে রাস্তার ধারে তোমার দুর্দ্দশায়
কেঁদে একদিন বলেছিলাম:
বন্ধু আমি আসবো
তোমার এই ঘরহীন আকাশ প্রদীপে
নগরীর বুক জ্বেলে তোমায় নিয়ে যাবো
যেখানে ক্ষমা, প্রেম, ভালবাসা
আমার নিঃসঙ্গ যাত্রায়
তোমার রক্ত দেবে, উজ্জ্বল করবে,
ভাষায় ভাষায় কণ্ঠে উন্মুক্ত হয়ে বলবে
তুমি আমার হৃদয়ে শক্তিতে স্বাধীন;
বন্ধু! তোমার হয়ে বিদ্রোহ করবো বলেছিলাম:
তোমার নিঃসঙ্গ চোখের আঁধারে জল দেখে কেঁদেছিলাম,

শরীরে ক্ষুধার উত্তাপে
নাড়ীর ভিতর জড়িয়ে সারাদিন যন্ত্রণায়
বুক থেকে বলেছিলাম:
তোমার হয়ে আমি যুদ্ধে যাবো,
সংগীন নেবো/দেবো,
হাতের কুড়ুলে টুকরো করবো
এই অপদার্থ সৈনিকের সভ্যতা;
বন্ধু! পথের ধারে ছাউনির নীচে
তোমার ফুটো বাটির তলায়
কাঠের জ্বালানি থেকে অগ্নি হয়ে উঠে
তোমায় অন্ধকার থেকে নিয়ে যাবো বলেছিলাম,
ধোঁয়ার ভিতর আকাশের বিবর্ণ রঙে
স্বাধীনতার যে শোভা তোমার আড়ালে
পাখী হয়ে, শূন্য হয়ে,
অমর বারতা নিয়ে উড়ে যায়
তার ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে
তোমার একমুঠো ফুটোনো চালের শক্তিতে
আকাশ থেকে বজ্র আনবো বলেছিলাম. . .

বন্ধু! শেয়ালদার মোড়ে,স্টেশনে, ফুটপাতে
তোমার নগ্ন বক্ষে সভ্যতার কলঙ্ক পাঁজরে
দীর্ঘ হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের সূর্য্যকে নমস্কার করে
বলেছিলাম:

ফিরবো, বন্ধু ফিরবো
তোমার পায়ের নীচে শক্তি হয়ে
তোমার হাতের মুঠোয়
আমার দেনা ফিরিয়ে দেবার জন্য
ফিরবো ,
তোমার প্রাণের শূন্য কোলাহলে
মনুষ্যজাতির হয়ে
তোমার ভিতর দাঁড়িয়ে বর্ষণের জলে ধৌত হয়ে
সমুদ্রের নোনা স্বাদে আমার স্বপ্নের সমগ্র
শক্তি নিয়ে ফিরবো . . .
বন্ধু!
তোমার সাথে অন্ধকাওে ভীড় করে
ঘরের দেওয়ালে কান পেতে
সশস্ত্র প্রহরীর
বুটের তলায় আমার প্রিয়তম বন্ধুর
চীৎকার শুনেছি
তাই ফিরবো. . .
অন্ধকারের সামনে চোখের ভিতর জলে
আরক্ত হয়ে
প্রাণের উত্তাপে
বেদনার সমুদ্র হতে ফেণা হয়ে ঘুওে
পাথরে, শরীরে
আমার শক্তির আঘাতে

সমুদ্র তলদেশ হতে
শান্তি, রক্ত . . .
আলো. . .
নিয়ে তোমার জন্য
আমি ফিরবো||

বার্ন

৩০.৯.৮০

অমর বারতা

ব্রক্ষ্মান্ডে আমার শরীর. . .
রক্ত হতে, বিন্দু হতে, আলোকিত পথে
আমার শক্তির ধর্ম্ম বায়বীয় ওথে
সমুদ্র শরীর নিয়ে অগ্নি হয়ে ওঠে;

আমি মহাকাশ . . .
আমার উজ্জ্বল নাভীর রক্তে
শান্তি, শব্দ, শূন্যের বিকাশ,
উত্থিত আলোর স্তম্ভে আমি একা
স্বর্গ হতে শব্দের চুম্বনে
অনন্তের পদতলে শুভ্র রক্ত ধরি;

সুন্দরী ঝর্ণা বুকে
আলো ভঙ্গ কণ্ঠে নিয়ে আসি
অমৃতের শব্দ সব . . .
আলোর কণার বুকে
জন্ম হতে, শব্দ হতে, শূন্যের আকাশে
মহামগ্নী সত্ত্বা হয়ে
স্বর্গ থেকে পরী
বিদ্যুতের মত আসে
        অন্তরের জ্বলন্ত প্রকাশে
        রক্ত সব নিয়ে যায় . . .
 . . .অমৃতের কণ্ঠে হতে বহ্নি হয়ে জ্বলি . . .

আঙুলির স্পর্শ হতে
সন্ধ্যা আসে, রাত্রি আসে,
নক্ষত্র খচিত বুকে শাশ্বতের স্বপ্ন ভাসে,
বায়ুর ভিতর নদী, নদীর ভিতর জল
ভয়ংকর কাল হতে অগ্নি নিয়ে আসে;
উজ্জ্বল শরীরে আমার
                নক্ষত্র প্রদাহে
প্রাণের কুসুম সব ভস্ম হয়ে উঠে
        অসংখ্য পাখায় উড়ে যায়
                অনন্তের চক্রবাল জুড়ে . . .

আমি একা . . . আমি একা . . .

আমার রক্তের ধর্ম্ম, সংগীত আমার

কাল হতে অগ্নিস্তম্ভ হাতে

নিয়ে আসে

হে মানুষ !

তোমার অমর বারতা ||

বার্ন

১.১০.৮০

উলঙ্গ ছেলের নৃত্য

দেবালয়ে ঢাকের আওয়াজে ঘুম থেকে উঠে

দেখেছি উলঙ্গ ছেলে ঈশ্বরের শক্তি নিয়ে নাচে . . .

পৌরাণিক গল্প সব . . .জ্বলে যায় বুকে . . .

মাঠে, ঘাটে, জলেতে, পুকুরে

ঘাসে, রঙে, ধানশীষে মুড়ে

সূর্য্য তার রঙ আনে

সেথা হতে ছুটে আসে এই ছেলে

উলঙ্গ পাঁজরে . . .

ঘুম থেকে উঠে
সূর্য্য, নীল নিয়মের পাড়ে
চক্ষু মোর স্থীর করে দেখেছি ওপাড়ে
সুন্দরী নদীর জলে ঈশ্বরের শুভ্র শব্দ
অভ্র হয়ে জ্বলে,
অজানার প্রসন্ন প্রভাতে
                    বাদ্য বাজে . . .
                    বাদ্য বাজে . . .
উলঙ্গ ছেলের কাদা মাখা পায়
সূর্য্যের রেণু সব ঝড়ে যায়
                              সমুদ্রে গায়ে;
বন্ধনের ছোট্ট নীড়ে
প্রাসাদের অন্ধকারে সিঁড়ি হতে দেখেছি
                    আকাশের উজ্জ্বল কপাল,
ঢাক ঢোল, কীর্তন, উৎসবে
জানালার গরাদে বালুকার স্তরে
নীল শব্দ ভেসে ওঠে অনন্ত পাথরে,
সমুদ্র অবিশ্রান্ত জলে
আলোতে, আনন্দে, কোলাহলে
শুদ্ধ হয়ে রক্তের বিন্দুতে জ্বলে যায়
                              পবিত্র সকাল . . .
পদধুলি তলে মৃত্তিকা পাখায়

উলঙ্গ ছেলের দলে
নৃত্য করে চলে যায়
সমুদ্র, আকাশ|
ঘুম থেকে উঠে
দেবালয়ে শক্তির সম্মুখে
আজও নৃত্য হয় . . .
বানে, জলে, পুকুরে, ডোবায়
সমুদ্র শব্দ আসে আলোর পাখায় . . .
চাষী আর ডোমের ছেলে
নৃত্য করে . . .
নৃত্য করে . . .
রঙে রঙে ঝড়ে যায় আকাশ, বাতাস ||

বার্ন

২.১০.৮০

আলোর হরিণী

ওরে হরিণী আমার!
শৃঙ্গ দিয়ে আলো তুলে আবার দেখাস আমায়
নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
তোর মত শত শত হরিণীরা
ঘাসে মুখ ঘসে
শিশিরের বুকে স্বপ্ন দেখে,
চক্ষের মণিতে নক্ষত্রেরে জ্বালে,
অনেক গভীর রাতে
হল্লা দিয়ে উল্কা এলে,
হরিণীরা দিক বিদিকে ছোটে,
শৃঙ্গ দিয়ে নক্ষত্রেরে নেড়ে
ক্রমশ জড়ায়ে যায় নিজ অহংকারে;
ছাড়াতে পারিনা তারে,
ছুটিবার তরে বারংবার তীব্র আস্ফালনে
হরিণের মত খুর দিয়ে খুঁড়ে,
বালুর ঝড়ে ওড়াই নিজেরে আলোতে;
ওরে হরিণী আমার !
নীল চোখের বাহার ঘুরায়ে আবার
শৃঙ্গ দিয়ে আলো তুলে,
কেন দেখাস আমায়
এই নক্ষত্রের রাতে,
উড়ন্ত আলোর কণায় জন্মের শেষ প্রান্ত ভাগ ?

শত শত হরিণীর মত

ঘাসে মুখ গুঁজে শিশিরের জলে,

নক্ষত্রের আলো,

কচি পাতার বুকে

মুখ তুলে থাকে,

এরই মাঝে উড়ন্ত আলোর কণায় নক্ষত্রের বুকে,

ঘাসভরা মাঠে দাঁড়ায়ে একেলা,

দেখি বুক হতে ছুটে যায় হরিণেরা

স্বপ্নের আলোতে।।

বার্ন, ১০ জুন ১৯৮১

মৎস্যকন্যা

কাহারে খুঁজিতে গিয়েছিনু সেথা

মনে নাই আর ,

জলে মাছ যথা

রাত্রির আঁধারে ঘরে ফেরে,

তেমনি জ্যোৎস্নায় আলোর পাখায়

দেখিনু দরজায় স্বপ্ন ফিরিছে আঁধারে ,

মুঠোয় ধরিনু চাবি,

ঘুরানু বহুবার,

খুলিলোনা এই অন্ধকার;

ভাবিনু ফিরে যাবো,

চাঁদেতে উড়িব আবার,
স্বপ্ন নয়, তবু স্বপ্ন বোধ হয়,
এমন অপূর্ব রাতে
মাছের মত কানে লইব নিশ্বাস;

শীতে হীম নক্ষত্র আকাশে,
জোনাকির মত স্বপ্নেরা উড়িতে চায়,
হিজলী বনের হাওয়া
নরম চাদরে ঘুমেরে জড়ায়;
মন ফরিতে চায়না ঘরে,
যেথা গিয়াছিনু সেই অপূর্ব আকাশ
আলোর ওপাড়ে ওড়ে,
বুঝিনা কোথায়, কাহারে খুঁজিতে
গিয়াছিনু মনে নাই আর;

দরজার ওপাশে ছিল নারী,
বুঝিলো আমায় -
বিস্মিত করিয়া মোরে খুলিল কপাট,
এ নারী অপরিচিতা,
দেখিল আমায়, মাপিল ঘরের চাবি,
ঘুরালো দরজায়,
খুলে ঘরের আঁধার
দাঁড়ায়ে রহিল সেথা ,
জ্যোৎস্নায় জ্বলিল মন,
কি বলিব, না বলিব,

না বুঝিয়া কহিনু তাহায়
“এ গভীর রাত,
হয়তো বা ভুলে ঘুমে ঘুরায়েছি
চাবি তোমার দরজায়”।

নারী হাসিল বহুবার,
স্পন্দন হইল বুকে,
রাত্রির নুড়িতে, পাথরে, জলে
বহিয়া জ্যোৎস্নায় আলোর পাখায়
দাঁড়ায়ে রহিনু সেথা,
অপরিচিতা পাখনা খুলিল তাহার,
স্বপ্ন নয় , তবু স্বপ্ন বোধ হয়
এমন অপূর্ব রাতে
রাশি রাশি সোনালী চুল খুলিয়া হাওয়ায়,
উড়িল আমার চোখে,
নিস্তব্ধতা খেলিলো বুকে,
নক্ষত্র আকাশ বুকে
মৎস্যকন্যা চলিলো আবার।

বার্ন, ১৮ জুন ১৯৮১

নক্ষত্রপথে মাঝি

সোনালী আলোর জ্বলে

অগণিত নক্ষত্রের পথে

মাঝি আসিয়া বলিল আমায়

“যাবে যদি বল মোরে

নিয়ে যাবো যেথা আছে অদৃশ্য কান্তার”

ভয় হল -

মাঝি যদি ফেরেনাকো আর!

যদি নক্ষত্রের দুগ্ধপথ ধরে

যেতে গিয়ে ডুবে যায় তরী

কমনে ফিরিবো হেথা

দৃশ্য, গ্রাহ্য জগতের মাঝে

কেমনে আসিবো আবার !

মাঝিরে বলিনু তাই

“ঘরে আছে প্রয়তমা,

না সুধায়ে তারে

কেমনে বলিব তোমায়”

দেখিনু তরী নিয়া মাঝি চলিল আবার

অগ্নিতে ভাসায়ে আকাশ;

তরঙ্গ আসিল বক্ষে ,

সমুদ্রের তীরে মহাকাশ

জ্বলিয়া উঠিল শব্দে,

ভাঙ্গিল পাহাড়, জ্বলে গেলো সব অন্ধকার;

শুধালাম "মাঝি, তুমি কি আসিবে আবার?

শুধায়ে রাখিবো ঘরে,

প্রিয়তমা হয়তোবা যেতে দেবে,

না হয়, তোমায় দিব মোর শেষ উত্তর ও অঙ্গীকার";

মাঝি থামিল আবার,

শুধালো " যাবে যদি এস,

দেখিবে সেথা অনন্ত অঙ্গার",

মাঝি টানিল আমায়,

বুঝিলাম আকাশের দুগ্ধপথ ধরে

দাঁড় বেয়ে নক্ষত্র আলোতে

দেখিবো এবার পতঙ্গের মত তারা

জ্বলিছে , মরিছে,

কেমনে উড়িছে সেথা

অগ্নির পাখায়!

ভয় হোল

ভেঙ্গে গেল ঘুম;

প্রিয়তমা হাত জড়ালো আমায়,

জিজ্ঞাসা করিনু তারে

"যেতে দেবে মোরে?"

শুধালো " কোথায়? এ যে গভীর রাত!"

বুঝিনু এ স্বপ্ন শুধু,

মাঝি ফিরিবে না আর।।

বার্ন, ১১ জুন ১৯৮১

পুড়িবার তরে উড়ি

ঘাসের উপর হাওয়ায়
প্রিয় পাখিদের মত ডানা নেড়ে
উড়িবার তরে করি প্রচেষ্টা বহুবার;
সবুজ পাতার অন্তরে প্রজাপতি,
শরীরে তাহার অনিত্য রঙ্গের মোহ বাঁধিয়া পাখায়,
কল্পনায় ওড়ে আলোর কণিকায়,
ফড়িঙেরা শিশিরের জ্বলে ভেজে,
সময় নাইকো তার রং কুড়াবার;
খোলসের উপর বহিয়া রোদ
শামুকেরা ঘরে ফেরে;
পিপীলিকা পায়ে সময় চলিয়া যায়,
মৃত জোনাকির ডানায়
রাত্রিরে মুখে টেনে
পতঙ্গেরা ঘরে আসে ,
অপেক্ষায় থাকে উজ্বল সকাল,
পাখিদের মত উড়িয়া হেথায়
বুঝিনা হৃদয় কেন বিব্রত করিতে চায়,
দুরন্ত ঝাপটে নষ্ট করিতে চায় জীবনের এই আনাগোনা,

মনে কেন আসে এই দুঃস্থ প্ররোচনা ?

উড়িয়া রোদের ডানায়
হৃদয় কি মুক্তি পাবে?
পিপীলিকা হত্যা হবে,
ফড়িঙেরা লুকাবে পাতায়,
শামুকের ঘরে ফেরা বন্ধ হবে,
প্রজাপতি পাখা তার খুলিবেনা আর;
পাইব কি সুখ আমি
ইহাদের করিয়া আঘাত ?

তবু হৃদয় উড়িতে চায়,
ছানাদের মত নেড়ে ডানা,
ক্ষান্তিহীন ব্যর্থ প্রচেষ্টায়
ঘাসেদের বুক জুড়ে রোদেরে ঝাপটায়,

রাত্রি শেষ হয়েছে এবার,
একদল পতঙ্গেরা কালরাতে আমার শরীরে
পুড়েছে আলোর পাখায়;
মায়া তবু হয়না শেষ,
অনন্ত অঙ্গারে সকাল হলেই
কে এক অনঙ্গি ডাকে মোরে,
পুড়িবার তরে
উড়ে যেতে চাই সেথা
আলোর পাখায়।

বার্ন, ১২ জুন ১৯৮১

ঘুঘুর সাথে খেলা

প্রিয়তম জ্যোৎস্নায় খেলিয়াছি
জীবনের এই খেলা,
মৃত্যুরে ধরিতে গেছি,
নারী সরিয়া গিয়াছে দূরে
বলিয়াছে "এ সত্য নয়,
জ্যোৎস্নায় ছুঁয়োনা মোরে,
যে প্রেম অক্ষয়, অমর
রক্ত স্পর্শ করে
কলঙ্কিত করোনা তাহারে";

জ্যোৎস্নায় খেলিয়াছি,
ঘুঘুদের মত দেখিয়াছি তারে ঘুরিছে মন্দির চত্বরে,
পালকে তাহার নরম আদরে ছুঁইবার তরে
বাড়ায়েছি হাত,
উড়ে গেছে, বসেছে আবার,
শুভ্র শুদ্ধ রঙে জ্বলিয়াছে অনন্ত আকাশ;

চিরন্তন এই খেলা খেলিবার তরে
পৃথিবীতে আসিয়াছি,

হাতে ধরিবার তরে

এই রং, এই আশা, এই ভালবাসা,

আহত হয়েছি তবু,

ঘুরেছি সেই ঘুঘুর পশ্চাতে;

জ্যোৎস্নায় আলো নাড়িয়া পালকে,

নদীতীরে জলের কল্লোলে,

উড়ে গিয়ে বসিয়াছে একা

“ভালবাসি” বলে মোরে সে দিয়েছে আঘাত;

“আমারে ধরিয়া ঐ রক্তাক্ত হৃদয়ে কি পাবে?”

প্রশ্ন করে হাঁটিয়াছে আমার সম্মুখে,

উত্তর পাইনা তার -

মনে হয়

এই খেলা রক্তপাতে শেষ হয়ে যাবে

অন্ধ বেদনায় জ্যোৎস্নায় জ্বলিবে রং

আবর্তন করিয়া তারে

ক্ষুদ্র পশুর মত লুকায়ে আঁধারে

দেখিবো তারে,

রক্তের ভিতর ঝড়ে উদগ্রিব হইয়া রব

ভালবাসা তোরে ধরিবার তরে ।

বার্ন , ১৯ জুন ১৯৮১

ব্যর্থ আর্তনাদ

দর্পণে দাঁড়ানু আবার,
ঘুরিলো বিশ্ব, জ্বলিল আকাশ,
বিম্বেতে দেখিনু সূর্য
শূন্য হতে আসিয়া আলোর পাখায়,
প্রতিধ্বনি হইলো সেথা,
আলোয় বিহ্বলা নারী চুম্বন করিলো আমায়,
শরীরের সূক্ষ্মতর জঙ্ঘায়
জ্বলিয়া উঠিল রক্ত,
দেখিনু দর্পণে অন্ধের মুখ কাঁপিছে বেদনায়,
আশা, হতাশায়
বক্ষে আসিলো আবার স্বপ্ন,
বিহ্বলা নারী শুধালো আমায়
“ দর্পণে দাঁড়ায়ে আছো,
একি সত্য, না স্বপ্ন?
ঘুরিয়া কোথায় বিশ্ব চলিছে আবার ?”

নরম আলোকে আসিয়া সূর্য
ছুঁইল আমায়,
দর্পণ হতে ঘুরায়ে মুখ
শুনিনু কার তীব্র আর্তনাদ?
শূন্যেতে খুঁজিনু কারে ?
নারী কিছু বলিল না, হায় !

নিঃশব্দে বক্ষে তার খুলে
বেদনার ঐ অলঙ্কার,
আলোর অধরে কেন সে চুম্বন
করিলো আমায় ?

দর্পণে জ্বলিছে নারী, জ্বলিছে আকাশ,
বিশ্বের ভিতর হারায়ে যেতেছে সূর্য,
আলোর গভীর আঁধারে
এ কি শুধু ব্যর্থ আর্তনাদ ?

বার্ন, ১৬ জুন ১৯৮১

ভালবাসা হারায় যায়

পাখিদের গান,
সূর্য হারায়ে গিয়াছে হেথা,
কুয়াশার বিষণ্ন আলোয় ,
দু একটা উজ্জ্বল সোনালী পালক পড়ে
প্রেমিকা জড়ায়ে বলে
“প্রিয়তম আমারে যাইতে হবে,
দেখিবোনা আর,
হয়তবা দেখা হবে লক্ষ বর্ষ পর,
হয়তোবা পাখিদের সাথে আসিব আবার,
ডাকিব তোমায়,
খসায়ে পালক বুঝাবো আমি আসিয়াছি,

হয়তোবা বুঝিবেনা আর,

এইসব পাখীদের মত দূরে করিয়া ক্রন্দন,
জিজ্ঞাসা করিব তোমায়
“মনে আছে সেই শেষ অঙ্গীকার?
বলেছিলে ভালবাসা ফিরাবেনা আর,
সোনালী পালক দিয়া সরায়ে আলোক
স্বপ্ন হতে দেখিবে আমায়;”
এই বলে স্তব্ধ হয়
মুহূর্ত পলকে মুখ ঢেকে
কুয়াশায় মিশিয়া যায় প্রেমিকা আমার;

ফিরাতে চাইনা তারে,
এই প্রেম যদি পাখী হয়ে
আবার ফিরে আসে,
কেন বাঁধিয়া হারাবো তারে ?
হয়তোবা ফিরিবে আবার লক্ষ বর্ষ পরে -
তাই আমি তারে বলি
“ থাকিব হেথায় ঘাস হয়ে,
কিংবা কোন গাছের পাতায় ,
সোনালী আলোর ঠোঁটে ঘসিয়া শরীর
মোর বুকে বসিবে আবার,
এই অপেক্ষায় রব চিরকাল;

দু একটা সোনালী পালক

ভেসে যায় এই কুয়াশায়,
নিয়ে যায় আলোর পাখায় লক্ষ বর্ষ
কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ কাল ;
প্রেমিকা হারায়ে যায়,
আলো বুকে মিশে যায়,
চিত্তের কুয়াশায় নামে অন্ধকার !!

বার্ন, ৯ জুন ১৯৮১

মৃত অন্ধকার

মাঝে মাঝে মনে পড়ে
আমি রবোনা হেথায়,
পাপড়ির মত খসে কাণ্ডেরে ফেলে যাবো ,
পতঙ্গেরা সেথা খুঁজিবে আমায়;
অলঙ্কৃত হাতে নারী আসিবেনা , হায়!
এই জন্ম মৃত হবে ,
জঞ্জালে, ঘাসে জন্মায়ে আবার
দেখিবো কি মুখ তার?
বুঝিবো কি জীবনের গতি দুর্নিবার?

আলোয় বহিয়া হেথা
স্বপ্ন থাকিবে যেমন থাকে ,
সময় ফুরায়ে গেলে শুধু আমি থাকিব না,

মোর হয়ে রবে এক দীর্ঘ অন্ধকার;

প্রদীপের নীচে মুখ জ্বালায়ে আমার,

আলো আর অন্ধকারে নারী হয়ত বা,

তুলিয়া রাখিবে মোরে;

কাগজেতে ছাপা হয়ে যেমন

অজস্র মানুষ দেওয়ালেতে রয়ে যায়,

আমিও তেমনি রহিবো হেথায়;

ঝুলিবো আলোর বুকে,

শুধু থাকিবেনা একবিন্দু জন্মের উত্তাপ;

কোন প্রশ্ন জাগিবেনা ,

কোন জ্বালা তীব্র হয়ে আসিবেনা,

কোন শিশু হাত ফড়িঙের মত

ধরিতে আসিবেনা আর;

কোনদিন ছেড়ে দিয়ে

উড়িতে দিবেনা মোরে নিজের পাখায়;

স্মৃতির পাথরে খোদিত অক্ষরে নক্ষত্রের আলো

আনিয়া উত্তাপ ছোঁবে মোরে,

শুধু আমি রবোনাকো -

মোর হয়ে রবে সেথা দীর্ঘ অন্ধকার;

তাকায়ে রহিব কত,

আসিবেনা কোন আলো,

চক্ষের মণিতে ঘোর কালো মৃত্যুর পাথরে

জাগিবেনা আর স্বপ্ন,

নারী রূপ তার উড়ায়ে আলোয়

খুঁজিবে আমায়;

আমি শুধু দেখিবোনা

মোর হয়ে দেখিবে এক

মৃত অন্ধকার।

বার্ন, ২৩ জুন ১৯৮১

মুক্তোর হার

“ সবই তো হারায়ে যায়

এই হেমাঙ্গিনী পৃথিবীর মাঝে

জাগ্রত হইনা তাই

ঘুমের অতলে ফুল, পাতা, পাখিদের সাথে

হেমন্তের রঙে ভেসে

বাঁচিবার তরে পতঙ্গের প্রাণে

যে আলকনা আসে

এরা কেউ চিরস্থায়ী নয়,

এই ভেবে জীবনের ক্ষুদ্রতারে মোর ভাললাগে “

নারী বলিল না আর কিছু

তুলিল মুক্তার হার,

বারবার খেলিল আঙুলে ;

পতঙ্গের মত বক্ষে আলকনা ঘুরিল সেথায়,

স্বপ্নেতে জাগিয়া আমি দেখিনু তাহায়।

সব ফিরে যায়

নারীও ফিরিয়া যাবে

এ হেমাঙ্গিনী পৃথিবীর মাঝে

সেও রহিবে না আর;

কি চাহিব, কি পাহিব, কি দিয়া ধরিয়া রাখিবো

এই আলো শুদ্ধ তারকার ?

মুক্তো তো ক্ষয়ে যায় !

“ক্ষয় নাকি? “

বিশ্বাস হয়না আমার,

”হয়তো বা ক্ষয়”

এ নারীও ক্ষয়ে যাবে,

পতঙ্গের মত বক্ষে খেলিবে না হায়!

ঐ মুক্তো , ঐ আলো, অদৃশ্য পাখায়

চোখ তুলে দেখিবে না

আঙুলের ফাঁকে তার দীর্ঘ আহংকার

বুনিবেনা ঐ প্রেম ,

ঐ জালে পতঙ্গের মত মোরে ধরিয়া আবার

স্বপ্নেতে ডুব দিয়া হৃদয়েতে খুঁজিবেনা

আমার উত্তাপ;

হটাৎ খসিয়া মুক্তো হারাল কোথায়!

নারী করিল চিৎকার

“আলো জ্বালো, আলো জ্বালো”

মুক্তার মত জ্বলিল আকাশ,

পাইনুনা খুঁজে রত্ন,

নারী তারে বুকে করে এনেছিলো ,

বেঁধে ছিলো স্বপ্নের বহু ক্ষুদ্র তার ।

বার্ন, ২৪ জুন ১৯৮১

জেগে আছি মৃত্যুর ওপাড়ে

আমি বেঁচে আছি
কি আশ্চর্য বোধ হয়!
নগ্ন সবুজ মাঠে পাখিদের প্রেম,
আলোয় আপ্লুত ঘাসে দিগন্ত প্লাবিত স্বাদ
আর কল্পনার শিশির -
এমনি শীতলতায় ডুবে থাকতে চেয়েছি চিরকাল!

মাটির উপর ঘাসের বিছানায়
হেমন্তের রঙে আরক্ত হয়ে যেখানে ঝড়ে পড়েছে
আলোয় হীম পাতা,
মুক্ত হয়ে উড়তে চাইছে
জীবনের সব অবসাদ,
সেখানে জেগে আছি
এক প্রকাণ্ড নীল গাছের কাণ্ড ভেদ করে ,
আমি আছি,
সবুজ প্রাণের গন্ধে মাতাল হয়ে,
জেগে আছি সারারাত,
এরই মাঝে হেমন্তের রং
আশ্চর্য ঘাসের বুকে পাখনা খুলে
উজ্জ্বল হয়ে উড়তে চায়
ঘাস মাতার দেহ থেকে
সবুজের শান্তি ছাড়িয়ে
যেখানে আকাশ অনন্ত বিশাল।

ক্ষণিকের চঞ্চলতায়

হীম শিশিরে গড়িয়ে যায় চিত্তের ভার,

সারারাত তাই ঘাসের বিছানায় শুয়ে

শুনি সময়ের অস্থির পতন

“আছি, অথচ নেই”

এই ভেবেই নিজেকে আবিষ্কার,

প্রশান্তির গাঢ় মদে চেতনার

এক টুকরো লাল চেরি ফলের মত

আকাশের সূর্য

রাত্রির প্রয়োজন মিটিয়ে

সকালের রোদ নিয়ে জাগাতে আসবে আবার,

তাই ডুবে থাকি নক্ষত্র আলোয়,

তারাদের মত স্থির হয়ে

থাকতে চাই রক্তের ভিতর শিশির বিন্দুতে,

নির্জনতায় পাতায় পাতায় দুলতে চাই,

হাওয়ার উত্তেজনা বুকে নিয়ে

সাজ খুলে উড়িয়ে দিতে চাই

হৃদয়ের লজ্জা আর অবসাদ;

আমি সেই অন্ধকারে বেঁচে আছি,

জেগে আছি এক শরীরহীন শূন্যের ভিতর,

ভারহীন নক্ষত্রের নীচে

লাল চেরির মত ডুবে আছি

এক আশ্চর্য সূর্য পেড়িয়ে

মৃত্যুর ওপাড়ে।

নিউইয়র্ক , ১৮ জুন ১৯৮৪

জাগিতে পারিনা কেন ?

উড়িয়া হেথায় শব্দ

মুক্ত করিতে আসে আলোর পাখায়,

দিবা, রৌদ্র , জলে পাখনা মেলিয়া সম্মুখে

আলোয় উড়িতে বলে

তবু পারেনা উড়িতে এই নিঃশব্দ হৃদয়ে ...

বড় ক্লান্ত প্রাণ মোর

বড় দুঃস্থ হৃদয়ের প্রয়োজন ,

ছাড়ায়ে বুদ্ধি, বোধ, জ্ঞান

পারেনা ছিঁড়িতে বাঁধন

দেহের ওজনে পড়ে থাকে মন;

পিপীলিকা যেন পারেনা উড়িতে আর ,

হয়না তার শুদ্ধ রৌদ্র স্নান ।

হে শব্দ! শূন্যতার বোধ

সব বাক্য , বিবরণ ব্যর্থ করে প্রাণে

ডুবে থাকে অনন্ত অতলে,

পারিনা জাগিতে হেথা ,

স্বর্ণ পাখা মেলে শব্দের অঙ্গারে

পারিনা উড়ায়ে দিতে হৃদয়েরে অপার্থিব আলোড়নে ।

কবি! তুমি কি জাগিবেনা আর?

হৃদয়ের অন্ধকারে আমারে দিবেনা শান্তি ?

তোমার আলোর অক্ষরে বলিবেনা

কোথা সেই জ্বলন্ত আকাশ ?

আমি বড় ক্লান্ত প্রাণ

মেদ, মাংস, হাড়ে ঘর্মাক্ত শরীরে

রৌদ্রবান আঘাত করিয়া যায়

আমায় জাগিতে বলে;

তবু জাগিতে পারিনা কেন?

হে বন্ধু !

কিসের প্রতিশ্রুতি দিলে

তুমি জাগাবে আমায়?

পিপীলিকা প্রাণ সে তো

জানি, জানি শুধু বৃথা শব্দ করে,

আলোর অঙ্গারে মুক্ত করিয়া পাখা

পারেনা ছুটিতে

অনন্তের এই তীর হতে অন্য কোন তীরে ,

শরীরের ভিতর শরীরে

কিসের এক আশ্চর্য ভারে

সব যেন অন্ধকারে স্থির হয়ে থাকে;

বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান, চিত্তের প্রতারণা
আলোর সামান্য ইঙ্গিতে
অজস্র হইয়া বাড়ে
শব্দেরে স্তব্ধ করিবার তরে ;

হে অনন্তের কবি!
স্বপ্নের সোনালি ধানের ক্ষেতে
দেখি তব শতমুখী ছবি,
ছন্দের জোনাকির ঝিলিমিলি পথে
নক্ষত্রেরা জাগে
হৃদয়ের তারাদের সাথে;
শব্দ, অর্থ, ধ্বনি ছড়ায়ে আলোর অক্ষরে
অনন্ত আকাশ জুড়ে দুলায়ে নক্ষত্রখচিত ব্যজনী
তুমি কি আর জাগিবেনা হে অন্তর্যামী?

নিউইয়র্ক, ১৩ জুন ১৯৮৪

ফিরতে চাই

ফিরে যেতে চায় মন সেই অতীতে সন্ধ্যায়
নক্ষত্রের মাঝে ,
সেই শূন্যে হাওয়ার জ্বলন্ত প্রদীপে
যেথা প্রজ্বলিত আকাশে

শিশুর মত ধরেছিনু প্রাণে
খেলেছিনু রং নিয়ে, পাখি নিয়ে
পালকের ভিতর পালকে জড়ায়ে আকাশ
পরী হয়ে সেজেছিনু নক্ষত্রের ভিড়ে।

সে সময় চলিয়া গেছে,
আজ এই কল্পনার রাতে
বেদনার উল্কাপাত দেখে
জেগে ওঠে মন,
আবার সেই পরিচিত পাখির পালক জড়ায়ে,
অন্ধকার বক্ষ ঢাকিয়া আকাশে,
আবার রঙ্গিন করিতে চাই
এক বিষণ্ন হৃদয়,
হাওয়ায় ধরিতে চাই
আগুনের বুকে শিখা,
উড়িয়া আবার সেই শৈশবের
স্মৃতির উৎসবে
অগ্নিবর্ণ রাতে
ফুলঝুরি হাতে
ঝরে যেতে চাই
নিস্তব্ধ সময়ের পথে ।

হে শৈশব আমার!
স্মৃতির শুভ্র বলাকা যেন কোমল পেলব,
শরীরের ভিতর শূন্যে

শতরূপে স্পর্শ করে ওঠে শব্দ আর ধ্বনি,

নক্ষত্রের তীরে বেদনারে দেয়

আলোর অঞ্জলি ,

কল্পনারে জাগিতে দেয়

শব্দের অনলে ;

শতকোটি সূর্য নিয়ে যে রাত

স্ফুলিঙ্গেরে বক্ষে বয়ে

নামিয়াছে হৃদয়ে আমার,

সেই রাতের আঙ্গিনায়

নীলাম্বু দেহ ঘিরে

রঙ্গিন পাখির ডানায়

উড়ায়ে আমায়

তোমার সহস্র অঙ্গুলি

যেথা প্রদীপের মত জ্বেলে দেয়

হৃদয় আমার,

দেখি সেথা তোমারই শরীর।

পাখির পালকে সাজায়ে আমায়

যেথা অন্ধকার জ্বেলে

যেতে দাও দূরে ... বহুদূরে ....

ঐ নীল অদৃশ্য শরীরে

রং আর স্মৃতি বয়ে

আবার ফিরিতে দিয়ো

শৈশবে ফেলে আসা ঐ মানুষের ঘরে ।

নিউইয়র্ক , ৪ জুন ১৯৮৪

ময়ূরের স্নান

পৃথিবীর এই প্রান্তে সাদা বালি আর শামুকের পাশে
কল্পনা উড়ায়ে দিই জ্যোৎস্নার আলোতে,
পাখনা তুলে সে নামে প্রাণে
ময়ূরের মত সাজিয়া আলোর বিন্দুতে
স্বপ্নেরে ঢাকিয়া বুকে
জ্যোৎস্নায় করে স্নান সমুদ্রের সবুজ গভীরে ,

হে কল্পনার আলোকনা !
তোমার পাখার অদৃশ্য গতিতে
নীল হতে নীলতর হয়ে ফিরে এই প্রাণ,
সন্ধ্যায় সাজায় আপন সাজ
শরীরের ভিতর কুঙ্কুম আগুনে
নক্ষত্রেরে মুখে তুলে সাজায় পাখায় ;

হে রাতের ময়ূর!
তোমার পাখনায় আমার পালক
সমুদ্রের নোনা জলে তোমার ছায়ায় আমার আলোক
তোমার কুঙ্কুমে আমার রং,
তোমার শরীরে আমার শরীর ।

জলর ভিতর শব্দে যেথা সূর্য ক্রীড়া করে

চলে গেছে অজস্র সকাল,

নাড়িয়া আপন সুখ

ছন্দ ভঙ্গ করিয়া সত্ত্বায়

সূর্যের কুঙ্কুম রং

জল হতে তোলে বুকে,

পেখম খোলা অজস্র পালকে

যতক্ষণ নক্ষত্রেরা জাগিয়া থাকে

আমারে জাগায়ে রাখে ,

শুক্লপক্ষে চাঁদের আলোয় বাতাস

শুভ্র কত শামুকের সাথে

আমারে বাঁচায়ে রাখে এই দীর্ঘ বানুচরে ।

হে ময়ূর!

এই নীলাম্বু নীলয়ে

নীলোৎপল চোখে জাগিয়া আকাশে

স্বপ্ন নয়, তবু স্বপ্ন বধ হয়

সাজাও আমায় তোমার আলোর পাখায়;

সূর্য ক্রীড়া শেষ হলে অন্ধকারে

শরীরের ভিতর আরেক শরীরে,

জ্যোতিষ্কের নীচে

এই পৃথিবীর উপর উজ্জ্বল বালুতে

হে ময়ূর!

আমি স্নান করি তোমারই শরীরে

সমুদ্রের তীরে ।

নিউইয়র্ক, ২৩ মে ১৯৮৪

মৃগদেহী কল্পনা

“শব্দ নয়, অর্থ নয়, নয় কোন দুঃখ দুঃসংবাদ”

পাষাণ নগরী পথে উন্মুক্ত শক্তিতে

চেতনা জ্বলিয়া ওঠে সূর্য শরাঘাতে;

মৃগের মত এই প্রমত্ত নগরে

স্বর্ণবত শৃঙ্গ তুলে শূন্যেরে করিয়া আঘাত

সূর্যেরে বহন করিয়া আনে

মুক্ত নীল নশ্বর শরীরে

হৃদয় আকাশ।

যন্ত্রণা, রক্তক্ষয়, বেদনা, অবিশ্বাস

বিস্মিত হইয়া

বিম্বের ভিতর বিম্বে করিয়া প্রবেশ

সূর্য মোরে ছায়া হতে তুলে ধরে শূন্যের উপর;

আমি এক আশ্চর্য স্বত্বা,

মুক্তি খুঁজি ,

মনিয়ার মত চঞ্চল পালকে

ছড়ায়ে অজস্র ছায়া ,

রক্ত হতে তুলিয়া অঙ্কুর

প্রতিদিন পথে পথে দুলায়ে আলোর দর্পণ ,

দীপ্ত হতে দেখি দিন,

দুরন্ত হইয়া পল অনুপলে

ঘুরিতে ফিরিতে দেখি

এরই মাঝে অসংখ্য মানব মানবীরে।

জ্বলিছে , জাগিছে তারা...

প্রিয়তম মন এক জমিছে স্বত্বায়

স্ফুলিঙ্গের বুকে উড়িয়া ফিরিছে ক্ষণ অনুক্ষণ ,

মুহূর্তের নিশ্চিত শিকারে ধ্বংস হতেছে কাব্য,

ধুলা, বালি উড়ায়ে ডানায় কণিকা কণায়,

মনিয়ার মত প্রাণ ছায়াতে হাওয়ায়

যুঝিছে সময় ...

পল, অনুপলে চিত্ত মোর হতেছে অস্থির;

এরই মাঝে

মানুষের আনাগোনা, লেনদেন, অসংখ্য উৎসব

ঘুরিতেছে, জ্বলিতেছে জন্ম জন্মান্তর,

ক্ষুধা, লোভ, লালসায় লেহিত জিহ্বায়

জ্বলিছে এক অস্থির জঠর;

আমি আশ্চর্য প্রাণ এক

মানুষের সাথে ঘুরিতেছি

নগরে, চত্বরে ,

চতুর্দিকে চলন্ত চাকার চিৎকারে

চিত্ত মোর পেতেছে আঘাত,

তাই মৃগদেহে কল্পনা আমার

শৃঙ্গ দিয়া তুলিয়া আকাশ

শূন্যেরে ভাঙ্গিতে যায়,

ছিটায়ে আলোক

অশরীরী সূর্যেরে বহন করিতে আসে

শরীরে আমার।

নিউইয়র্ক , ৯ জুন ১৯৮৪

আলোর অক্ষরে মুক্ত

অনুপ রেজ

রচনাকাল

ঊনিশ শো ছিয়াশী সাল

উৎসর্গ

পৃথিবীর যে সব মানুষ শব্দের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করেছে, শব্দের মালা গেঁথে চিত্তকে সাজিয়েছে এবং যাদের সাহিত্য সৃষ্টির আলো পেয়ে এই প্রান অনুপ্রানিত হয়েছে সেই মানুষদের সম্মানে এই কবিতাগুলো লেখা।

কে তুমি ?

জাগিতে পারিনা আমি এই অন্ধকারে,
উজ্জ্বল আলোর স্বরে ডাকিয়া আকাশ, ঘুমের অতলে,
আমারে জাগিতে বলে,
পারিনা জাগিতে কেন?
কেন এই অন্ধকারে, নিজেরই অজ্ঞাতে,
মুহুর্ত্তের নীড় হতে লিখিল নীরব শরীরে ?
পতন হয়েছে মোর সময়ের ভারে?
কে আমি ?
কেন এই অন্ধকারে আলোর ইঙ্গিতে জাগিয়া উঠিতে চাই ?

স্বপ্নের ভিতর স্বপ্নে,
আলোর ভিতর আলোতে,
কল্পনার মুগ্ধমুখে ঈশ্বর শরীরে,
কে তুমি অন্ধকারে, আমারে জাগিতে বলো ?
স্বপ্ন হতে দূরে সময়ের দিক চক্রবালে ,
সূর্য্যের মতন এক উজ্জ্বল শরীরে,
কে তুমি ডাকিয়া হারায়ে যাও শব্দের অঙ্গারে ?
কে তুমি মুক্ত করিতে চাও মোরে আলোর অক্ষরে ?

ভূমিকা

শব্দেরা আসে সব প্রকৃতির অন্তঃস্থল হতে,
বুঝিনা তাহারে,
আনাগোনা করে ফিরে যায় শব্দ অন্ধকারে;
বলিতে চেয়েছি তোমারে
সেই শব্দ, সেই আলো, সেই অন্ধকারে
আমার নির্জন প্রানের কথা সব
শূণ্য বিন্দু ধারে ;
তোমার হৃদয়ে দেখিয়াছি আলো মোর
মুহুর্ত প্রকাশে,
জাগিয়াছি রাতের আঁধারে,
দেখিয়াছি নক্ষত্রের বুকে কল্পনার তারা সব
জাগিয়া আলোতে
শব্দেরে উড়ায়ে বক্ষে ক্ষনিকের তরে
ডাকিয়াছে তোমারে, আমারে;
কি যেন জানিবার তরে
বক্ষ মোর হয়েছে ব্যাকুল,
বুঝিনাই তারে,
শব্দের গাঢ় অন্ধকারে শুধু খুঁজিয়াছি মোরে;
আমার আকাশে তোমার আলোর বিন্দু
স্নিগ্ধ করে রাত

দিয়াছে শরীরের আমার শব্দের আঘাত;
বুঝি নাই, বুঝি নাই কিছু..........
শব্দের আলোর শব্দে
ঘুম হতে উঠে
দেখিয়াছি আলোর আঘাতে চূর্ন হয়ে রাত
জাগিতেছে বুকে,
নক্ষত্র নীল গন্ধ ছড়ায়ে শরীরে
বুঝাতেছে মোরে
আমি একা নই,
অনন্তের পাড়ে রয়েছে আলোর সঙ্গী
সমুদ্রের ধারে;

হে আলোর পথিক!
শব্দের জোৎস্নায় জাগি আমি শব্দহীন রাতে,
তারাদের সাথে আমিও একাকী সেথা অন্ধকার পথে
মনে হয় ডাকি কারে, জানি নাকো,
হয়ত তোমারে।।

সাগভায়েন-২

ময়ূর

পৃথিবীর এই প্রান্তে সাদা বালি, শামুকের মাঝে
কল্পনা উড়ায়ে দিই জোৎস্নার আলোতে,
পাখনা খুলে নামে প্রাণে
ময়ূরের মত আলোর বিন্দুতে,
স্বপ্নের ঢাকিয়া বুকে
জোৎস্নায় করে স্নান সমুদ্রের সবুজ গভীরে;

হে আলোকনা!
তোমার অদৃশ্য পাখার গতিতে
নীল হতে নীলতর হয়ে ফিরে আসে প্রাণ,
সন্ধ্যায় সাজায় আপন সাজ
শরীরের ভিতর কুঙ্কুম আগুনে,
নক্ষত্রেরে মুখে তুলে সাজায় আমায়;

হে রাতের ময়ূর!
তোমার পাখনায় আমার পালক,
সমুদ্রের নোনা জলে তোমার ছায়ায় আমার আলোক,
তোমার কুঙ্কুমে আমার রঙ,
তোমার শরীরে আমার শরীর;

জলের ভিতর শব্দে যেথা সূর্যক্রীড়া করে গেছে অজস্র সকাল
নাড়িয়া আপন সুখে
ছন্দভঙ্গ করিয়া সত্ত্বায় সূর্য্যের কুঙ্কুম রঙ
জল হতে ওঠে বুকে,
পেখম খোলা অজস্র পালকে সারারাত ধরে নক্ষত্রেরা জ্বালিয়া আমায় আমারে জাগায়ে রাখে;
শুক্লপক্ষে চাঁদের বাতাস
শুভ্র শত শামুকের মাঝে
আমারে বাঁচায়ে রাখে এই দীর্ঘ বালুচরে;

হে ময়ূর !
এই নীলাম্বু নীলয়ে
নিলোৎপল চোখে জাগিয়ে আকাশ
স্বপ্ন নয়, তবু স্বপ্ন বোধ হয়
সন্ধ্যায় সাজায় শরীর যেন তোমার সবুজ আলোর পাখায়;
সূর্যক্রীড়া শেষ হলে
শরীরের ভিতর শরীরে
শত কোটি জ্যোতিষ্কের নীচে,
এই পৃথিবীর পাড়ে উজ্জ্বল বালুতে
হে ময়ূর!
আমি স্নান করি তোমার শরীরে
সমুদ্রের ধারে।

প্রজাপতি

নক্ষত্রের মত আমি
গন্ধ নিতে
একদল প্রজাপতি বুকে
পৃথিবীর শরত হীম সকালের মাঠে,
সূর্য্য স্পর্শে ঘাসের নরম শরীরে যেথা
হীরকের মত জলে,
শিশিরেরে শব্দহীন শরে সমাপ্ত হয়েছে রাত্রি,
আলোর কনার সাথে উড়িয়াছি,
ফুলের রেনুতে ঝাড়িয়া ডানার রঙ
পৃথিবীরে জানায়েছি
আমি “উপস্থিত”।

নক্ষত্রে মত
বায়ুর ওপাড়ে নীল
আরো নীল
আরো তীব্র হয়ে
যেথা জ্বলিছে আকাশ পথে শরতের শুভ্র দিন,
যেথা অনন্তের সাথে খেলিয়া আলোর প্রাণে
সূর্য্য, বায়ু উড়াতেছে মেঘে জলের ভিতর বিন্দু বিন্দু প্রাণে
হীরকের মত রোদ শিশিরের টানে,

স্থীরতায় স্তব্ধ হয়ে সেথা
খুলিয়াছি পাখা,
স্বপ্নের পালক স্পর্শে ভারহীন শিখা
শরতের মাঠ বয়ে
ঘাসের পাতার নিচে যেই প্রাণ সেই প্রাণে
ঘসিয়া পাতার রঙ,
নক্ষত্রের প্রজাপতি যেন,
লিখিয়াছে ভাষা
হৃদয়ের অব্যক্ত, অব্যয় অক্ষরে ;

নক্ষত্রের মত আমি
সারারাত ঘুরে,
শিশির শরীর যেথা জ্বলে গেছে আলোর শরীরে,
শব্দেরে চেয়েছি ধরিতে নিশ্ছিদ্র প্রানের গভীরে,
পাখনা নাড়িয়া সেথা আলোর ভিতর
খেলেছি প্রথম রোদে,
মাটির ভিতর বালুতে
মেঘের পালক হাতে নামিয়া আকাশ
খেলিয়াছে মোর প্রানে প্রজাপতি হয়ে।

সাগভায়েন, নরওয়ে।

ভ্রমর

আলোর উন্মুক্ত শব্দে আসিয়া হেথা
হৃদয়ের কুঞ্জবনে গুজরিত ভ্রমরের মত
গুঞ্জন করিছে ব্যাথা আলোর সাক্ষাতে ;
উজ্জ্বল ধুলার ভিতর মুক্ত কনিকায়
অভ্রের মতন চিত্ত করিছে স্পন্দন
পৃথিবীর দিশাহারা নক্ষত্রের গানে ;

শব্দের ভিতর শব্দে
আলোর ভিতর আলোতে
ধাইয়া আপন প্রানে সিঞ্জন করিছে প্রশ্ন
মুহুর্ত্ত পলকে ;
ভ্রমরের বক্ষ হতে ভ্রমরীর মত পুচ্ছ তার ঘসিয়া আলোয়
বেদনা জাগায় কারে ?
সুন্দর আলোর রঙ সাজায়ে পাখায়,
গুঞ্জন করিয়া হেথা মুহুর্ত্তের প্রাণে,
ফুল, রঙ, রেনুর সন্ধানে আমারে লইয়া যায় অনন্তের পানে,
প্রভাত পাখীর গানে
আত্মহত্যা করিয়া রাত্রি রেখে গেছে
নীলের সন্ধানে শব্দ সব ;
প্রস্ফুটিত মুকুলের মাঝে হৃদয়ের অন্ধকার যত

ভ্রমরের মত করিয়া গুঞ্জন উড়িছে আলোর পায়ে নিয়মের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ;
স্ফটিক নীলের মত নীল চোখে তাকায়ে আকাশ
পৃথিবীর কুজ্ঞবনে গুজরিত ভ্রমরের দলে
উড়িয়ে নামিতে চায়,
আলোয় ধাইতে চায় শব্দের সংগীতে ;

কত পাখী, কত গান, কত ফুল ......
কত মধুর সন্ধানে
জাগিয়া আপন প্রাণে ব্যথা সব ভ্রমর হইয়া যায়..........
ভ্রমরীর মত পুচ্ছ তার তুলিয়া আলোয়
এরই মাঝে তারকার স্বপ্ন যেন জেগে থাকে
রাত্রির পশ্চাতে ;
মিলনের তরে,
মক্ষিকা পরানে
জেগে থাকে চিও মোর ;
ধুলার ভিতর ধুইয়া আলোয় স্পন্দন করিতে থাকে,
অভ্র যেন,
শব্দ শবে আমার কবিতায়।

সাগভায়েন, নরওয়ে।

মুখোশ

দুঃখ যদি দিবিই মোরে
আয়না মুখোশ খুলে ,
হল্কা দিয়ে উড়িয়ে আলো কালো কেশের ফুলে
অমন করে দিসনে দেখা,
হয়ত চোখের ভুলে বুঝবোনাকো তুইতো' সেথা
রঙ্গিন আলোয় উড়ে
সবুজ মাঠে খেলতে আসিস
দল বদলে ছোটছেলের ভীড়ে ;

দুঃখ যদি দিবিই মোরে,
দেনা রঙ্গিন করে,
ছন্দে যেথা দেখা হবে ছন্দহীনের ঘরে,
বাজিয়ে বাঁশি রাখাল ছেলের হাতে
সুর হারিয়ে ঘুরবো সেথা সবুজ......সবুজ কাশে,
ছায়ার প্রানে, আলোর গানে
মুহুর্ত্তের এই মাঝে
সূর্য শিখায় শব্দ নিয়ে শূণ্যতার ঐ সাজে,
মেঘের বুকে সকাল হলেই শিশির যখন জমে
আসবো আমি ঘাসের পাতায় নেমে,
সেথা মুখোশ যদি পড়েই থাকিস
চিনবো কেন করে?

দুঃখ যদি দিবিই মোরে
দেনা মুখোশ খুলে
আলোর দলে ছোটছেলের ভীড়ে
কানামাছি খেলে কেন ভুলিয়ে রাখিস ওরে ?
তোর মাথার চুলে সূর্য্য হোথা জ্বলে,
ফুল যেন কোন আলোর পাড়ে এসে
জ্বলছে সেথা অন্ধকারের কেশে;
শুভ্র শত আলোর রেখার মাঝে
এক চিত্রকরের হাতে জ্বলছে মুখোশ,
জ্বলছে এই প্রানের অন্ধকারে সকাল তারার শিখার মাঝে
শিশির ভরা কাশে
দুঃখ আমার,
যেন রাখাল ছেলের প্রানে হারিয়ে যাওয়া সুরের মাঝে
ফুল নিয়ে কে আসছে হেঁসে
সাজিয়ে মাথার চুলে,
খেলার ছলে মুখোশ তুলে
আলোর পাড়ে ডেকে
ধরতে বলে তারে,
যেন কানামাছি খেলছে সে যে
আমার সাথে আলোয় অন্ধকারে;

দুঃখ যদি দিবিই মোরে
দিসনি এমন করে;

শূণ্যতার ফুলে সাজিয়ে মুখোশ যার সাথে
তুই খেলতে আসিস
সে যে অনেক আলোর পাড়ে
দাঁড়িয়ে আছে দেখবে বলে
মুখোশ খোলা আলোর প্রতীমারে ।।

সাগভায়েন, নরওয়ে, জুন ছিয়াশী।

এলি কেন ?

যাবিই যদি তবে কেন এসেছিলি ঘরে ?
আলোর জলে পাহাড় ছুঁয়ে বিশ্বটাকে দেখলি কেন
এমন হৃদয় আলোয় ভরে?
জোৎস্না এলে উঠলি কেন এমন স্বপ্নভরা চোখে,
রঙ্গিন পাখায় উড়লো যেথা বিশ্ব মানব মাঝে
হৃদয় নীড়ের কাব্যশত ময়ূর হয়ে নেচে?
আমার বুকে আসলি কেন এমন ঘরের পাখী সেজে;
কাকাতুয়া, ময়না যেথা আলোর বুকে কেঁদে
বললো আমায় আলোর কথা
পাহাড় হতে রঙ্গিন জলে নেমে ;
আমার হাতে এসে বসলি কেন নরম আলোর পায়ে
স্বপ্ন নিয়ে, শব্দ নিয়ে, শূণ্যতার এই বুকে ?
হাঁসলি কেন এমন চোখে ?
হীরের মতন রঙ্গে পাখনা তোর খুললি কেন ?
ময়ূর যেন আকাশ পানে চেয়ে মেঘের বুকে
নাচতে এলো হৃদয় হাওয়ায় বয়ে ;
ওরে যাসনি আমার ঘরের দুয়ার ছেড়ে,
চত্বরে মোর ছড়িয়ে দেবো আলোর বীজে
এই সবুজে প্রাণের মালা,
যাসনা ছেড়ে এই দুপুরে

এই স্বপ্নপূরীর মেলা ;
হীরেয়, হারেয়, হুজ্জুতীতে
প্রাণ হয়ে যায় কালা ;
ওরে যাসনা আমায় ছেড়ে
আলোর পাড়ে এমন করে উল্কা জ্বেলে বুকে
যাসনে আমায় ফেলে ।

যাবিই যদি,এলি কেন তবে ?
দেখলি কেন এমন ভরা চোখে ?
আমার বুকের যন্ত্রনাতে ছুঁইয়ে আলোর পাখা
কেন এমন করে নাড়িয়ে গেলি
হীম হৃদয়ের ভাষা ?
কেন ছুঁইয়ে গেলি আলোর বুকে শূণ্যতার এই সুখে
স্বপ্নপূরীর আশা ?

ওরে, যাসনে ওরে......
ওরে পাখনা নেড়ে যাসনা দূরে .....
আলোর মাঝে এই দুপুরে
ফেলে দিয়ে আনন্দের এই খেলা
মেলার দলে ভীড়িয়ে মোরে
যাসনে সেথা যেথা ভূবনপাড়ের তারা
অন্ধকারে আলোর ভারে
ঝুলছে যেন স্বর্গহতে নীচে ;

যেতেই যদি হবে, এলি কেন তবে ?
আলোর বুকে রঙ্গ ছড়িয়ে খেলতে যদিই হবে,
খেললি কেন আমার ঘরের পাশে ?
মুক্তি যদি দিতেই হবে তোরে .....
এমন করে চলে গেলে মুক্তি কোথায় হবে ?
পরীর মাঝে পাখনাহীন করে
মেলার দলে সূর্য্যখানা উড়িয়ে নিয়ে বুকে
কেন খেলতে এলি এই হৃদয়ে
এই ছোট্ট ঘরের মাঝে ?

কেন ব্যথা দিস

কেন কাঁদিস হৃদয় তুই ?
কে গেছে চলে ?
সূর্য্য করে ধুলার মন্দিরে রোদ্রস্নাত বুকে
দেখিতে পাসনা সেথা
জ্বলন্ত পলাকা হাতে নির্ম্মল শরীরে
ঈশ্বরী দাঁড়ায়ে সেথা শূণ্যের গভীরে
জ্বালায় আলোর প্রদীপ সব অনন্তের তীরে ?
হে হৃদয় কাঁদিস হেথায় কেন ?
কারে খুঁজিস ব্যথায় ?
আলোয় উড়িয়ে তারে যেতে দেরে বহুদূরে
নক্ষত্র খচিত পাখায়,
হীম নীল শব্দহীন হয়ে
যেতে দেরে দিপাবলী মাঝে;
জ্বলন্ত শরীর তার অন্ধকার হতে
আলো আনিয়া ফিরিবে আবার;
ধুলার ধুসর করে
সূর্য্য হতে ছুঁইয়া আমায়
রাখিতে আসিবে সে স্পর্শ তার
কত দিন কত উজ্জ্বল দুপুরে;
এই অন্ধকার বুকে

সেই আলোর শিখায় দেখিবো তাহারে আমি;
মুখোমুখি দু’জনায়
ছায়ায়, আলোয়, পাতায়
মুক্তির চিহ্ন তার রেখে যাবে
শূণ্যতম স্বচ্ছতার তলে,
কহিবো অনেক কথা,
পৃথিবীর আলোচনা সব ফুরাবে না আর;

হে হৃদয় কাঁদিয়া হেথায় কেন ব্যথা দিস মোরে?
কেন কবিতার শব্দে তুই
ভুলিলিনা, ওরে,
পৃথিবীর মায়া সব?
কেন শব্দ হতে পালায়ে যাস পৃথিবীর মানুষের ঘরে?
ঢাকিয়া আপন বুক মৃতের শরীরে ,
কেন তুই রক্তাক্ত করিয়া যাস
সূর্য্যের ডানার নীচে আমার পালকে ,
পৃথিবীর ভারহীন শব্দসব সময়ের তীরে ?
দেখিতে পাসনা তুই
আলোয় কাঁপিছে সূর্য্য
ধুলায় কাঁপায়ে ধাত্রী ধরিত্রীর বুকে ?
ধমনীর কত রোদ বহিয়া আকাশে
সঞ্চয় করিছে শক্তি শতাব্দির তরে ?
এরই মাঝে দেখিতে পাসনা তারে

মুখোমুখি যারে বালিয়াছি বহু কথা.....
বহু অন্ধকারে পৃথিবীর আলোচনা ফুরাবার আগে
যার সাথে আমিও শুনেছি আলোর নির্দেশ ?

সাগভায়েন, নরওয়ে, জুন ছিয়াশী ।

স্পর্শ করো মোরে

রাত্রির মুখোশ হাতে জাগিয়াছি ,
কাঁদিয়াছি ,
শোনে নাই কেউ ;
সূর্য্যের উজ্জ্বল মুখ তুলে ডাকিয়াছি
শব্দহীন স্মৃতির গভীরে।

হে আলো!
নতজানু হয়ে
দেখেছি ছায়ার মতন মুখ পৃথিবীর মুখে,
ছবির মতন এক শহরের বুকে ,
রোদের ফলক পায়ে ,
নক্ষত্রের বুকে হাঁটিয়াছি ;
এরই মধ্যে মানুষেরা
ঘড়ির হাতের মত ঘুরায়েছে মোরে
উত্তরে, দক্ষিনে।

মুক্তি পেতে জাগিয়াছি রাতে,
নিজের মুখোশ হাতে কাঁদিয়াছি,
আলোর সংঘাতে স্তব্ধ হয়ে রাত
জানালার ধারে
আলোর অতল হতে আনিয়াছে বায়ু ,

স্মৃতির নির্ম্মল করে মুছায়েছে চোখ ,
দেখে নাই কেউ।

আলোর গভীরে একা
পৃথিবীর কান্না শুনি আমি
হে মানব মানবী!
ব্রহ্মান্ডের এইখানে শেষ নয় ,
পৃথিবীরও শেষ নয় ,
শেষ নয় পাপ, পূণ্য, ক্ষুধা, দুঃখ,
জন্ম, মৃত্যু, হানি ;
ছায়ার ভিতর ছায়ায় নক্ষত্রের জন্ম হয় ,
দেবতা, ভূমি, জল বাষ্প, নাড়ী
আলোর ফলক হাতে প্রভাতের সাথে
আমারে কি যেন বলিতে আসে,
রক্তে রঙ্গিন হয়ে প্রভাতের ছবি সূর্য্যে ভাসে ,
কাহারে বলিব আমি আমার কাহিনী ?

হে মানব, মানবী!
পৃথিবীর এইখানে শেষ নয়,
কান্না, দুঃখ, অনুতাপ দগ্ধ করে আমি
উন্মুক্ত আকাশ দেখি,
দেখি কালো পাথরের বুকে জ্বলে কত মনি,
করুনায় স্পর্শ করে যে আলো মোরে

হে মানব, মানবী!

সেই আলোর ভিতর

ঘৃনা নয়, প্রেম নয়

শুধু স্পর্শ করো মোরে।

সাগভায়েন, নরওয়ে, মার্চ ছিয়াশী।

কোথায় খুঁজিব তোমায়

শব্দ এসে ছিন্ন করে ব্যথা, দু:খ, শোক
আলোয় উড়িতে বলে,
জোৎস্নার নির্মল নির্বাক পাখায়
শান্তি আসে সময়ের কানে...
প্রিয়তমা পৃথিবীর বুকে পুষ্প, পাখী
চিরন্তন আলোর ঝলকে পরিপূর্ণ করে প্রাণ;
স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন, স্বাদহীন মৃত্যুর ভিতর
অজস্র আলোর সাথে খেলিয়া সেথায়
আমারে ডাকিয়া যায় শব্দের সত্তায়

হে আলো! হে উজ্বিবীত হৃদয় আমার!
এরই মাঝে কেমনে বুঝিবো আমি নিয়মের নিষ্ঠুর প্রত্যয়?
কেমনে খেলিব সেথা অন্তরে অন্তরে
হৃদয়ের রক্ত রঙ্গে নবীন আশায়?
প্রকৃতির পক্ষহীন চোখে কেমনে দেখিবো আমি সমুদ্র পাখায়
জ্বলিছে অনন্ত রোদ বক্ষ হতে দূরে মুহূর্তের অজস্র শাখায়?
মৃত্যুরে ফেলিয়া দুরে,
হে প্রাণ মোর!
কোথা, কোথা, কোথা যাবো আমি ?
সুন্দর আলোর সাথে খেলিয়া পরান মাঝে,

কোথা, কতদূরে, হে অন্তর্যামী, পৃথিবীর এই স্বাদ জাগিবে আবার ?

পুরাতন প্রেম নয়, অন্ধকার নয় হেথা যেন,

অনন্ত পথের ধারে মোর সাথে এ কার পরিচয় ?

দ্বিধাহীন, দ্বন্ধহীন

নি:শব্দ নিশিথে কার সাথে বক্ষ মোর জড়ায়ে বাতাসে

খেলিছে আলোর সাথে জোৎস্নায় অন্তরে?

দেখিছে আলোর মাঝে নিয়মের নিষ্ঠুর সংঘাতে

ভাঙ্গিছে, গড়িছে রাত্রি ?

আলো হতে ঝড়িছে শব্দের সাথে

কুঙ্কুম রঙ নিয়ে স্বপ্নের পাখায়

পৃথিবীর ঘ্রান যত

রক্ত, রঙ বয়ে ?

হে পথিক! হে প্রিয়জন!

এ রক্তাক্ত হৃদয় মোর শব্দ হতে খুঁজিছে তোমায়,

মৃত্যু হতে ডাকিছে আলোর মাঝে,

চিরস্থীর নি:শব্দে শব্দের অঙ্গার জ্বালায়ে আকাশ

শূণ্যের শিশির বুকে আনিয়া উত্তাপ

আমারে খুঁজিতে বলে

পৃথিবীর ঘাসের ভিতর অঙ্কুরে

বল, বল,

হোথা পাবোকি আমি খুঁজিলে তোমায়?

খেলাঘরে

হে প্রিয় তুই,
তোর চোখের জলে আলোর মুখে কিসের বেদনা?
জীবনপাড়ে জন্ম নিয়ে খেলাঘরের মাঝে
ভাঙ্গেই যদি রঙ্গিন ডানা
ব্যস্ততা আর কাজে,
কাঁদিস কেন এমন করে
শব্দ যেথা লাজে লুকায়ে তার আপন ভাষা
চোখের জলে হৃদয় পানে দৃষ্টি তার ঢাকে;
আয়না ফিরে খেলাঘরের মাঝে,
খেলবো মোরা হৃদয় জুড়ে....
রক্ত পালক হাতে লিখবো মোরা দেওয়াল ভরে
শিশুর মত প্রাণে,
ফিসফিসিয়ে বলবো মোরা অন্ধকারের কানে
রক্ত হতে যে সব কথা আসে প্রাণের টানে;
জানবে না কেউ গোপন কথা,
শুধু মোদের চোখের মাঝে দুষ্টুমিতে খেলবে হাঁসি
মাথায় পালক গুঁজে
শূণ্যতাতে থাকবে শুধু
দেওয়ালগুলোর মাঝে
রঙ্গিন হয়ে হিজিবিজি শব্দ মোদের

আলোর পানে চেয়ে;
বলবি তুই
“পাখী মোরা”,
পাখনা যদি ভেঙ্গেই গেলো
এমন মানুষ হয়ে সেজে
কেমন করে উড়বো মোরা
এই অন্ধকারের দেশে?
ঘরতো’ মোদের বহুদূরে বহু আলোর পাড়ে,
পাখনা যদি ভেঙ্গেই গেলো,
কেমন করে ফিরবো মোরা ঘরে?

হে প্রিয় তুই!
শব্দে তোরে ধরে
জীবন পাড়ে আমি একা
এসেছিনু খেলাঘরে মাঝে,
ব্যস্ততা আর কাজে
খুঁজতে গিয়ে আলোর মাঝে অলোর ভুসিকনা
মাটির মাঝে ভাঙলো যদি রঙ্গিন মোদের ডানা;
তাই বলে কি কাঁদবি তুই এমন করে আলোর পানে চেয়ে?

আয়না হেথায়,
খেলবো মোরা শিশুর মতন প্রাণে
বুলবুলি আর ময়না হেথা আনবে তাদের গানে

সূর্য্য হতে পাখনা মোদের পুলক ভরা তানে;
আয়না হেথা মানুষ হয়ে,
নাইবা হলাম পরী,
দেখনা চেয়ে জীবন ঘরে কতশত কড়ি
খেলার শেষে পড়ে আছে
যেন শূণ্যতার ঐ তরী!
আয়না মোরা ঠেলেই দেখি
ওর বুকেতে উঠে
হয়ত মোরা পারবো দিতে ঘরের দিকে পাড়ি।

প্রত্যাখ্যান

সোনালী নদীর জলে নামায়ে আঁচল
আলোর অপ্সরী তুই
চোখেতে টানিয়া ছায়ার কাজল
কি বলিতে আসিস তুই?
হৃদয়ের বারাঙ্গনা নারী,
তুই কি শোনাবী মোরে?
দু:খ তোর?
বিকায়ে শরীর পৃথিবীর কাছে,
আসিস আমার বুকে প্রেমের সন্ধানে?
বল, বল, তুই কি বলিবি মোরে?
ভালবেসে তোরে একদিন ডেকেছিনু ঘরে,
নাচের আসর শেষে নর্তকীর বেশে
সূর্য্য হাত ধরে চলে গেলি পৃথিবীর মাঝে
মোর ভাঙা ঘর ছেড়ে;
কত দিন, কত রাত দেখিতে চেয়েছি তোরে
সূর্য্য আলিঙ্গনে পৃথিবী যেথা জড়ায়ে শরীরে
ঘাসের ভিতর তোরে স্পর্শ করে
রেখেছে বুকেতে হাত,
সেথা করিয়া চিৎকার বলিতে চেয়েছি আমি
"ওরে বিকায়ে দিসনা পৃথিবীর কাছে মোর সব অঙ্গীকার"।

নর্তকি তুই, কেন আসিস এবার?
কেন সোনালী নদীর জলে নামায়ে আঁচল
আমারে ভুলাতে আসিস তুই
হৃদয়ের অন্ধকার তীরে?
বলিবিকি “ভুলিনাই তোরে”?
বলিবিকি
“আলোর ভিতর জলে নামিয়া হেথায়
করিবো চুম্বন তোরে সমুদ্রের পাড়ে”?
না, না, দিবনা তোরে মোর শেষ অঙ্গীকার আর,
বলিবোনা আর, “ওরে আলো, তোরে ভালবাসি
আয়, বস, হৃদয়ে আমার”;
বারাঙ্গনা, বল তুই কি বলিবি আমায়?
এমন নি:শব্দ নিষ্ঠুর চোখে তাকায়ে আলোর পানে
কেন কাঁদিস হেথায়?
দু:খ তোর?
পাসনিকি প্রেম কোথা?
এসেছিস মোর কাছে শেষ পাওনার তরে?

হায়! কি কঠোর আঘাত তুই দিয়েছিস মোরে,
আজ অন্ধকারে ছায়ার ভিতর
তোর চোখের কাজল জলে
ভালবাসা ফিরাতে এসেছিস আজ?

হায়! ছুঁইয়া আবার তোরে
হৃদয় যে চায়না দিতে তার শেষ অঙ্গীকার আর;
হে প্রেম! ফিরায়ে তোরে
বুঝিতে চাই তুই এসেছিলি জীবনে আমার।।

সাগভায়েন, জুন ছিয়াশী।

জানালার ধারে

জানালার ধারে পাখী যেন এসেছিল কবে,
আলোয় নাড়িয়া ডানা সূর্য্য হতে এনেছিলো রোদ,

পাখনা খুলিয়া তার
নীল বুকে হইয়া অস্থীর আমারে শুধায়েছিলে
"প্রেমিকারে খোঁজ তুমি?
আমি প্রেম
হৃদয়ের গোপন কথা কহনা আমায়"।
সেই জানালার ধারে লুকায়ে আপন মুখ
দেখিনাই তারে;
ভেবেছিনু মৃত্যু সে যে
আমারে ভুলাতে এসেছে সেজে,
হইয়া অস্থীর জ্বালাতে এসেছে মোরে
আলোর শরীর;

পাখী সে যে,
পাখনায় ছিলোনা তেজ,
ছিলোনা পৃথিবীর কোন আকর্ষন,
কুড়ায়ে ছায়ার মুখে আলোর মুকুল
এনেছিলো মোর তরে;

মাটি, ধুলা, আলোর সংগীতে
নেমেছিলো মুহুর্তের তরে
জানালার ভিতর আগুন;
দেখিনাই তারে
বুঝিনাই আলোর ইঙ্গিতে এসেছিল প্রেম সে যে
পাখীর পালক পড়ে;
হায় হৃদয় আমার!
কেন ঘুরালি নিজের মুখ?
কেন দেখিলিনি তারে?
কেন বুঝিলিনি পৃথিবীর বুকে গোপন ইঙ্গিতে
প্রেমিকা সে এসেছিল আলোর সংগীতে?
কত পাখী উড়ে যায়...
সলাজ নয়ন ভরে কত আঁখি জল
ঝড়িয়া ব্যথায় পাখী যে হইতে চায়...
গোপন করিয়া কথা কত প্রেম
আলোয় উড়িয়া ঝড়ে,
যেন কাঁচে সূর্য্য সাজে
প্রাণ তার অজস্র ভঙ্গুর;
জানালার ধারে তারই মাঝে নীল ছায়ায় ভিতর
পড়ে থাকে মৃতদেহ কার?
হে অন্ধকার!
সেই ভয়ে দেখিনাই পাখীরে আমার।

স্বপ্নভঙ্গ

জাগিয়া উঠিয়া ভাবি
এই আলো দিগন্ত মুখোশে চক্ষুহীন
তারকারা রয়েছে দূরে, বহুদূরে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া সেথা
শূণ্যতার স্বাধীন পাখায় উড়ায়ে দিতেছে শক্তি
পৃথিবীর বুকে,
আমি তো রয়েছি সেথা,
বেদনায় চঞ্চল হইয়া যেথা আমার অক্ষরে কবিতা জাগিতে চায়,
প্রাণের অন্তরে পৃথিবী জাগিতে চায়
ঘাসের শরীর হতে দিগন্ত শরীরে;

শব্দেরা দেয়না শান্তি;
আলো, সেও যেন, নয়কো গোচর...
একাকী হেথায় আমি
পথহারা নিরুদ্দিষ্ট নাবালক বালকের মত
গুনিয়া চলেছি তারা,
বসন্তের গন্ধভরা ফুলের পাতায়
ঝড়িয়া পড়িছে রাত্রি সজাগরী শূণ্যতার সংবিগ্ন নয়নে;
কোথা যাবো?
কতদূরে?

শতাধিক তারকারা স্তম্ভিত চরনে
ফিরে আসে প্রশ্ন সব;
পুরাতন কাল, সেও যেন, আলোয় আঁকিয়া মুখ
চেয়ে থাকে মোর পানে নক্ষত্রের সনে;
বৃথা নয় কিছু,
তবু সব যেন বৃথা মনে হয়,
হৃদয়ের গল্প, স্মৃতির অক্ষর...
চেতনার মৌমাছি সব
মধু কি খুঁজিয়া পাবে দু:খের ভিতর?
পুঞ্জিবীত নক্ষত্রের বুকে কল্পিত কাহিনী ঘিরে
মেষ, বৃষ, কন্যা, তুলা, ধনু
মকর, কর্কট স্কন্ধে
শূণ্যতার গভীরতা যত ছড়ায়ে আলোর প্রাণে
রাত্রির রেখা চিত্র শত
আমারে জাগায়ে গেছে,
এরই মাঝে স্বপ্নস্থিত চোখে
শিখার শরীর যেন প্রাণের মন্দিরে
কবিতা হইতে চায়
ফুলের বুকেতে ফুটিয়া উঠিয়া যেন শব্দের শরীরে
স্পর্শ করে আলোর ব্যাথায়;
হায় শব্দ! হায় এই বাক্য সংযোজন!
মৃত্যু তো ফিরিবে হেথা
রহিবে কি এই শব্দের আর প্রয়োজন?

স্বপ্ন নয়, সত্য নয়

রক্তপাখায় আলোর খেলা দেখতে এসে
হারিয়ে গেছে বুকে সারাদিনের যন্ত্রনা সব
পাহাড় জলে ভেসে...
স্বপ্নপুরীর মেঘ যেন কোন উড়ছে আলোর সুখে,
নীলের বুকে নবীন পাখায়
হাওয়ার সাথে মিশে;
সাদা পাখায় ছায়ার ভারে আকাশ যেন নুয়ে
বলতে আসে অমর কথা
অন্ধ শরীর ছুঁয়ে;
নীলের সুখে এমন নীলে এমন আলোর পাড়ে
স্বর্গপাখীর পালক যেন নীলে আকাশে বয়ে
উড়ছে বুকে, উড়ছে আলোয়, উড়ছে সবুজ জলের গায়ে;

স্বপ্ন এ নয়, সত্য এ নয়
সমুদ্রের ঐ সাদা পাখীর মাঝে
উড়ছে হাওয়ায় আমার বুকে কল্পনার ঐ মাঝরাঙা সব,
খুঁজছে প্রাণে,
সমুদ্রের ঐ নীচে,
ছায়া ফেলে যেথায় পাহাড় সাদা পালক গুঁজে
দেখছে তার আপন মুখে অনন্তের এই ফাঁকে

নীলের চেয়ে নীল হয়ে যে ভাসছে সবুজ প্রানের মাঝে।
জলের বুকে দুলছে আলো,
কল্পনা এই পাখীর পালক পড়ে নাড়ছে হৃদয়,
নাচছে জলে ঢেউয়ের বুকে
আমার প্রাণের শব্দ সে সব;
আলোয়, হাওয়ায় উড়ে আসছে হেথায় প্রাণের মাঝে
মাছরাঙাদের সাথে,
ঢেউয়ের বুকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলোর মাঝে জলে,
সূর্য্য হেথায় করছে খেলা
নীল আকাশের শব্দে কত
রঙ্গিন বুকে ধেয়ে;
রক্ত পাখায় যে প্রাণ আমার উড়ে
দেখতে আসে এই জগতে এই বিশ্বনীলের মাঝে
বিস্ময়ের এই চিত্রকলা,
সেথা আলোর তুলিই এঁকে
বিশ্ব যেন বুলিয়ে গেছে আমার হৃদয় পাড়ে
অমর দিনের শব্দ শিখায়
অনন্তের এই ধারে,
আলোর মাঝে যন্ত্রনা মোর
রঙ্গিন...রঙ্গিন...করে...
আকাশ, তুষার, পাহাড় হতে উড়ে
জলের ধারে নাইতে আসে;
যেন স্বপ্নপুরীর মেয়ে আমার বুকে খুলে তার,

সাদা আঁচল ছুঁড়ে,

সবুজ জলে নাইতে আসে;

স্বপ্ন এ নয়,

সত্য এ নয়...

তার শরীর আলোয় জ্বেলে

আমার বুকে নাইতে আসে সে কোন স্বপ্নপুরীর মেয়ে।।

য়ুভিক, সগ্নেফিয়োর্ড, নরওয়ে, জুন ছিয়াশী।

রূপকথা চলে যায়

কোথা হতে আসে রক্ত ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গে
উন্মানা হইয়া ভাবি,
ঘাসের ভিতর গন্ধে,
আত্মার ভিতর শব্দে,
উন্মনা হইয়া থাকি আশ্চর্য্য পুলকে...
প্রয়োজন নাই তবু আছি,
পিপাসার প্রয়োজন নাই তবু
আশ্চর্য্য পিপাসায় রক্ত, মেদ, গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে
উন্মুক্ত হইয়া আলো স্বাদ নেয়
আত্মার গভীরে;
সুবর্ণ আলোর জলে ভাসিয়া হেথায়
পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আর্তনাদে হইয়া চঞ্চল,
শরীর হইতে খসে অশরীরি আনন্দে বিহ্বল,
পৃথিবীর দিগন্তের ছায়ার ভিতর,
নীল বক্ষে যেন কৃষ্ণ পরন্তপ;
মুক্তার মতন বক্ষে জড়ায়ে আলোক
ঝিনুকের গর্ভে যথা জন্ম হয়
সুন্দরী পরান মাঝে স্বপ্নের দোলক,
রয়েছি পৃথিবী মাঝে,
উন্মুক্ত গোলক ফাঁকে ভূমিষ্ট হইয়া সেথা

রক্ত হতে, আলো হতে
মাতার শরীরে, ঘাসে
বুঝিতেছি ব্রহ্মান্ডের গর্ভের উত্তাপে
মুক্তার মতন মুক্তি
পৃথিবীর জীবেদের মাঝে

উন্মনা হইয়া যেন
শব্দ শরে আমি
ছুটেছি আলোর বক্ষে ভগ্ন করে দুঃখ, শোক, গ্লানি,
এরই মাঝে কোটি কোটি মানুষের আর্তনাদে রঙ্গিন হইয়া ফেরে
নীল অন্তর্যামী,
ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গিন করিয়া রক্ত দেখায় আমারে
দিগন্তের অন্ধকারে আলোর বলয়ে
শত কোটি তারকার তীরে মরিছে ব্রহ্মান্ড সেথা
শব্দহীন কালের কোকিল শরীরে;

মৃত্যুর ভিতর শব্দ,
শব্দের ভিতর মৃত্যু,
আলোর ভিতর দুল,
দুলের ভিতর আলোয়
নাড়ায়ে নোলক, পৃথিবীর রূপকথা যেন,
চলে যায়...চলে যায়...
রক্তের পালক হাতে

পৃথিবীর কাহিনীতে সব কথা লিখে যেন
চলে যায় আমার অক্ষর।।

সাগভায়েন, নরওয়ে, মে ছিয়াশি।

আলোর শরীর

কাব্য কথারা ভেসে যায় জলের বুকে দিয়ে -
আসছে প্রাণে,
আসছে যেন সকাল বেলার কাছে;
সূর্য্য যেথা মেঘের পাশে লুকিয়ে দিনের আলোর
চুড়ছে কথা, চুড়ছে ব্যথা;
নীলের বুকে নীল হত কার -
আলোর আলোর গানে
ডাকছে আমায় ...
এই শব্দহীনের প্রাণে;

নরম নরম মেঘে, ভেজর ভেজর, ডাগর ডাগর
কথার অনুরণে
ভাসছে আলোর পাখীর মত অনন্তের এই পারে -
পাহাড় হতে, শূন্য হতে নীল পালকের সাজে
স্বপ্ন আমার -
শুধু এই শুভ্র মেঘের মাঝে;
হীম নয়নের অনেক কথা
অনেক আলোর জলে চুঁইয়ে নামে হৃদয় পাশে,
পাখনা দুটো তুলে
মৃত্যু আসে মধুর হয়ে সমুদ্রের এই তীরে;
সময় হতে দূরে স্বপ্নপুরীর দোরে -
দুলতে আসে আমার বুকে কাব্য কথার মালার
এই হৃদয়ে আলোর ব্যথা
পালক দিয়ে তুলে ...

শব্দ আমার; সূর্য আমার-
নীলের মত তীরে- আলোর ঝলক জ্বালিয়ে রেখে
অন্ধকারের - অন্ধ বেদনাও রক্ত পাতে লুটিয়ে পড়ে-
আমার রঙিন হৃদয় ঘিরে;
শুভ্র দিনের- শুভ্র আলোয় পেখম খোলা প্রাণে-
ময়ূর সেজে-
এই সাত পাহাড়ের মাঝে
ব্যথার মত রক্ত মুকুল ফুটিয়ে রেখে
আলোর শিখার নীচে-
এই হৃদয়ে কাব্য আশ কল্পনার ঐ ময়ূর
হয়ে গেছে;

আকাশখানা ফুলের মত ফুটে
ঝুলছে বুকে নীলের চেয়ে নীলে
ঐ সাদা মেঘের কোলে
স্বপ্নপুরীর সব আলো সব
যেথায় ময়ূর হয়ে গেছে
আসছে কথা, আসছে ব্যথা,
আসছে এই প্রাণের অন্ধকারে-
আলোর শরীর নর্তকীর ঐ বেশে ||

[illegible]
২৯/৩/৫৭

বাসতলায়

কত সব আলোচনা,
তুচ্ছ দুঃখ,
হাসির আড়ালে বেদনা,
এই মোড়ে বাসতলার মেয়েটির মত
এক রাশ সোনালী চুলের নীচে
দুপুরের অদ্ভুত আকর্ষণে চঞ্চল
চোখের নীচে "কিছু নয়" এমন একটি হাসিটার মত
অলস, অপ্রয়োজনীয়, গন্তব্যহীন, সমাধানহীন
সবুজ ঘাসের বুকে
ছোট্ট ছোট্ট সুখিনীর কাহিনী ঘিরে রয়েছে …

এই তো জীবন!
এর মধ্যে প্রাণ কিসের ফয়সালা চায়?
কোন কারণে হৃদয় বিরতি চায়
খোসমেজাজী হাওয়ার বুকে বলা কথার ভীড়ে
সাতরঙা মনের অদ্ভুত টলমলে
রক্তবর্ণ পোখরাজমণির মত
মুহূর্তের ভীড়ে হারিয়ে ফেলা বেদনার সংবেদন?

বলি "খাবে", খাবেনা,
বলি "চলো", চলেনা,
বলি "অপেক্ষা করো", অপেক্ষা করেনা;
এরই বিরুদ্ধাচার করার মধ্যেই মজা টুকু.

চলে, থেমে, অপেক্ষা করে;

অবাক হয়ে বাসতলার মেয়েটি
নামহীন, ঠিকানাহীন চিরকুটের মত-
একটি সংবাদ বহন করে দাঁড়িয়ে থাকে;

জিজ্ঞাসা করি:
"কিসের জন্য, কার জন্য, কি তোমার সংবাদ?"
একটি গহ্বরের ভিতর প্রতিধ্বনি হলে যেমন শব্দ হয়
সেইরকম
পৃথিবীর বুকে এক আশ্চর্য প্রতিধ্বনি ওঠে!
নীরব পলকগুলো মেয়েটির মত
সারা দুনিয়ার আমায় জিজ্ঞাসা করে:
"কার জন্যে, কিসের জন্যে, কি তোমার সংবাদ?"

উত্তর 'নেই' বলেই যেন
নীরব নক্ষত্রের মত
এই পৃথিবীর কাছে নিজের পরিচয় দিতে এসে
ভুলে গেছি শব্দ, বাক্য;
এক অক্ষয় আলোককে হারিয়ে ফেলে সব সংবাদ-
এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি;
চোখের পলকের নীচে-
দুঃখ, হাসি, বেদনার মাঝে
সমস্তের মেয়েটির মত
আমিও জানতে চাইছি-
"কার জন্যে, কিসের জন্যে, কি তোমার সংবাদ?"

[illegible signature]
১৩/৭/৬৭

রাজরানী ও আকাশপাখী

সবুজ পাতায় হাওয়ার মাঝে সব হারানো গানে
মুক্তি আসে অলস দিনের প্রান্তে,
পাখনা তুলে নীল পাখী এক
ঢেকে রাখে সবুজ প্রান্তের তলে
নবীন দিনের নীরব কথা
আমার হৃদয় নীড়ে;

হৃদয় বয়ে মুক্তি আসে হাওয়ার সাথে দুলে,
কাঁপিয়ে ডানা, আলোর রেশম চুলে
গাছের ফাঁকে দেখা প্রথম মুকুল খুলে
জড়িয়ে রাখে নীল পাখী তার গানে
এই দিবসের অলস কথা কাব্য মধুর ছলে;

স্মৃতির সাথে জড়িয়ে ব্যথা
সোনার মুকুট পরে স্বপ্নপুরীর রাজরানী এক
দীর্ঘ আঙুল তুলে আকাশটারে ডাকতে আসে,
সূর্য তারার পাশে
বসতে বলে নীল পালকের
পেখম খানা খুলে;

আলোর মাঝে, এই সকালে ওরই কানের দুলে
কাব্য কথার অনেক ব্যথা দুলিয়ে ঝলমলিয়ে
আমার বুকে দুলতে আসে নীলমহলের পাশে;

কাব্য আমার

বাড়বাণীর ঐ রক্ত-সঙ্কর্ষক হতে

শব্দ হতে প্রার্থ মূলে তার

সূর্য্যশিখায় ভাসে;

নবীন দিনের সূক্ষ্ম সোনার আলোর তরে

সারা শরীর ঘিরে;

যেন রঙিন পোশাক পরে,

খুঁজতে আসে আমার বুকে

স্বপ্নপুরীর বাড়বাণী ঐ

.. ঐ আকাশখানা ..

মুক্ত হয়ে সে যে উড়ে গেছে হৃদয় হতে দূরে;

কাব্যে আমার, রক্তে আমার, স্বপ্নে আমার

হারিয়ে যাওয়া শূন্য পাড়ের নীড়ে

কে তুমি গো,

আকাশটারে ডাকতে আসো

রবির মত সেজে?

৫/৪/৮৭

শিমুল, শাল্মলি তলে

ছায়ার ভিতর—
পড়ন্ত রোদের মুখে রক্তিম হৃদয় রেখে
পৃথিবীর দীর্ঘতম গাছেদের থেকে—
আমার হৃদয় হতে খসে যায়
আলোয়… আলোয়… ওরা পাতা সব—
পুরাতন ফকিরের পথভ্রষ্ট হয়ে ;

ফকিরের তরে লুটায়ে আঁধারে তারা
প্রশ্ন করে—
এইখানে স্থির হয়ে কতদিন রবে ?

সূর্য্য কল্লোলে নামিয়া হেথায়
কতদিন পৃথিবীর বুকে ছায়াঘন পথে আলোয়ে
রাখিবে ঘিরে রক্তিম হৃদয়ে ?

হেমন্তের পাখী কতদিন পরে
আকাশ আলোর বুকে অরণ্যের পথে
অরুণিম শিসে মুখ ঘসে
শিরীষ, শাল্মলি তলে
পাতারে তুলিয়া দেখিবে মানব আত্মার রঙ—
ছায়ার ভিতরে ?

পৃথিবীতে সবকিছু বেদনার মুখোমুখি এমনই অস্থির;
হেমন্তের ঝরে খসে
রঙ, আলো, দুঃখ, অনুতাপ
নগ্ন করে রেখে যায়
স্মৃতির আকাশ তলে পুরাতন প্রার্থ-এক

তাই ফিরে আসে পাখী
কত কথা বলিবার তরে শিস দেয়
সংক্ষেপে বুঝাতে আমারে,
পালকের সুচারুতার ঘসিয়া আলোতে
রেখে যায় শব্দহীন শূন্যের গভীরে
শরীরের গন্ধতার ছায়ায় আঁধারে;

পুলকিত হয়ে
সেই শব্দ শুনিবার তরে,
সেই ঘ্রাণ লইবার সুখে,
শিমূল, শাল্মলী তলে অস্তোন্মুখ অবেলার করে
একাকী দাঁড়ায়ে রই;
সন্ধ্যাগত পথে রূপসীর বেশে
আসে রাত, বলে
"এসো, মোর সাথে ফিরে চলো ঘরে"॥

৪/১০/৬৭

ঝলমলে দোলে

পৃথিবীর এই আলো ঝলমলে দোলে
খেলিয়া আপন সুখে মুগ্ধ করে মোরে;
বৃক্ষ শাখায় দোলে সূর্য্য আলো,
পৃথিবীর পাখী যেন,
আসরে হঠাৎ নীড়ে পক্ষের পালকে
উড়িয়া আলোকে
শূন্যতার সুষমায় ভেদ করে ডাকে
প্রাণের উঁকিরে;

অন্ধকারে বিজলীর মত মতি
নীরব নীলের মাঝে ঝুলিয়া আলোকিত
কল্পনার দূত যেন
চমকিত করে
কি যেন বলিতে
বিদ্যুৎ লইয়া আসে হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে;

দ্বিতীয় সত্তা আকাশের তলে
প্রাণের অনেক কথা ঝলমলে দোলে
তবু যেন!
দুলিয়া দুলিয়া শেষ হয় বিদ্যুতের মাঝে;

পৃথিবীর কত কথা ছিলো বুকে
কত শব্দে, কত সঙ্গীতের পাশে
ছিলো দুঃখ

সব শেষে ডুবিয়া নীরবে
ঝলমলে জলে আলো হয়ে খেলা করে
আপন আলোতে ;

পৃথিবীর পাখী কেন এরই মাঝে
সূর্য্য আলো পেয়ে
শব্দের অমর সুধা ভরিয়া পালকে
উড়ে আসে এই বুকে

কল্পনার জলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখে
আমার হৃদয় নীড়ে বাসা তার
গড়ে যায় সমুদ্রের তীরে ;

পাখনা তার ডুবায়ে আলোতে
ঝলমলে জলে
বেদনার শব্দ সব স্পর্শ করে
আলোর ভিতর হতে ডাকে মোরে
অন্য এক আলোর ভিতরে উড়িবার তরে ॥

[illegible]
২৫/১০/৮৭

আলোর পাখে দিবস হেথা খেলতে আসে প্রাণে;
শূন্য পাখায় শব্দহীনের চকিত চলন কালে
পাহাড় পারে শিশির ভরা
হৃদয় হ্রদের কূলে রক্ত পলাশ ফুলে
নবীন দিনের সুপ্ত পাখায় প্রভাত লেখা
সুদূরকে দিগন্তেরে টানে-

আলোর সাথে সেই গহন অন্ধকারের তলে
ছুঁইয়ে ডানা রক্তে আমার শব্দহীনের কানে
বলতে আসে দিবস যত আলোর কথা
কল্পনার এই ভাবে;

শ্যামলবুকের সবুজ ব্যথায় ফুলভরা এক ডালে
পাখীর মত চলার তালে তালে
হাওয়া যেমন শরীরভারে দুলে
সময়তারে বাঁধিয়ে চলে প্রাণের অঙ্গীকারে-
সূর্য্য শিখার সাথে
হীম নয়নের নিবীড় ছোঁয়া
নবীন আলোর কানে,

তেমনি হেথায় শূন্যতার এই ভাবে-
রক্ত হতে শব্দ আমার দুলিয়ে আলোর ডালে
কল্পনার এই মুক্ত কথা
পাখীর মত চলে আপন ভাবে;

ফুলের সাথে খেলতে এসে দিবস যেন
দেখতে পেয়ে মোরে-

হীন নয়নের নিবিড় ভাষায় বুঝতে পারে-

এই দিবসে আলোর পাশে

হ্রদের বুকে সূর্য্য যেথা মুক্ত হয়ে জ্বলে

জড়িয়ে আছে হৃদয় পাশে প্রাণের অন্ধকারে-

অনেক কথা, অনেক ব্যথা, অনেক অনেক দূরে-

শুধু আলোর শুভ্র পাখায় প্রেমের খেলা

প্রাণে- মনে- হয়ে ঘুরছে কথা
নয়ন ভরা জলে;

সূর্য্য তারই মাঝে

ডুবিয়ে আলো ডুবিয়ে রাখে হৃদয় আমার-
হ্রদের আলোর জলে ||

[illegible]
২২/৩/৮৭

ওরে হৃদয় কি জিজ্ঞাসা করিস তুই ?
মুখোমুখি এই আলো
ফুল আর পাপড়ীর স্খলিত চরণে -
সময় এসেছে থেমে ;

পৃথিবীর অন্ধকারে অগণিত নক্ষত্রের মাঝে
যখনই খুঁজিতে যাই
স্মৃতির ওপারে পথ,
মৃত্যুর ওপারে শব্দ,
সূর্যের ওপারে আলো,
বিদ্যুর ওপারে বিস্ময়

কল্পনার কণিকায় স্ফুলিঙ্গের চক্রে -
দেখা দেয় শব্দের অন্তরে -
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সব -
হৃদয় আলোর মাঝে যেন জ্যোৎস্নার ভিতর ;

বেদনার মুখোমুখি
কিছু কথা বলিবার আগে
সব শব্দ শেষ হয় ভাষার মোর নিঃশব্দ উত্তাপে ;

ওরে হৃদয় ! কি বুঝিতে চাস তুই ?
প্রেম, স্বপ্ন, উজ্জ্বলতর মুহূর্ত পেয়েছিস বুকে
তারে - সব ভুলে গিয়ে -
এমন হইয়া কোথা যেতে চাস উড়ে উড়ে -
এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের সাথে ?

সুন্দরী- আলোর মুখে মেঘলা আকাশে
নাকছবি পড়ে সে মুখ
দেখেছিলো বুকে স্বপ্নের অজস্র স্বাদ
কাঁদিয়া দিস কেন তারে, রক্তিম হইয়া যদি আসে কাছে
হৃদয়ের ফুল হতে মধুতার লইবার তরে?

যাতনা কোথাও, তবু থাকেনা হৃদয়ে
সেই সব স্ফুলিঙ্গের ভীড়ে দুঃখ আসে বিস্মিত নীরবে;
ফুলরেণু দিলে মুক্ত করিয়া পাখা
এই জ্বলন্ত হৃদয়ে পাপড়ির মত খোলে সাগরের বুকে
দুঃখের আগুনে জ্বলে পুড়ে যায় যত-
আত্মার কাহিনী সব
প্রেম তার প্রেমিকার দীর্ঘ আলিঙ্গনে;

হে হৃদয়! কি চিত্রসার করিস তুই?
কি বুঝিবার তরে
আমার ভিতর- কাব্য তোর লিখে যাস রক্তের অক্ষরে?

২/৮/৮৭

শেষ হয় সবকিছু

মনে পড়ে সোনালী আলোর কথা...
বৃক্ষ, শাখা দলে হাওয়ায় চঞ্চল
পতঙ্গের মত আবেশ অস্থির-
মুহূর্তের কথা সব-
আলোরে খুঁজিয়া যায় এদিকে.. ওদিকে...,

ফুরায়ে গিয়াছে কি সব?
... সবকিছু...?
দিগন্তের সেই উজ্জ্বলতা আগুন জ্বালিয়া বুকে
হৃদয়ে যে এসেছিলো কল্পনার কম্পিত আঁখিতে
এতটুকু প্রেম দিতে
সেও কি কি ভুলে গেছে-
প্রভাত আলোতে বলেছিলো আসবে হেথায়?

এমনি কি সবকিছু?
প্রেম?
আলো?
সূর্য?
মৃত্তিকার বুকে হয়তো আঁধারে
অথবা আলোর বিস্ময়ে যারে যা কিছু বলেছিনু
যা কিছু অনুভব করেছিনু
সব কি কি ভুলে যাবে এই হৃদয় আমার?
মনে পড়ে সোনালী আলোর কথা...
বক্ষ জুড়ে হাওয়ায় দুলিয়া হেথা

অক্ষরে অক্ষরে যে আলো
কেঁপেছিলো সন্ধ্যাতারা হারাবার আগে,
নয়নের ফাঁকে যে রক্ত আসিবার আগে
স্বপ্নের মালা বুনে বেঁধেছিলো সব রবি
সূর্য্যকর পাশে

সে কি সব শেষ আজ ?

বৃক্ষ-শাখা দোলে হাওয়ার চুম্বনে-
কাঁপিয়া উঠিছে বুক;
তবু তার মাঝে
নাই, নাই শব্দ করে ফুরায়ে যেতেছে সব-
মুহূর্তের মাঝে ..

হাসি , গান
প্রেম, আলো, অন্ধকার সব যেন
ফুরায়ে যেতেছে ঐ দিগন্তের ফাঁকে ;

মনে পড়ে আলোয় নাড়িয়া মুখ
যে বেদনারে বলেছিনু ফিরে যেতে ঘরে-
সে যেন ফেরে নাই ঘরে,
নাই নাই শব্দ করে হৃদয়ের অন্ধকার তলে
আমারে হারায়ে যায় : ফুরায়ে যেতেছে সব,
সবকিছু ....
বিবিক্ত যেখানে এই মনের স্বাদ-
অর্থহীন তোমার অক্ষরে ||

[illegible signature]
৯/৮/৮৭

ঢিলের আঘাতে হেথা মুক্ত যেন
চঞ্চল হইয়া ব্যথা মুহূর্তের তরে
ঝলমলে আলোর অক্ষরে জ্বলিয়া যায়;
কেন তুমি বন্ধ করিয়া রাখো শব্দ তব
বেদনার ক্ষুদ্র অন্ধকারে ?

নীরব আলোর পাশে শূন্যতার নীচে
মুহূর্তের অস্ফুট স্পন্দনে চমকিয়া উঠিছে প্রাণ;
কাব্যের অমৃত কল্লোল যেন
কল্পনায় তীর বিদ্ধ হয়ে ছুটিয়া আসিছে হেথা
ঝলকে ঢেউয়ে চমকিত হয়ে আলোর আঘাতে
বিস্ময়
উঠিছে যেন সুন্দরের তড়িৎ পলকে;

মননের ধীরে গন্ধ যেন স্পর্শ করে
কে তুই নিঃশ্বাস হৃদয়ে এনেছ সংগীত এই
আলো আর অন্ধকারের চঞ্চল অহংকারী-তীর
চিনিয়া বিরলে ?
কম্পিত অক্ষরে যেথা চাঁদে জ্যোৎস্না জ্বলে
চিত্ত মোর চিন্ময় সুখে শান্তি চায়
সেথা কে তুই আলোর পাখাতে
রঙিন শিল্পীর মত পুলকিত হয়ে
আমারে দেখায়ে যাস
বিস্ময়ের বিন্দু বিন্দু জলে
ঝর্নকের প্রেম সব দুলে দুলে আলো দেয়
আত্মার গভীরে;

ফোঁটায় ফোঁটায় বিন্দু বিন্দু দুলে
ক্ষণিকের তরে বুঝি আলোর অন্তরে—
বেদনার বন্ধন সব আশ্চর্য পুলকে
খসিয়া হারায়ে যেন আঘাত করিতে ফেরে—
দিতে আসে শেষ পরিচয়;
হৃদয়ে কোথাও তারে বাঁধি নাই তাই
হঠাৎ হারায়ে যায় সব কথা, সব বোধ, সব অনুভব;

দুঃখ, স্নেহ, সোহাগ প্রণয়…
বৃথা তো' সবেরই আছে—!
হল, সেও যেন করিছে ক্রন্দন;
ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরে আলোর পরে—
যেথায় সমুদ্রের বহিঃ বুকে দুলিয়া উঠিয়া বাতাস
শব্দেরে দুলিছে বুকে

হে আলো!
সেই বেদনার তীরে—
আমারে দুলায়ে দাও—
মুক্ত করো শব্দ সব এই ব্যথিত হৃদয়ে ||

[illegible]—
২০/৮/৮৭

পৃথিবীর হাঁসি

মুহূর্তের চকিত হাওয়ায় ফিরে যায় -
মুখোমুখি কিছু হাঁসি, কিছু বিবর্ণ...
উন্মনা হইয়া যেন
কত শত বাক্য ব্যথা হৃদয়ের অন্ধকারে আসে
কি যেন করিতে হবে!

বসে থাকি...
পরস্পর দুর্বার চোখে
জোনাকীর মত কি এক অদ্ভুত আলোকে
পাখনা মেলিয়া রাখি
স্ফুলিঙ্গের সাথে উড়িবার আগে
নয়নের নীরব পলকে
আঘাত করিয়া দেখি কত শক্তি এই
হৃদয় পালকে?

মুখোমুখি ঐ হাঁসি
সমুদ্র তীরের বুকে আলোর কণার মত
বেদনার আশ্চর্য বুদবুদে, স্বপ্ন যেন,
ঘুরে ফিরে বালুকার বুকে যেন চঞ্চল হাওয়াতে
ফেনিলিত মুখে
আমার হৃদয়তীরে রেখে যায়
শত শত শব্দ সব -
সময়ের আশ্চর্য ঘর্ষণে তারা
মিশে মিলে চলে যায়
সমুদ্রের বক্ষ হতে হৃদয় আলোতে;

পৃথিবীর হাঁসি এই
জোনাকীর মত ইহাদের বুকে জ্বালিয়া আমার আলোক
বুঝিতে এসেছি যেন পৃথিবীর অন্ধকারে—
আমার শরীর ঘিরে স্বপ্নের আলোতে
মানুষের বুক হতে কেন মোর বুকে আসে
এত তীব্র আকর্ষণ;

পরস্পর মুখোমুখি
মুহূর্তের চকিত হাওয়াতে ছায়াদের মত
কেন এই হাঁসি, এই ব্যথা, কিছু বিবর্ণ
লয়ে যায় সবকিছু অন্ধকারে করিয়া হরণ?

চঞ্চল পলক নীচে যেথা জোৎস্নার আঘাতে
পৃথিবীর সসাগরা অন্ধকার জেগে থাকে
হৃদয় আলোতে
যেথা হাঁসি আর শব্দের কল্লোলে
বেদনার অন্ধকার—
বুদবুদ হইয়া ভাসে স্বপ্নের বলয়ে,
আমার হৃদয় সেথা
পাখনা যেন তুলিবার আগে
নিস্তব্ধ হইয়া দেখে
পৃথিবীর মুখে ফুলে হাঁসি জোৎস্নার আলোতে ॥

[illegible]—
৮/৯/৫৭

তরী

এই সন্ধ্যাতারার বুকে
যেথা অজস্র পাখীর শব্দে চঞ্চল আকাশে
আলোর আশ্রয়
আমার হৃদয় জুড়ে নেমে আসে রঙ—
বিস্ময়ের বিচিত্র পালকে রঙ যেথা স্মৃতির অক্ষরে—
লিখে যায়
আমার হৃদয় জুড়ে অগ্নিময় গান
যেথা সেই অচেনা আলোতে মাঝি হয়ে চাই যেতে
সমুদ্রের দিকে;

হেমন্তের রঙ রাঙা রঙে যেথা আলোর ভাষায়
অন্ধকার উৎসর্গ করে উড়ে আসে শব্দের পাখায়
ঘুরে ফিরে যেথা আমি খুঁজি কার অমর সাড়াটায়?

এই সন্ধ্যাতারার বুকে
খোলা এক শুভ্রতম পালতোলা আমার হৃদয় চলে,
বিস্ময়ের শিশির যেথা এই পালে মুগ্ধ হয়ে—
ঘিরে রাখে সব সুরের বাতাস;

এক গভীর বন্যায় হেমন্তের রঙ যেন পাখা মেলে
উড়ে এসে মোর বুকে করিয়া আঘাত
আলোরে ঝরায়ে দেয়
হৃদয়ের তীর হতে শব্দেতে, ভরসায়;

তরী মোর শূন্যতার বুকে রাজহংসী হয়ে
আশ্চর্য গ্রীবায় তার তুলিয়া আকাশ
ভাসিয়া আলোর জলে আমারে লইয়া যায়
শ্যামল শর্বরী বুকে শুভ্র বালুকায়

রঙিন প্রাণের চিহ্ন এঁকে
সন্ধ্যাতারা লেখা
ভোর ভরে থাকে অপেক্ষায় //

[illegible]
৮/১০/৮৭